অস্ট্রেলিয়া থেকে
প্রকাশিত একমাত্র
বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

The only Bengali Community Newspaper in Australia

Suprovat Sydney, September 2020, Volume-9, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

সেনাবাহিনীর সদস্য হত্যা বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন নয়, একটি স্বাভাবিক ঘটনা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

৩১ জুলাই ২০২০ তারিখ দিবাগত রাত, শুক্রবারের সন্ধ্যা। পরদিন পবিত্র ঈদুল আযহা, করোনা পরিস্থিতির অর্থনৈতিক নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও বাংলাদেশের মানুষ সীমিত পরিসরে হলেও ঈদের আনন্দ উদযাপনের জন্য অপেক্ষা করছিলো। এ রাতেই কক্সবাজার ও টেকনাফের মাঝে মেরিন ড্রাইভের নির্জন রাস্তায় ঘটে গেলো মর্মান্তিক এক হত্যাযজ্ঞের ঘটনা। এ ঘটনা সারা বাংলাদেশকে আলোড়িত করেছে, যদিও এমন ঘটনা বর্তমান বাংলাদেশে নিত্যদিনের ঘটনা। সারা দেশে আলোড়ন তোলার পরও হত্যা-পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দেখে এও অনুমান করা যায় যে হত্যাকান্ডটির ন্যায়বিচার হওয়ার সব রাস্তাই মোটামুটিভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। *৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

আওয়ামী রাজনীতির দেউলিয়াপনা

মিজানুর রহমান সুমন

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ সবথেকে প্রবীণ এবং ঐতিহ্যবাহী। যদিও বর্তমান আওয়ামী লীগ কে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হাত ধরে নতুন রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান সকল দলের রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতিও বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ যে দাবী করে সেই দাবীকে আমলে নিলে এই আওয়ামী লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে এসেছে। তবে একথা মানতেই হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের অবদান অনস্বীকার্য। *৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলাকারী শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদী সন্ত্রাসীর যাবজ্জীবন দন্ড

ফারুক আমিন

গত বছর মার্চের পনেরো তারিখ। শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজ পড়তে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের আল নুর মসজিদে সমবেত হয়েছিলেন স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীরা। একই শহরে ক্রিকেট খেলতে আসা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সদস্যদের বাসটি মসজিদের কাছে একটি *২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

Solar World
Residential & Commercial
Government Rebate Still Available
১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা
Special discount
(18+4 panel free)
6.6 kw - $2499*
Quality Assured
We Provide CEC accredited Product
1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809
Suprovat Sydney Copy Right Protected
T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ বছরটি বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছিলো নতুন বছরের নতুন আকাঙ্খা ও নানা পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু বছরের প্রথম মাসটি পেরুনোর আগেই বিশ্বজুড়ে মানুষ জানতে পারে চীনের উহান শহর থেকে উদ্ভব হয়ে দ্রুত ছড়াতে থাকা নতুন এক ভাইরাসের কথা। তখনও বেশিরভাগ মানুষ ধারণা করতে পারেনি এ ভাইরাসের প্রতিক্রিয়া পুরো পৃথিবী কতটা বদলে যেতে পারে। পরের কয়েক মাসে দ্রুত সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলো নানারকম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখলো বিশ্বায়নের এ চরম উৎকর্ষের সময়ে এসেও কিভাবে সমস্ত সীমান্তগুলো গুটিয়ে নিতে হলো কেবলমাত্র আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে। এক সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পুর্বাভাষে জানিয়েছিলো যে সম্ভবত ছয় মাস সময়কাল পরে ভাইরাসটি দুর্বল হয়ে যাবে কিংবা বিলীন হয় যাবে।

সেই ছয় মাস সময়কাল গত মাসে অতিক্রান্ত হয়েছে। ভাইরাসটি দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে বরং নতুন করে মালয়েশিয়ায় এ ভাইরাসেরই অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী একটি শ্রেণী আবিস্কার হওয়ার কথা জানা গিয়েছে। এখনো সম্ভব হয়নি এর কোন ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক আবিস্কার করা। বিজ্ঞানের সমস্ত অগ্রগতি স্বত্বেও মানুষ এখন কেবল নিজেদেরকে লকডাউনের বেড়াজালে গুটিয়ে রেখে আত্মরক্ষার চেষ্টাই করে যাচ্ছে এবং নিয়তির উপর নিজেদের সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছে।

যখন মহামারী শুরু হলো তখন অনেকেই নানা অনুমান ও ধারণা প্রকাশ করা শুরু করেছিলো। একদল মানুষ সাহিত্যিক ভঙ্গিমায় বলেছিলো, এবার যদি বেঁচে যাই হেন করবো তেন করবো। কিন্তু বিগত সাত-আট মাসে পরিস্কার হয়ে গেছে এই করোনা মাহমারীর মতো সংকটও চোর-ডাকাত-দুর্নীতিবাজ-দুর্বৃত্তদেরকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারেনি। বরং উল্টা বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজরা করোনা-সংকটের সুযোগে যে যেভাবে পারে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য বুভূক্ষু হায়েনার মতো ঝাপিয়ে পড়েছে। নকল টেস্ট কিংবা নকল মাস্ক থেকে শুরু করে যতরকম প্রতারণার ঘটনায় শাহেদ-সাবরিনার মতো কিছু চুনোপুঁটি ধরা পড়ছে এবং দেখা যাচ্ছে তারা সবাই সরকার ও আওয়ামী লীগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাঝখান দিয়ে সকল অপকর্মের মূল হোতার দল মন্ত্রী এমপিরা বহাল তবিয়তে বাংলাদেশকে লুটে যাচ্ছে।

সরকারের এই অব্যাহত লুটপাট ও দখলদারীর সবচেয়ে বড় পেশীশক্তি হলো পুলিশ বাহিনী। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী বর্তমানে পৃথিবীর যে কোন সিরিয়াল কিলার কিংবা চোর-ডাকাতকে হার মানাতে পারবে অপকর্মের দিক থেকে। এ পুলিশ বাহিনীরই গর্বিত এক অফিসার প্রদীপ দাশের নেতৃত্বে গত মাসের শেষে স্রেফ গুলি করে হত্যা করা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা নামের এক যুবককে। এ হত্যা নিয়ে পুরো দেশে আলোড়ন তৈরি হলেও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দেখে পরিস্কার বুঝা যায় এর কোন যথাযথ বিচার ও প্রতিকার হবে না। বাংলাদেশের ক্ষমতা থেকে দখলদার ফ্যাসিবাদ সিন্দাবাদের দৈত্যকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ধ্বংস না করা পর্যন্ত এ ধরণের বিচারহীন ও প্রতিকারবিহীন গুম-খুন-হত্যা-ধর্ষণ ও চাঁদাবাজির শিকার হতে থাকাই হলো বাংলাদেশের মানুষের নিয়তি।

ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলাকারী শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদী সন্ত্রাসীর যাবজ্জীবন দন্ড

১ম পৃষ্ঠার পর

পার্কিং এ গিয়ে থেমেছে, বাংলাদেশী খেলোয়াররা তখনো বাস থেকে নামছেন মসজিদে যাওয়ার জন্য। এ সময়েই অস্ট্রেলিয়ান উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসী যুবক ব্রেনটন টারান্ট অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ নিয়ে মসজিদটিতে ঢুকে নির্বিচারে সাধারণ ও নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করা শুরু করে। আহত হয় অসংখ্য মানষ, নিহত হয় একান্ন জন নিরস্ত্র ও সাধারণ প্রাণ। এরপর গাড়ি চালিয়ে গিয়ে সে হামলা করে কয়েক কিলোমিটার দূরের আরেকটি মসজিদে।

হত্যাযজ্ঞ চালানোর সময় সে নিজেই তা ভিডিও করে ইন্টারনেটে সরাসরি সম্প্রচার করে। মুহূর্তের মাঝে পুরো বিশ্ব থমকে দাঁড়ায় এ নির্মম ঘটনায়। সারা পৃথিবীতেই বর্তমানে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার একটি ধারা চলে আসছে সাধারণভাবে, সেদিন পৃথিবীর মানুষ পরিস্কারভাবে দেখতে পায় উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী শুধু মুসলমানদের মাঝ থেকেই আসে না। যদিও এতে করে বিশ্বের নানা দেশে চলমান ইসলামোফোবিয়ার তেমন কোন বড় পরিবর্তন আসেনি, কারণ গণমাধ্যমের সক্রিয় ও সত্যবাদী ভূমিকা ছাড়া এ পরিবর্তন সম্ভব নয়।

এই হত্যাযজ্ঞের পর নিউজিল্যান্ডের সরকার নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেনের নানা কাজকর্ম এবং বক্তব্য এসময় সারা পৃথিবীর মানুষদের নজর কেড়েছে। বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষদেরকে কাছে তিনি সত্যিই তাঁর কাজের কারণে একজন উদীয়মান বিশ্বনেতা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন।

খুনী সন্ত্রাসী ব্রেনটন টারান্টকে আটক করা হলে এরপর থেকেই তার বিচারপ্রক্রিয়া চলমান ছিলো। গত ২৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবারে নিউজিল্যান্ডের আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে। আদালত বলেছে এই কারাদন্ড ভোগ করার সময় সে কোন প্যারোল পাবে না, অর্থ্যাৎ আমৃত্যু তাকে কারাদন্ডই ভোগ করতে হবে। নিউজিল্যান্ডের আইনে মৃত্যুদন্ড অবৈধ। সুতরাং এটিই সে দেশের আইনে সম্ভবপর সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তি। এ ধরণের কঠোর শাস্তি একজন শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থীকে দেয়া হবে তার অনেকেই আশা করেনি। কিন্তু নিরপেক্ষতা ও মানবতাকেই প্রাধান্য দিয়ে এমন দন্ড প্রদানের ঘটনা সারা বিশ্বের মানবতাবাদী রাজনৈতিক ও আইনী পর্যবেক্ষকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

বিচারপতি ক্যামেরন ম্যান্ডার তাঁর দীর্ঘ রায়ে খুনী ব্র্যান্টনের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমার কাজটি ছিলো চরমভাবে অমানবিক। নিহতদের মাঝে একজন ছিলো তিন বছর বয়সী একটি শিশু, সে তার বাবার কোল আঁকড়ে থেকেও বাঁচতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন এ রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই সন্ত্রাসী যে ভয়াবহ কাজ করেছে তার কারণে সে আমরণ বন্দী থাকারই যোগ্য।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সেনাবাহিনীর সদস্য হত্যা বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন নয়, একটি স্বাভাবিক ঘটনা

১ম পৃষ্ঠার পর

৩১ জুলাই রাতের এ হত্যাযজ্ঞের শিকার মানুষটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত চৌকষ তরুণ কর্মকর্তা হওয়াতে সেনাবাহিনীর মতো স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানও এতে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। বর্তমান সেনাপ্রধান সংবাদ সম্মেলনে তার বক্তব্যে বলেছেন এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তথাপি ঘটনার আগের ও পরর সকল তথ্য ও বাস্তবতার নিরিখে পরিস্কার করে বলে দেয়া যায়, এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত ঘটনা। বর্তমান বাংলাদেশের এমন হত্যাযজ্ঞের ঘটনাগুলো নিয়মিত এবং স্বাভাবিক ঘটনা। উপরন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার হত্যার ঘটনা বর্তমান বাংলাদেশের খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সেই পিলখানাতে বিডিআর বিদ্রোহের আড়ালে পরিকল্পিতভাবে সাতান্ন জন সেনা কর্মকর্তা হত্যার মাধ্যমেই এই ‘স্বাভাবিক’ ঘটনার ধারাপ্রবাহ শুরু হয়েছিলো। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব দিল্লীর পায়ের নিচে সঁপে দেয়ার পথে যারাই ন্যুনতম হুমকি হিসেবে বিবেচিত হবে তাদেরকে এধরণের নানা ‘স্বাভাবিক’ ঘটনার মাধ্যমে সরিয়ে দেয়াটাই এখন বাংলাদেশের স্বাভাবিক ঘটনা।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা রাশেদ ছিলেন সেনাবাহিনীর চৌকষ একজন কর্মকর্তা। নিজ যোগ্যতার কারণে তিনি অভিজাত গ্রুপ এসএসএফের সদস্য হিসেবেও কাজ করেন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেহরক্ষী দলের একজন সদস্য হিসেবেও কাজ করেন। নিজের প্রাণ নিয়ে সর্বদাই সংশয়ে ভোগা প্যারানয়েড মানসিকতার এ প্রধানমন্ত্রীর দেহরক্ষী হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে অনেক গোপন এবং ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ সেনাকর্মকর্তা হওয়ার পরও দুই বছর আগে তিনি অজানা কারণে অত্যন্ত তরুণ বয়সেই সেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য কিংবা সেনাবাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তারা কেউ তার অবসর গ্রহণের কারণ সম্পর্কে কোন বক্তব্য দেয়নি। সুতরাং এই অস্বাভাবিক স্বেচ্ছা-অবসরের প্রকৃত কারণ এখনো মানুষের অজানাই থেকে গেছে।

অবসরে পর থেকে সিনহা রাশেদ বিভিন্ন ধরণের এডভেঞ্চারাস উদ্যোগের সাথে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইউটিউবের একটি ভিডিও চ্যানেলের জন্য ট্রাভেল ডকুমেন্টারি ভিডিও বানাচ্ছিলেন। এ ভিডিওটি শুটিং করার কাজে তিনি জুলাই মাসের শেষে তার টিমের অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে কক্সবাজার এলাকায় অবস্থান করছিলেন। কক্সবাজার-টেকনাফ এলাকায় কাজ করতে গিয়ে হাজার কোটি টাকা হাতবদলের মাধ্যম স্থানীয় ইয়াবা ও মাদক ব্যবসার কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা তিনি জানতে পারেন। টেকনাফ অঞ্চলের অঘোষিত সম্রাট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা আবদুর রহমান বদি ওরফে ইয়াবা বদির সরাসরি তত্ত্বাবধানে চলমান এই মাদক ব্যবসার সম্পর্কেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করেন। সম্ভবত তার ইচ্ছা ছিলো বাংলাদেশের এই বিস্তীর্ণ সীমানা এলাকা জুড়ে চলমান মাদক ব্যবসা সম্পর্কে তথ্যচিত্র নির্মাণ করা। এই কাজের অংশ হিসেবে তিনি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সাক্ষাতকার নেয়ার মাধ্যমে নিজের মৃত্যু পরোয়ানাতেই যেন স্বাক্ষর করলেন তিনি।

টেকনাফ থানায় ওসি প্রদীপের সাক্ষাতকার গ্রহণ থেকে ফেরার পথে বিকেলে গাড়ি থামিয়ে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিডিও করার জন্য শামলাপুর এলাকায় পাহাড়ে উঠেন মেজর সিনহা। সাথে ছিলেন তারাই ইউটিউব ভিডিও টিমের আরেক সদস্য সাহেদুল ইসলাম সিফাত। পাহাড় ও সমুদ্রের নানা দৃশ্যের ভিডিও করার পর তারা রাত আটটার দিকে পাহাড় থেকে নেমে গাড়ি নিয়ে কক্সবাজারের দিকে রওনা হন। কিন্তু ততক্ষণে পুলিশের অফিসার ও কক্সবাজার-টেকনাফ এলাকার সম্রাট ওসি প্রদীপ কুমার দাশ সিনহাকে হত্যার সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পন্ন করে রেখেছে। শামলাপুর থেকে কক্সবাজারের দিকের রাস্তায় সে মোতায়েন করেছে তার অনুগত পুলিশ দলকে, টেকনাফের দিকের রাস্তায় আরেকটি দল নিয়ে সে নিজেই অপেক্ষা করছে। ভিডিও করা শেষে মেজর সিনহা যেদিকেই যাক না কেন বাঁচার উপায় নেই আর। জনগণের টাকায় বেতন পাওয়া এবং অস্ত্র বহন করা রাষ্ট্রের উর্দিপরিহিত সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর দলগুলো রাস্তায় অপেক্ষা করছে তাকে শেষ করে দেয়ার জন্য।

সিনহা ও সিফাত কক্সবাজারের দিকে রওনা হলে নির্জন মেরিন ড্রাইভে প্রথমেই বিডিআরের একটি চেকপোস্টে তাদেরকে থামানো হয়। কক্সবাজার-টেকনাফ এলাকার মহাসড়কে চোরাচালান প্রতিরোধে এ ধরণের চেকপোস্ট একটি নিয়মিত ঘটনা। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় বিডিআরের চেকপোস্টে থামানোর পর গাড়ির জানালা দিয়ে কথা বলে বিডিআর সদস্যরা সিনহার পরিচয় পেয়ে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেয়। রাতের নির্জন রাস্তায় আরো কয়েক কিলোমিটার যেতেই পুলিশের চেকপোস্ট। পুলিশ টিমের নেতা এবং ওসি প্রদীপের বিশ্বাসভাজন ঘাতক ইনস্পেক্টর লিয়াকত সরাসরি পিস্তল তাক করে সিনহাকে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে বলে। সিনহা রাশেদ দুই হাত উপরে তুলে গাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে আসেন। বসা অবস্থা থেকে তখনও তিনি পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি, ততক্ষণে লিয়াকত গুলি করা শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় এ সময় লিয়াকত পরপর তিনটি গুলি করে। গুলির আঘাতে সিনহা মাটিতে পড়ে গিয়ে কাতরাতে থাকে।

সাথে সাথে ইনস্পেক্টর লিয়াকত ফোন করে তার উর্ধ্বতন ঘাতক ও হত্যার নির্দেশদাতা ওসি প্রদীপকে তার সাকসেসফুল অপারেশনের কথা জানায়। মেরিন ড্রাইভের অপর প্রান্তে অপেক্ষারত ঘাতক প্রদীপ কয়েক মিনিটের মাঝেই পুলিশের গাড়িতে তার দলবল নিয়ে হাজির হয় ঘটনাস্থলে। গাড়ি থেকে নেমেই প্রদীপ রাস্তার উপর পড়ে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কাতরাতে থাকা মুমুর্ষ সিনহার মুখে ও পেটে লাথি দেয়। এ সময় ঐ চেকপোস্টে গুলির শব্দে এলাকার কিছু মানুষ জড়ো হয়। সেনাবাহিনীর এক ননকমিশন্ড সদস্য হাজির হয়ে ছবি তুললে এবং ভিডিও করলে তার মোবাইল ফোন নিয়ে নেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় প্রদীপ এ সময় জুতা দিয়ে সিনহার গলা চেপে ধরেন যেন সে নিঃশ্বাস না নিতে পারে। তারপর তারা গুলিবিদ্ধ আহত সিনহার শরীর পিকআপ ট্রাকের পেছনে তুলে নিয়ে কক্সবাজারের দিকে রওনা হয়। ঘটনাস্থল থেকে কক্সবাজার হাসপাতালের দুরত্ব পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে বড়জোর এক ঘন্টা। কিন্তু যেহেতু সিনহা মারা যায়নি সুতরাং প্রদীপ নির্জন হাইওয়েতে সময় ক্ষেপন করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে মুমুর্ষ সিনহার শরীরে আরো দু’টি গুলি করে। এরপর তার প্রাণহীন দেহটিকে দুই ঘন্টা পর হাসপাতালে নিয়ে যায় সুরতহাল রিপোর্ট করার জন্য।

এভাবে সরকারী পিস্তল ঠেকিয়ে নিরস্ত্র এবং অসহায় মানুষকে হত্যা করা ওসি প্রদীপদের মতো আওয়ামী পুলিশদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস এবং নিয়মিত একটি ঘটনা। সুতরাং প্রদীপ ভালোভাবেই জানে তাকে কি কি রুটিনওয়ার্ক করতে হবে ভবিষ্যতের মামলা সাজানোর প্রস্তুতি হিসেবে। এরই অংশ হিসেবে সে কক্সবাজারের এসপি মাসুদের সাথেও ফোনে কথা বলে রাখে সে। পরবর্তীতে ঘটনা সাজানো হয় মেজর সিনহার গাড়িতে ইয়াবা ও মদ পাওয়ার। এবং পুলিশী ভাষ্যে বলা হয় সিনহার গাড়ি থামানোর পর তিনি ইনস্পেক্টর লিয়াকতের দিকে পিস্তল তাক করে গুলি করতে গিয়েছিলেন তাই আত্মরক্ষার্থে লিয়াকত তাকে গুলি করতে বাধ্য হয়।

জনমতের কারণে এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মনোভাবের কারণে পরবর্তীতে প্রদীপ ও লিয়াকত সহ কিছু পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তাদের সাথে পুলিশের বিশেষ সুবিধা দিয়ে মেহমানদারী, মামলার সাজানো বর্ণনা, রিমান্ডে নিতে কালক্ষেপণ সহ নানা ঘটনা দেখে পরিস্কার বুঝাই যায় এ মামলার পরিণতি কি হবে। প্রদীপ দীর্ঘদিন যাবত যথেচ্ছা মানুষ খুন এবং নির্যাতন করে আসলেও বাংলাদেশের দালাল মিডিয়া কখনোই তার সম্পর্কে কিছু লিখেনি। এখন জনমতের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় হওয়াতে তারা প্রদীপের অনেক অপকর্ম তুলে ধরছে। কিভাবে সে একের পর এক মানুষ হত্যা করে গেছে ক্রসফায়ারের নামে তার রসালো বর্ণনা এখন কিছুটা উঠে আসছে। ক্রসফায়ারে দেয়ার হুমকি দিয়ে সে অসংখ্য মানুষকে বন্দী করে তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেছে, অসংখ্যা মানুষের পরিবারের নারী সদস্যদেরকে দলবল নিয়ে গণধর্ষণ করেছে, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর দখল করে নিজের বিশেষ হেডকোয়ার্টার বানিয়ে সেখানে টর্চার সেল ও অফিস বানিয়ে টেকনাফ এলাকায় বছরের পর বছর রাজত্ব করে গেছে, এসব বর্ণনা এখন মানুষ পত্রিকায় পড়তে পারছে।

কিন্তু ওসি প্রদীপের মতোই শত শত অফিসার এখনো বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য হিসেবে সারা দেশে একই কাজ করে যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদের টিকে থাকার খুঁটি হওয়ার কারণে তাদের কোন শাস্তি হয়না, কোন প্রতিকার হয়না। প্রদীপের মতো ভাইরাল ঘটনায় আটকে না পড়লে তাদের অপকর্ম থামানোরও কোন প্রয়োজন হয় না। একইরকম আরেক খুনী পুলিশ অফিসার নাটোরের এসপি থাকার সময় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছেন। অপহরণ নির্যাতন ধর্ষণ ছিলো তার নিয়মিত কাজ। পরবর্তীতে সে অস্ট্রেলিয়াতে সরকারী লিয়েন নিয়ে চাকরিও করেছে। দেশে ফিরে গিয়ে এখন উপসচিব পদোন্নতি নিয়ে আবার অস্ট্রেলিয়াতে ফিরে আসছে দুতাবাসের কর্মকর্তা হিসেবে। তার পরিবারের সদস্যদেরকে সে অস্ট্রেলিয়ায় রেখে গেছে। সে যখন দুতাবাসের কর্মকর্তা হবে তখন বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষরাই তাকে সম্মান করবে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। এই ধরণের খুনীদেরকে যখন সাধারণ মানূষ ঘৃণার পরিবর্তে সম্মান করে সেই সাধারণ মানুষদের প্রাপ্য পরিণতিই সিনহার কপালে জুটেছে। ভাইরাল হওয়া ওসি প্রদীপ সম্পর্কে এখন কথা বলা খুবই সুবিধাজনক, কিন্তু বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদের এইসব সেবক খুনীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত মানুষের মতো অবস্থান নেয়া ততটা সহজ নয়। সুতরাং সব মিলে সিনহা হত্যার বিচার বাংলাদেশে কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কল্পনাতেও আশা করতে পারেনা, যেমনিভাবে বিশ্বজিৎ, তনু কিংবা আবরার হত্যার বিচারও কেউ এই দেশে আশা করেনা। জনমনে কিছুটা আলোড়ন তোলা এবং কিছু মুখরোচক কথাবার্তাতেই এর পরিসমাপ্তি।

ওসি প্রদীপের ইয়াবা ব্যবসা ও নানা অপকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে মেজর সিনহার এ পরিণতি আরো প্রমাণ করে বাংলাদেশে মানুষের জীবন কতটা মূল্যহীন। সেনাবাহিনীর মতো সশস্ত্র ও শৃংখলাবদ্ধ একটি বাহিনীর প্রাক্তণ সদস্যকেও স্রেফ হেসেখেলে এক মিনিটের ভেতরে রাস্তার উপর হত্যা করতে ফ্যাসিবাদের সেবকরা কোন দ্বিধা করেনি। এ আগষ্ট মাসেই পূর্ণ হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আরেক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ আমান আযমীকে ধরে নিয়ে গুম করার চার বছর। বিগত বছরগুলোতে ফ্যাসিবাদের সেবকরা সেনাবাহিনীর আরো অনেক অফিসারকে গুম করেছে, জঙ্গী দমনের নাটকের আড়ালে হত্যা করেছে, নির্যাতন করে পঙ্গু এবং মানসিকভাবে চিরতরে অসুস্থ করে দিয়েছে। এর শুরু হয়েছিলো ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতা দখলের প্রথম প্রহরেই পিলখানাতে সাতান্নজন অফিসারকে জঘন্যভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি শেখ হাসিনার বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা সুবিদিত একটি বিষয়। তার পিতাসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যার ঘটনা সে পুরো সেনাবাহিনীর উপরেই চাপিয়ে দিয়েছে। যদিও এই ঘটনা ঘটিয়েছিলো তার পিতা এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা ও মন্ত্রীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ কিছু অফিসার, কিন্তু বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসায় অন্ধত্ব ও মানসিক অসুস্থতার কারণে সে এই ঘটনার প্রকৃত স্বরুপ বুঝতে অক্ষম। মর্মান্তিক ঘটনার ট্রমা তার চিন্তাভাবনাকে আজীবনের জন্য বিকৃত করে দিয়েছে। এই ট্রমাটাইজড সাইকোপ্যাথকেই বাংলাদেশের মানুষ নেতা বানিয়েছে। সুতরাং সে ঠিক তার মতো মানসিকতার সিরিয়াল কিলার প্রদীপদেরকে রেখেছে পুলিশ অফিসার করে, তার মতোই ক্রিমিনাল পরিবারের লোক আজিজকে রেখেছে সেনাবাহিনী প্রধান করে।

মেজর সিনহা হত্যার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনের নাটক করার সময় পুলিশ প্রধান এবং শেখ হাসিনার প্রধান জল্লাদ বেনজীরের সহকারী কর্মকর্তার মতো ঘুড়ে বেড়ানো সেনাপ্রধান, বাংলাদেশের তালিকাভূক্ত টপ টেরর ও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত খুনীদের আপন ভাই আজিজ সাংবাদিকদেরকে বলেছে, সিনহা হত্যা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু পিলখানা থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা, সাথে সিনহা হত্যার মামলা নিয়ে চলমান নাটক, সবমিলে যে কোন স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই বলবে সিনহার মতো সেনাসদস্য হত্যা বাংলাদেশে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দেয়া একটি দেশে সিনহার মতো সেনাসদস্য কিংবা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়া যে কোন মানুষর হত্যাই প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

আওয়ামী রাজনীতির দেউলিয়াপনা

মিজানুর রহমান সুমন

১ম পৃষ্ঠার পর

ঐতিহ্যের দিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে আওয়ামী লীগের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেশি থাকার কথা। প্রত্যাশা যেখানে বেশি, অপ্রাপ্তির হতাশাও সেখানে বেশি। বলতে বাঁধা নেই, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মানুষকে বার বার হতাশায় ডুবিয়েছে।একটি রাজনৈতিক দলের জন্য ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় থাকাই শেষ কথা নয়। জনসমর্থন হচ্ছে দলের আসল পুঁজি। জনগনের সমর্থন না থাকলে দলের সকল অর্জন তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন এড়িয়ে গিয়ে ভয়াবহ অন্যায় করেছে। বারবার বাংলাদেশের মানুষকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র ভারতের সমর্থনের উপরে ভর করে ক্ষমতায় রয়েছে তারা। মুজিবকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অনেকগুলো গণধিকৃত কাজ করেছে। ভারতকে দিয়ে তাদের ইশারায় ক্ষমতায় থেকে শুধু বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে তাই নয়, বার বার বাংলাদেশের সাধারণ জনতাকে অপমান করেছে তারা।

বাংলাদেশের মানুষ যাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, সেই পতিত স্বৈরশাসক এরশাদকে আবারো রাজনীতিতে পূর্নবাসন করে বাংলাদেশের মানুষকে আরেক দফা অপমান করেছে তারা। দুই স্বৈরাচারের মেলবন্ধনে দেশের ভোটারেরা হয়েছেন অধিকার হারা। দেশকে যারা সত্যিই ভালবাসেন, দেশকে ভালোবেসে প্রান দিতেও প্রস্তত, তাদের মনের অবস্থাটা ভাবুন একবার। আওয়ামী চাটুকারদের তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনার কথা ভাবুন একবার। শুধুমাত্র প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাই নয়, দেশের নতুন প্রজন্ম, যাদের বুকে দেশের জন্য সত্যিকারের অনুভূতি, তারা প্রতিদিন ঘুম থেকে জাগেন একবুক হতাশা নিয়ে। যে দেশটি নিজের, যেই দেশের প্রতি এত মায়া, যে দেশটির জন্য এত প্রগাঢ় মমতা সেই দেশটিকে কতিপয় স্বার্থান্বেষীর হাতে প্রতিনিয়ত লুট হতে দেখছে তারা। ভোটের দিন রাস্তায় পর্যন্ত বের হতে দেয়া হয়না। নিজের ভোটটি দিতে না পেরে কোটি কোটি মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফেরে। অধিকার হারানোর বেদনা অত্যন্ত ভয়াবহ। যারা অধিকার হারিয়েছেন তারাই বোঝেন। আওয়ামী লীগ নামক দলটি জনগনের সব ধরনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে।এমনকি স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারও। শুধুমাত্র পুলিশের উপরে ভর করে ভারতের সহায়তায় ক্ষমতায় থাকার মাশুল দিতে হচ্ছে জনগণকে। পুলিশ বা ভারত দুটোই বাংলাদেশের মানুষের বন্ধু হতে পারতো, কিন্তু হয়ে উঠছে কর্তৃত্ববাদী দানব। আর এই দানব তৈরি করেছে আওয়ামী লীগ।

আজকে পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সাহার ধরা পরার কারন সকলেই জানেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারকে মেরে ফেলেছে পুলিশ। এই ঘটনা না হলে, অথবা আমজনতা মারা গেলে কিছুই হতো না। পুলিশ এমন একটি দানবে পরিনত হয়েছে যার নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতেও নেই। কারন সরকার তাদেরই সহায়তায় ক্ষমতায় রয়েছে। একজন প্রদীপ এর নেতৃত্বে শুধু এক বছরে ১৪৪ জন সাধারণ মানুষকে গুলি করে

মারা হয়েছে। এই সংখ্যাটির অর্ধেক নিয়েও যদি দেশের ৪৯২ উপজেলার কথা বিবেচনা করেন তাহলে সহজেই অনুমেয় যে কি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রয়েছে প্রিয় জন্মভূমি।

বিষয়টি আরেকটু গভীরভাবে যদি বিবেচনা করেন, তাহলে একথা বলা যায় যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নিজের দেশেই দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিকে পরিনত হয়েছে। শুধু ভোটের অধিকার নয়, সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকাটাই এখন বিরাট মুশকিলের ব্যাপার। আবার এসবের প্রতিবাদ করা মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ বিষয়। নিজেরা প্রথম শ্রেনীর নাগরিক হয়ে হসে আছেন। তাদের কাজের সমালোচনা করা যাবে না। এমনকি চোরকে চোরও বলা যাবে না। বললে শুধু পেটোয়া পুলিশ দিয়ে জেল-জরিমানা করা হবে তাই নয়, খোয়াতে হবে পৈত্রিক জানটাও।

আর দ্বিতীয় মোড়ল হচ্ছে ভারত। যারা বাংলাদেশে নিয়মিত সীমান্তে মানুষ হত্যা করা থাকে।ক্ষমতাসীনদের সাথে তাদের যোগসাজশে দেশের মানুষ কে বঞ্চিত করে তাদের দিতে হয়েছে ট্রানজিট। দেশের জাহাজের আগে তাদের জাহাজ আগে খালাস করার আইন হয়েছে বাংলাদেশের মাটিতেই। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে শত শত একপেশে চুক্তি হয়েছে। এই ১২ টি বছর ভারতকে শুধু দিয়েই গিয়েছে বাংলাদেশ, বিনিময়ে পায়নি কিছুই।

এভাবেই একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে ক্ষমতায় থাকতে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে সবথেকে অজনপ্রিয় এরশাদ বলুন, ভারত বলুন, সেকুলার নামধারী কিছু হাইব্রিড নেতা বলুন, তারাই আওয়ামী লীগ নামক দলটির মূল চালিকা শক্তি।রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া দলটির সবই আছে, খালি জনগনই পাশে নেই।

লেখক: অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সংবাদিক ও কলামিস্ট।

‘দ্য রিয়েল হিরো’ পুলিশ কনস্টেবলকে সম্মাননা দেবে সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশ লেখক ও সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল ‘দ্য রিয়েল হিরো’ পুলিশ কনস্টেবল পারভেজ মিয়াকে (বিপিএম) সম্মাননা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সাথে তাকে ৫০ হাজার টাকা উপহার দেয়া হবে। পুলিশের একজন সিপাহীর সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি দিতে সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সভাপতি ড. এনামুল হক ও কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের ৭ জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চাঁদপুরগামী একটি বাস রাস্তার পাশের খালে পড়ে যায়। সেই বাস থেকে ২৫-২৬ জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছিলেন পারভেজ। সেদিন পারভেজ মিয়ার সাহসিকতায় বেঁচে গিয়েছিল শিশুসহ এসব যাত্রীর প্রাণ।

পেশাগত দক্ষতার কারণে পারভেজ মিয়া পেয়েছেন পুলিশের সর্বোচ্চ পুরস্কার বিপিএম পদক, শ্রেষ্ঠ কনস্টেবল পদকসহ নানা সম্মাননা স্মারক। পারভেজ মিয়া বলেন, ‘প্রয়োজনে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য জীবন দেব তবুও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না, অর্থের লালসায় সাধারণ মানুষকে নাজেহাল করব না।’

প্রসঙ্গত. বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস কারণে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রবাসী শরণার্থী ও অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যায়নরত অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে সর্বপ্রথম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল। এ ছাড়াও মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদ, বাংলাদেশে সাংবাদিক হত্যা-নির্যাতনের প্রতিবাদ, ক্ষতিগ্রস্থ সাংবাদিকদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতাসহ বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রমে সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

The only Bengali community newspaper published in Australia
সুপ্রভাত সিডনি TM
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা
WE ARE AT FACEBOOK TWITTER LINKEDIN YOUTUBE

বাংলাদেশ
বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
জিন্দাবাদ
"আমরা করব জয় নিশ্চয়ই"
বাংলাদেশ জাতীয়াতাবাদী দলের
৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে
গণতন্ত্র বিনির্মানের আন্দোলনই হোক
আমাদের প্রতিজ্ঞা
সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
আহব্বায়ক প্রফেসর ডক্টর হুমায়ের চৌধুরী রানা
সদস্য সচিব মোহাম্মদ হায়দার আলী
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অষ্ট্রেলিয়া শাখা

বাংলাদেশ
বিস্মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
জিন্দাবাদ
সেপ্টেম্বর
১লা
৪২তম
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে
দোয়া ও আলোচনা সভা
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিচ্ছে ডাক
গণতন্ত্র মুক্তি পাক
প্রধান অতিথি: দেলোয়ার হোসেন সাবেক আহ্বায়ক, বিএনপি অস্ট্রেলিয়া
সভাপতিত্ব করবেন কুদরত উল্লা লিটন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বিএনপি অস্ট্রেলিয়া
প্রধান বক্তা: মোবারক হোসেন সহ-সভাপতি, বিএনপি অস্ট্রেলিয়া
বিশেষ অতিথি: ইয়াসির আরাফাত সবুজ সভাপতি, যুবদল অস্ট্রেলিয়া
এ,এন,এম মাসুম সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক দল, অস্ট্রেলিয়া
জাকির হোসেন রাজু সভাপতি, জিয়া শিশু কিশোর মেলা
অনুষ্ঠান পরিচালনায়: হাজী নাসিম আহম্মেদ সাধারণ সম্পাদক, বিএনপি অস্ট্রেলিয়া
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, অস্ট্রেলিয়া

সিডনিতে বাংলাদেশী শিক্ষকের বাড়িতে দুর্বৃত্তদের হামলা

সুপ্রভাত সিডনি

ওয়েস্টার্ন সিডনির ক্যাম্পবেলটাউনের ক্লেইমোর এলাকায় এক বাঙ্গালি সিনিয়র লেকচারার বাড়িতে ১২ আগস্ট ২০২০ বুধবার গভীর রাতে হামলা চালিয়েছে। হামলাকারিরা বাড়ির জানালার কাচ ভেঙ্গে ফেলে গৃহকর্তাকে কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত করে পালিয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে। হামলার শিকার বাঙ্গালি ওয়েস্টার্ন সিডনির ক্যাম্পবেলটাউনের ক্লেইমোর সাবার্বের বাসিন্দা ও নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড কমিউনিটি মেডিসিন-এ সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্থ সিনিয়র লেকচারার সুপ্রভাত সিডনিকে জানান, '১২ আগস্ট বুধবার রাতে দোতলা বাড়ির নিচতলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। উপরের স্টাডি রাম থেকে সব কিছু দেখা যাচ্ছিল। রাত প্রায় ১১টা ১৫ মিনিটের দিকে হৈচৈ করে তিনটি স্ট্রিট বয় কারও গাড়ির দরোজা ধরে টানাটানি করছিল। এর আগের রাতেও তারা হৈচৈ করেছিল। তাদের একজন ড্রাইভ ওয়েতে ঢুকে পড়ে এবং গ্যারেজের দিকে হেঁটে আসছিল। সন্দেহ হলো সে হয়তো বা ভিটিমের গ্যারেজে ঢোকার চেষ্টা করবে বলে ধারণা করেন।

ভিকটিম তাদের বারান্দায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি হচ্ছে ওখানে? তখন তাদের একজন বলল, নিচে আসো, দেখাচ্ছি কি হচ্ছে। এরপর তিনি তার স্টাডি রুমে গিয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে থাকেন এবং চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েন ।

এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন তবে কতোক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন তিনি জানেন না। জ্ঞান ফেরার পর তার মনে হলো, স্ট্রোক হচ্ছে, মারা যাচ্ছেন। তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তিনি মনে করেছেন, পড়ে গিয়ে তার মাথা ফেটে গেছে। পরে তিনি আয়নায় দেখতে পান অনেক রক্ত ঝরছে। তখন তিনি তার স্ত্রীকে

হামলা

ব্যাপারটি জানালেন। কিছুক্ষণ পর প্রচন্ড আওয়াজ ভেসে এলো, মনে হচ্ছিল বোমা ফাটার মতো আওয়াজ হচ্ছে চারিদিক থেকে।ওই স্ট্রিট বয় বা জানকীরা কিচেন, মেইন ডোর ও ওয়াকিং প্যান্ট্রির দরজা ভাঙে। কিছুক্ষণ পর আবার দরোজায় আঘাত হলো। প্রতিবেশিকে ফোন করা হলে তারা পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স কল করে। প্যারামেডিক বলল, তোমাকে তো পিক-অ্যাক্স দিয়ে মারা হয়েছে তারপর লিভারপুল হাসপাতালে নিয়ে সিটি স্ক্যান করা হয়। প্রতিবেশির ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, তারা অ্যাক্স (কুড়াল) নিয়ে ঘুরঘুর করছে।কুড়াল নিয়ে বাসায় তারা এক পাশ দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছে। ব্যর্থ হয়ে পরে আরেক দিক দিয়ে ঢুকেছে। ঐ দিকে গেটটা একরকম খোলা ছিল। অর্থাৎ আটকানো ছিল, কিন্তু তালা দেওয়া ছিল না।ভিডিওতে দেখা গেছে "তারা ১০ মিনিটের মতো ছিল। তিনি আরো বলেন-তারা আবার বের হয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর আবার ঢুকে। তারপর দুই মিনিটের মাথায় আবার বের হয়ে আসে। তখন ভাঙচুর করে।পুরো ঘটনাটি পুলিশ আমলে নিয়েছে। ক্যাম্পবেলটাউন পুলিশ একটি ইনসিডেন্ট নম্বরও রেকর্ড করেছে। ঘটনার পর পুলিশ কয়েকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং একই সাথে পুলিশের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের সাত্বনা দেয়া হয়েছে। এলাকার সব মানুষের কাছ থেকে ভিডিও ফুটেজ নিয়েছে। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আমরা আইডেন্টিফাই করেছি, এটা একটা গ্রুপ। আশেপাশের কয়েকটা সাবার্বে তারা এগুলো এরকম ঝামেলা করছে। এটা আমাদের নোটিসে আছে। খুব তাড়াতাড়ি তাদেরকে আটক করা হবে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কেউ কেউ সাক্ষী হতে সম্মত হয়েছে। কমিউনিটির লোকজন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তারা পুলিশ, মেয়র এবং এমপির কাছে একটি সাবমিশন দিতে চাচ্ছে। প্রসঙ্গত. ছয়/সাত মাস ধরে এ অঞ্চলে এ রকম ঘটনা ঘটে চলেছে।

সুপ্রভাত সিডনির ফেস টু ফেস লাইভ ইউটিউব আর্কাইভ সাবস্ক্রাইব করুন

Subscribe us

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

সুপ্রভাত সিডনির আকর্ষণীয় সব ভিডিওগুলো রয়েছে ইউটিউব চ্যানেলে
সাথে থাকার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন:
https://www.youtube.com/channel/UCLNPL1piHFwan7G7mRl2jdg অথবা https://bit.ly/3gl3t7w

সুপ্রভাত সিডনি অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র কমিউনিটি পত্রিকা

গণমাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রবাসীদের জন্য সামাজিক সেবা নিয়ে নিয়মিত কাজ করছি। আমরা নিয়মি লাইভ ভিডিও অনুষ্ঠানে আলোচনা করছি বাংলাদেশ ও প্রবাসের নানা প্রসঙ্গে। উঠে আসছে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে শুরু করে নানা প্রসঙ্গে গঠনমূলক কথোপকথন ও আলোচনা। Website: www.suprovatsydney.com.au, E-mail: suprovat.ceo@gmail.com

নিয়মিত আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের ফেইসবুক পেইজে লাইক করে সাথে থাকুন: https://www.facebook.com/suprovatpage

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আরবী নতুন বছরে আপনাকে স্বাগতম

সাইফুল্লাহ খালিদ

দেশী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে যেভাবে নতুনবর্ষ হিসাবে ইংরেজী এবং বাংলাবর্ষ জৌলুসময় হয়ে উঠছে ঠিক তার বিপরীতে আরবী বর্ষ জৌলুশহীন হয়ে পড়ছে।অথচ মুসলিম প্রধান বাংলাদেশীদের কাছে এবং আখেরাতে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে এটা কাম্য হতে পারেনা।কিছুদিন আগেও ইসলামের ইতিহাসের রাজধানী খ্যাত দিল্লীর সালতানাত যখন এই উপমহাদেশ কয়েক শত বছর ধরে শাসন করতো তখনও এখানকার প্রধান ক্যালেন্ডার ছিল আরবী। সম্রাট আকবরের এই ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের পরেও মুসলিমদের কাছে আরবী ক্যালেন্ডারই ছিল সবচেয়ে বেশী গ্রহণীয়। এমনকি ইংরেজ আমলে হিন্দুদের বাড়াবাড়ি সত্বেও মুসলিমগণ তাদের প্রকাশনা, পত্রিকাতে আরবী মাস উল্ল্যেখ না করলে সেটি মুসলিমদের কাছে অগ্রহনীয় হয়ে উঠবে বলে আশংকা করা হতো। অথচ আজ মুসলিমরাই আরবী ক্যালেন্ডার, আরবী মাস উঠিয়ে দেয়ার বাহানায় লিপ্ত হয়েছে যা মোটেও কাম্য নয়।আরবী মাস শুধু মুসলিমদের জন্য নয় বরং সমস্ত সৃষ্টির কাছে বিশেষ মর্যাদার হওয়া উচিৎ। কারণ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির শুরু থেকেই এই মাসকে মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই মাসের হিসাব অনুযায়ীই আমাদের সকল বিচার ফয়সালা হবে। এই বিষেয়ে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন - 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাসের সংখ্যা ১২। যেদিন থেকে তিনি সব আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোর সম্মান বিনষ্ট করে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।' (সুরা তাওবা : ৩৬)। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহ তায়ালা ১২টি মাস নির্ধারণ করে দেন। তন্মধ্যে চারটি মাস বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। ওই চারটি মাস কী কী? এর বিস্তারিত বর্ণনা হাদিসে এসেছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, এক বছরে ১২ মাস। এর মধ্যে চার মাস বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। এর মধ্যে তিন মাস ধারাবাহিকভাবে (অর্থাৎ জিলক্বাদ, জিলহজ ও মহররম) এবং চতুর্থ মাস মুজর গোত্রের রজব মাস। (বুখারি-৪৬৬২, মুসলিম-১৬৭৯)।

তবে আরবী মাস এবং হিজরী বছর এক নয়। হিজরী বছরের সূচনা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আখেরী সফরের অনেক পরে ওমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) খেলাফতের সময়ে।তবে এ বিষয়েএকটি মতামত পাওয়া যায় যে, রাসূল (সাঃ) যখন আল হুদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষর করেন তখন তিনি সেখানে পঞ্চম হিজরী বর্ষ লিখতে বলেছিলেন আলী ইবনে আবু তালেবকে। তবে এটা কতোটা সঠিক তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে আরবদের মাঝে এভাবে সন গণনার নজির অনেক দিন থেকেই ছিল। যেমন বলা হয়ে থাকে রাসূল (সাঃ) এর জন্ম হস্তি বছরে। অর্থাৎ হাতি নিয়ে আবরাহার কাবা আক্রমণ এবং তার ধ্বংস ছিল আরবদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ঘটনার একটি। তাই দীর্ঘদিন ধরেই তারা এই বছরকে কেন্দ্রকরে তাদের সন গণনা করে থাকতো।

তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ওমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) সময় থেকে হিজরী সনের প্রচলন শুরু হয়। ওমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) কাছে একটি বিচার আসে এক ব্যাক্তির পাওনা টাকা নিয়ে। লোকটির দাবী সে আমাকে ওমক মাসে টাকা ফেরত দিতে চেয়েছিলো কিন্তু দিচ্ছেনা। আর বিপরীত পক্ষ বলছিল ওমক মাস বলেছি কিন্তু বছরের উল্ল্যেখ করিনি। এই ধরনের সমস্যা যেন আর না হয় সেজন্য ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রধান সাহাবীদের নিয়ে একটি ক্যালেন্ডার তৈরী করার পরামর্শে বসেন। শেষ পর্যন্ত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) পরামর্শ দেন আমাদের এই ক্যালেন্ডারের বছর গণনা শুরু হবে রাসূল (সাঃ) এর হিজরতের বছর থেকে। সেইভাবে ক্যালেন্ডারের বছর শুরু হয় রাসূল (সাঃ) এর হিজরতের বছর থেকে। প্রথম মাস কোনটি হবে এই পরামর্শও আসে আলী (রাঃ) থেকে। যেহেতু হজ্জ্ব করে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে সকলে তাদের নিজ নিজ এলাকায় নতুন মানুষ হিসাবে ফিরে সেই হিসাবে মহররম হবে প্রথম মাস। সেই হিসাবে আরবী বছর বা হিজরী বছর গণনা করা হচ্ছে এবং প্রথম মাস হিসাবে মহররম কে রাখা হয়েছে।

মহররম মাস ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার জন্য বিখ্যাত। এই কারণে এই মাসটির নামকরণ করা হয়েছে মহররম যার অর্থ মর্যাদাপূর্ণ বা তাপর্যপূর্ণ।পুরাতন আসমানী কিতাব থেকে এই বিষয়ে যে ঘটনাবলী আমরা পেয়ে থাকি তা থেকে আমরা জানতে পারি,আশুরার দিনেই আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন কলম, আকাশমালা, মর্তজগৎ, পর্বতরাজি, লওহে মাহফুজ, ফেরেশতাদের ও জ্বীনদের। আশুরার দিনে আল্লাহ নিজ আরশে আজিমে অধিষ্ঠিত হন। মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদমকে (আ.) প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি, জান্নাতে অবস্থান, পৃথিবীতে প্রেরণ ও তওবা কবুল সবই আশুরার তারিখে সংঘটিত হয়।

হজরত নূহ (আ.) সাড়ে ৯শ' বছর তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার পরও যখন তার পথভ্রষ্ট জাতি আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকৃতি জানায়; তখন তাদের প্রতি নেমে আসে আল্লাহর গজব মহাপ্লাবন। এই মহাপ্লাবনের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পায় তারা যারা আল্লাহ ও নবীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে হজরত নূহের (আ.) নৌকায় আরোহণ করে। ওই নৌকা ৪০ দিন পর জুদি পাহাড়ের পাদদেশে মাটি স্পর্শ করে ঐতিহাসিক আশুরার দিন।

এ দিনেই হজরত ইবরাহিমের (আ.) জন্ম, 'খলিলুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত ও নমরুদের অগ্নি থেকে রক্ষা পান। হজরত ইদরিসকে (আ.) বিশেষ মর্যাদায় চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয় আশুরার দিনে। সুদীর্ঘ ৪০ বছর পর হজরত ইউসুফের (আ.) সঙ্গে তার পিতা হজরত ইয়াকুবের (আ.) সাক্ষাৎ যেদিন হয়- সে দিনটি ছিল আশুরার দিন।নবী আইয়ুব (আ.) দীর্ঘ ১৮ বছর কুষ্ঠরোগ ভোগ করার পর আরোগ্য লাভ করেছিলেন আশুরার দিন। হজরত ইউনূস (আ.) ৪০ দিন মাছের পেটে থাকার পর মুক্তিলাভ করেন আশুরার দিন। ঘটনাক্রমে হজরত সোলায়মান (আ.) সাময়িক রাজত্বহারা হন। আল্লাহতায়ালা তাকে আবারও রাজত্ব ফিরিয়ে দেন আশুরার দিনে।

আল্লাহতায়ালা হজরত মুসা (আ.) ও তার অনুসারী বনি ইসরাইলদের ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করে পানির মধ্যে রাস্তা তৈরি করে দিয়ে পার করে দেন এবং ফেরাউনকে তার দলবলসহ সাগরে ডুবিয়ে মারেন আশুরার দিন। হজরত মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন আশুরার দিনে। এ দিনে হজরত ঈসার (আ.) জন্ম হয় এবং ইহুদিরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহতায়ালা তাকে ফেরেশতা কর্তৃক সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন এ দিনেই। দাবী করা হয়, কাবা শরিফ সর্বপ্রথম গিলাফ দ্বারা আবৃত করা হয়েছিল আশুরার দিন।

তবে এই ঘটনাগুলো যে আশুরার দিনেই সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে আল কোরআন এবং হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। তবে ইহুদীদের কাছ থেকে ফেরাউনের কবল থেকে এই দিনে মুসা (আঃ) রক্ষা পেয়েছিলেন, জানার পরে রাসূল (সাঃ) ও এই দিনটিকে স্বীকৃতি দিয়ে রোজা রাখতে শুরু করছিলেন এবং সাহাবীদের রোজা রাখতে বলেছিলেন বলে হাদীস থেকে আমরা প্রমাণ পাই। আসমানী কিতাব সমূহ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর সর্বশেষ অবস্থান ছিল এমন যে, তিনি বলেছিলেন, তোমরা এই কিতাবকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করবেনা আবার অবিশ্বাসও করবেনা। অর্থাৎ এই কিতাবগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় আবার সম্পূর্ণ সত্য নয়। স্কলারগণ এই বিষয়ে উপসংহারে এসেছেন এভাবে যে, শরীয়তের আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা আসমানী অন্যান্ন কিতাব সমূহকে প্রাইমারী সোর্স হিসাবে ব্যাবহার করতে পারবোনা তবে সেকেন্ডারী অথবা টারশিয়ারি সোর্স হিসাবে ব্যাবহার করা যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আসমানী কিতাবের হাফেজ ছিলেন এবং তার তাফসীর গ্রন্থগুলোতে আল কোরআনের ব্যাখ্যায় তিনি অনেক জায়গায় আসমানী কিতাবের উদাহরণ টেনেছেন। সেখান থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ তাফসীরে এর নমুনা আমরা দেখে থাকি।

আশুরার রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করতে যেয়ে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,'রমজানের রোজার পরে আল্লাহর নিকট মহররম মাসের রোজা ফজিলতের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম। –সহিহ মুসলিম: ১/৩৮৮। এছাড়াও এ রোজা সম্পর্কে আরও একটি হাদীস সহীহ বুখারী এবং মুসলিম যুক্ত করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদিনা পৌঁছেন, তখন তিনি দেখলেন যে মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় আশুরার দিনে রোজা পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আশুরার দিনে তোমরা রোজা রেখেছ কেন? তারা উত্তর দিল, এই দিনটি অনেক বড়। এই পবিত্র দিনে মহান আল্লাহ মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলকে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন আর ফিরআউন ও তার বাহিনী কিবতি সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হজরত মুসা (আ.) রোজা রাখতেন, তাই আমরাও আশুরার রোজা পালন করে থাকি। তাদের উত্তর শুনে নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, হজরত মুসা (আ.)-এর কৃতজ্ঞতার অনুসরণে আমরা তাদের চেয়ে অধিক হকদার। অতঃপর তিনি নিজে আশুরার রোজা রাখেন এবং উম্মতকে তা পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (বুখারি-৩৩৯৭, মুসলিম-১১৩৯)

আশুরা আমাদের কাছে আরও ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অতি প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান (রাঃ) এর ভাই, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অতি প্রিয় মেয়ে মা ফাতেমা (রাঃ) ও চার খলিফার অন্যতম আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর পুত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়ার মধ্যদিয়ে।ইসলামী শাসন ব্যাবস্থার মূল ভিত্তি ঘোষণা হয়েছে রাসূল (সাঃ) এর ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জ্বের ভাষণে। সেখানে তিনি বলেছিলেন আজ থেকে তোমাদের মধ্যে নেই কোন শ্রেষ্ঠত্ব অনারবের উপর আরবের বা আরবের উপর অনারবের।মূলতঃ রাসূল (সাঃ) এর এই ঘোষণা ছিল আল কোরআনের সূরা আল হুজুরাতের একটি আয়াতের প্রতিফলন। যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। অর্থাৎ যার ভিতরে যতো বেশী আল্লাহ ভীতি থাকবে তিনিই হবেন ততো শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবেই সাহাবীগণ আবু বকর (রাঃ) কে খলিফা নির্বাচিত করেন যিনি রক্ত সম্পর্কীয় কোন আত্নীয় ছিলেন না রাসূল (সাঃ) এর বরং বিশ্বাসের বিশ্বস্ত সাথী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ওমর ইবনে খাত্তাবকে তার স্থলাভিসিক্ত করেন অথচ তিনিও রক্ত সম্পর্কীয় ছিলেন না। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ),রাসুল (সাঃ) কর্তৃক ঘোষণাকৃত জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের মধ্য থেকে ছয়জনের একটি প্যানেল ঘোষণা করেন, যে প্যানেলের একজন মুসলিম উম্মাতের মতামতের ভিত্তিতে হবেন খলিফা। এই প্যানেলের সদস্য হওয়া একজনও ওমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) এর রক্ত সম্পর্কীয় আত্নীয় ছিলেন না। সেই সময়ে বেহেশতের সুসংবাদ পাওয়া দশজনের মধ্যে মাত্র সাতজন জীবিত ছিলেন যাদের ছয়জনকে এই প্যানেলে রাখা হয়, বাদ পড়ে যায় একজন । তিনি ছিলেন সাইদ ইবনে যায়েদ। তিনি ছিলেন ওমর ইবনে খাত্তাবের বোনের স্বামী। শুধুমাত্র এই কারণেই ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খেলাফতের হক্কদ্বারী থেকে তাকে বিরত রাখেন বলে ধারণা করা হয়। এভাবেই মুসলিম উম্মাহ'র খেলাফত সমস্ত লোভ-লালসা, ভোগ বিলাসের উর্ধ্বে রাখা হচ্ছিল।আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) শহীদ হলে সকলের সম্মতিতে তার সুযোগ্য সন্তান, রাসূলের অতি প্রিয় দৌহিত্র, মুসলিম জাহানের ইমাম হিসাবে সম্মানিত ইমাম হাসান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ছয়মাস পর তিনি বিনা শর্তে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের স্বার্থে এই পদটি আমিরে মোয়াবিয়া (রাঃ) এর হাতে হস্তান্তর করেন।কিন্তু আমিরে মোয়াবিয়া (রাঃ) যখন তার জীবদ্দশাতেই এই পদটি তার পুত্র ইয়াযীদের হাতে হস্তান্তরের সব ব্যাবস্থা করে ফেলেন এবং তার মৃত্যুর পর যখন এই পদটিতে ইয়াযীদ গদীনসীন হন। ইমাম হুসাইন এটিকে ইসলামী খেলাফতের মূল ভিত্তি ন্যায় ও ইনসাফের উপর আঘাত বলে বিবেচনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ে অবতীর্ন হন এবং কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে পরিবারসহ শাহাদাত বরণ করেন। ঐতিহাসিক সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে এই বার্তাটিই পৌছে দেয় যে, আশুরা হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ের প্রতিক। আশুরা হচ্ছে সত্যের বিজয়ের প্রতিক। আশুরা হচ্ছে আল্লাহর রহমতের প্রতিক। আশুরা হচ্ছে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়ের দিবস। আশুরা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে চাওয়ার দিবস। ইসলাম যেন আবারও কোন আশুরাতে সম্পূর্ণভাবে বিজয়লাভ করে সেই প্রার্থনা করার আবেদনই যেন আশুরা রেখে যায়।ইমাম হুসাইনের রক্ত যেন আশুরাতেই আবার ঝলসে উঠে।তাই আসুন এই আশুরাতে আমরা রোজা রাখার অভ্যাস চালু করি যেভাবে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই আশুরাতে আমরা ইমাম হুসাইনের কোরবানী থেকে দীক্ষা নেই কিভাবে মিথ্যার বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে। আমরা শিক্ষা নেই আইয়ুব (আঃ) থেকে, কিভাবে জীবনের খারাপ দিনগুলোতেও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা যায়। আল্লাহর উপর আস্থা রাখলে আল্লাহ যে কিভাবে বিজয় দেন তা যেন আমরা শিখতে পারি মুসা (আঃ) এর জীবনি থেকে। কিভাবে আল্লাহর পথে থেকে নিজেদের নিরাপদ করেছিলেন নুহ (আঃ) এবং তার অনুসারীরা সেখানেও রয়েছে আমাদের শিক্ষা। আল্লাহ যেন,আশুরার সমস্ত ঘটনা থেকে সঠিক শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক আমাদের দেন এটাই হোক আমাদের প্রার্থনা। আমিন।

Muslim Matchmaker.Muslim Matrimony.

মুসলমানদের জন্য পাত্র-পাত্রী/বিয়ে-সাদী

এ সার্ভিস সম্পূর্ণ ফি সাবিলিল্লাহ! আপনার ছবি ও বিস্তারিত আমাদেরকে ইমেইল করুন

This is free of charge (Fi sabilillah) & confidential. Please forward email today with the current photograph & your details

E-mail: mmarrige2020@gmail.com

CYCDO

Community Youth & Citizen Development Organisation Inc (CYCDO)
Registration Number: Inc 1901241

Helping You Help Others -Crisis Relief

COVID-19 Affected Community Help

We support people in the community for basic need

P.O Box-398 Lakemba NSW 2195
Email: cycdo.au@gmail.com

Please call us for your basic needs
Mob: 0423 031 546 0412 179 523

CANTERBURY BANKSTOWN

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে অস্ট্রেলিয়ায় দোয়া মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গণতন্ত্রের মা, আপোসহীন নেত্রী, তিনবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সংগ্রামী সভাপতি শফিউল বারী বাবুর স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৬ আগস্ট রোববার ২০২০ অস্ট্রেলিয়া বিএনপি এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির অন্যতম নেতা সাবেক আহবায়ক মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

স্বেচ্ছাসেবক দল অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি এ এন এম মাসুমের পরিচালনায় দোয়া মাহফিল থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৭৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বিএনপির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। একই সাথে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সদস্য মরহুম শফিউল বারী বাবুর জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি তার ত্যাগের কথা স্মরণ করা হয়।

দোয়া মাহফিলে আপোসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু কামনা করে ও তার রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন যুবদলের অষ্ট্রেলিয়া শাখার সংগ্রামী সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজ ।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা কুদরত উল্যাহ লিটন,মোবারক হোসেন, যুবদল অষ্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজ, সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবির পিন্টু, জিয়া শিশু কিশোর মেলার সভাপতি রাজু হোসাইন, সাবেক ছাত্র নেতা মশিউর রহমান তুহিন, বিএনপি অষ্ট্রেলিয়া শাখার নেতা গোমেজ এন্থনি, মোঃ মাসুম, জাবেদ হক, রানা মো: সুমন, সুলেখা করিম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, পবিত্র বড়ুয়া, মোঃ রাফি সরদার খালেদ প্রমুখ।আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশী রিফিউজি অব অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ও বিএনপি নেতা মোহাম্মদ নাসির।

দোয়া মাহফিল শেষে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক দল অষ্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি এ এন এম মাসুম উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

মেলবোর্নে শোক দিবস উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদৎ বার্ষিকী ও শোক দিবস পালনের লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্ট শনিবার মেলবোর্নে কোভিড ১৯ এর স্টেইজ ৪ রেস্ট্রিকশন এবং কারফিউ চলার কারণে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে দলের সাধারণ সম্পাদক মোল্যা মোঃ রাশিদুল হক স্বাগত জানিয়ে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করেন। এসময় এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপর এক অনলাইন চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এক তথ্য ও গবেষণামূলক অনলাইন আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোল্যা মোঃ রাশিদুল হক ।

এসময় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশ সরকারের অনারারী কনসাল বীরমুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার শফিকুর রহমান অনু, মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা, জ্বালানী বিশেষজ্ঞ, কনসালটেন্ট ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার সালেক সূফি, অস্ট্রেলিয়ার আর এম আই টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সানিয়াত ইসলাম, আইটি বিশেষজ্ঞ এশরার ওসমান, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক রাশিদা হক কনিকা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি এডভোকেট সিরাজুল হক, কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি, এলজিআরডির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ওয়াহিদুর রহমান, মেলবোর্ন প্রবাসী চিত্রশিল্পী, লেখক এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাসিনা চৌধুরী মিতা, ক্যানবেরা আওয়ামী লীগের সভাপতি ব্যারিস্টার ড. শামীম আলম, মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং গবেষক ড. শেখ আলিফ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মেলবোর্ন আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ সালেহীন, গোলাম রহমান চৌধুরী, মেলবোর্ন যুবলীগের সভাপতি মোঃ জেমস খান. মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আজহারুল ইসলাম সোহাগ, মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোঃ শহীদ সরকার, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জনাব আবু সাদেক প্রমুখ। সমাপনী বক্তব্যে দেন ড. মাহবুবুল আলম।

Matraville Public School Bangla Writing Competition

Suprovat Sydney report:

Ms Noni Hoskins Principal, Matraville Public School stated that Matraville Public School is a small school located in the south eastern suburbs of Sydney. The school community is comprised of students from a rich mix of diverse cultural backgrounds.

The school has an enrolment of 200 students, 80% of whom have a language background other than English. Approximately 35 language groups are represented within the school community. The largest language group present is Bangla. The school runs a Community Language Program to support native Bangla speaking students in developing their reading, writing, speaking and listening skills in their mother language, as well as their cultural knowledge.

In 2019, Consul General Khandker Masudul Alam attended the school with a request to collaborate and hold a writing competition. As part of the competition, all students in Years 3-6 were given the task of writing a text that discussed the importance of learning your mother language. The topic was particularly important to our community as it reinforced the pride our students have in their own culture, as well as highlighted the inclusiveness of our community as a whole.

Students worked hard to compose texts that were creative, persuasive or informative. They edited and published their work before submitting it to be judged by their teachers, Consul General Alam and myself. The Consulate of Bangladesh kindly donated book prizes and these were presented to students who were awarded 1st place, 2nd place or Encouragement.

Matraville Public School is extremely grateful for the support received by Consul General Khandker Masudul Alam and the Consulate of Bangladesh, and we look forward to partnering together again in the future.

মেলবোর্ন প্রবাসী বাংলাদেশী করোনায় আক্রান্ত

সুপ্রভাত সিডনি

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র (ব্যাচ সিএমসি ১৭) মেলবোর্ন প্রবাসী কোভিড ১৯ আক্রান্ত হয়ে গত শনিবার মেলবোর্নের মার্সি হাসপাতালে ভেন্টিলেটররে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেলবোর্ন নিবাসী জনৈক ডাক্তার প্রবাসীর কোভিড ১৯ আক্রান্তের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এদিকে তার রোগমুক্তির জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

মেলবোর্ন বা ভিক্টোরিয়ার সার্বিক অবস্থার অবনতি ঘটায় স্থানীয় সরকার 'দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা' ঘোষণা করেছে। লকডাউন ও কারফিউ জারির মাধ্যমে সেখানে কোরোনার বিধি নিষেধ ঘোষণা করা হয়।

বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। মাস্ক পরা বাধ্যতা মূলক করেছে সেখানে। মাস্ক ব্যবহার না করলে জরিমানা বা পুলিশি হয়রানিতে পড়বে যে কেউ। তুলনামূলকভাবে ভিক্টরিয়ায় কোরোনার প্রকোপ অনেক বেশি তাই সরকার বিভিন্ন নুতন নুতন নিয়ম জারি করে ওখানের মানুষগুলোকে নিরাপদ রাখার কৌশল অবলম্বন করছে।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম
আসসালামু আলাইকুম
সম্মানিত অভিভাবকগন!
আপনি কি আপনার সন্তানকে কুরআন শিখাতে আগ্রহী!!
আলহুদা অনলাইন কুরআন শিক্ষা একাডেমি
এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধরুপে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
মেয়েদের জন্য মহিলা হাফেজা ও পুরুষদের জন্য রয়েছে পুরুষ হাফেজ শিক্ষক।
পরিচালনায়
হাফেজ মাওলানা মোঃ ইমাম হোসাইন ইকবাল
ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ, ব্রুনাই।
+6738195977, +6737415977

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

১২

আতিকুর রহমান

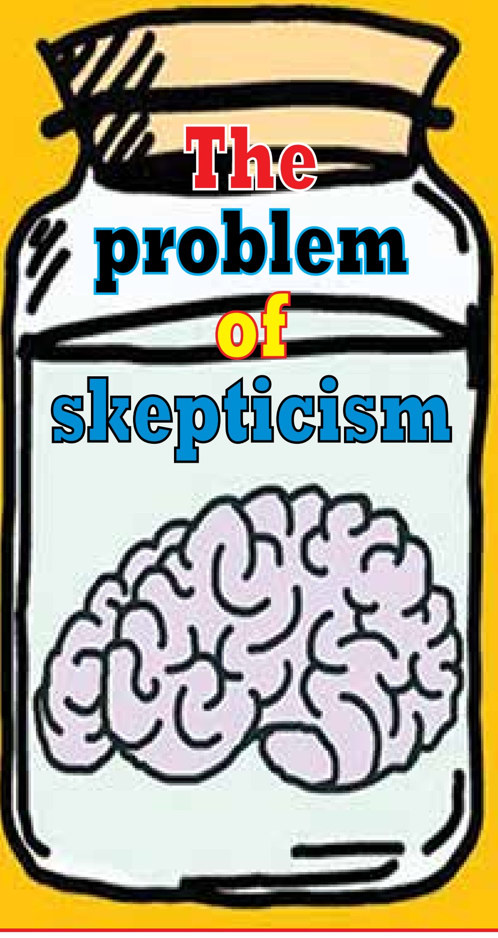

বিকাশ আজ আগে থেকেই সৌরভদের বৈঠকখানায় এসে হাজির হয়েছে। গতদিনের প্রশ্নের উত্তরে আহমদ কি বলে তা জানতে সে ভীষণ কৌতুহলী হয়ে উঠেছে। অপেক্ষা করছে সৌরভও। আহমদ যথাসময়ে এসে হাজির হলেও আলোচনা শুরু হতে কিছুটা দেরী হলো। কেননা গোপাল কোন এক কাজে আটকে গিয়েছিল। আহমদ চাচ্ছেনা তার প্রশ্নের উত্তর গোপালকে আবার নতুন করে শুনাতে হয়। গোপাল আসা মাত্র আহমদ শুরু করলো।

- বিকাশ দা, সৃষ্টিগতভাবে নারীরা পুরুষ থেকে ভিন্ন। সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেকটা পাত্রের ন্যায়। যে পাত্র সন্তান ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। সন্তান সেখানেই বৃদ্ধি লাভ করে। পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। এর ফলে সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। জরায়ুতে যদি একই সাথে একের অধিক পুরুষের শুক্রানু নিক্ষিপ্ত হয়, তবে কোন পুরুষের মাধ্যমে সন্তান উৎপন্ন হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। এতে সন্তান কোন পিতৃপরিচয় পাবেনা। থাকবে না তার বংশ পরিচয়। সে ক্ষেত্রে সমাজের কি অবস্থা হতে পারে একটু ভেবে দেখেছেন, বিকাশ দা। অসংখ্য মানুষ সমাজের বুকে চলে বেড়াচ্ছে যাদের পিতৃপরিচয় নেই। স্কুলে বা চাকুরী ক্ষেত্রে কারও নামের সাথে তার পিতার নাম যুক্ত করা যাচ্ছেনা।

আর এক সমস্যা হবে যেটা পূর্বের চেয়েও মারাত্মক। তা হলো, সন্তান জন্মের পর কে তার ভরণ পোষণ করবে? কে তাকে নিজ সন্তান বলে কোলে তুলে নেবে? সন্তানের দায়িত্ব কেউ নিতে চাবেনা। বিকাশ দা, নিজেকে এধরণের সন্তানের জায়গায় একটু ফেলে ভেবে দেখুন তো আপনি এ অবস্থা মেনে নিতে পারছেন কিনা। আমি জানি আপনি কখনওই এ অবস্থা মেনে নিতে পারবেন না। এ অবস্থা সমাজের জন্য ভয়াবহ ধ্বংস ডেকে আনবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বিকাশ কিছুটা চুপসে গিয়েও পাল্টা প্রশ্ন করলোঃ কিন্তু ডি এন এ টেস্টের মাধ্যমে তো কারো পিতৃপরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

- বিকাশ দা সেটা কিভাবে সম্ভব। ডি এন এ টেস্টে দুটি বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। বিজ্ঞান শতভাগ নিশ্চিত করে বলে দিতে পারেনা কে কার সন্তান। কেননা ডি এন এ টেস্টের ফলে দু'জনের বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল আলাদা এটা বলে দেয়া যেতে পারে খুব সহজেই। কিন্তু দু'জনের বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল এক হলেই বলা যাবেনা তারা পিতা-পুত্র। (সূত্রঃ বি বি সি ওয়েব সাইট, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বিজ্ঞান বিভাগ)।

আর একটি বিষয় হওয়া অবসম্ভাবী। একজন নারীর এতো বেশী সংখ্যক সন্তান হতে পারে যার ভার বহন করা তার পক্ষে সম্ভব হবেনা। আবার একজন নারীর পক্ষে একাধিক পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করা কতটা বাস্তব সম্মত তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা সৃষ্টিগতভাবে নারীরা পুরুষের চেয়ে শারীরিক শক্তিতে দুর্বল।

বিকাশ দা, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একজন নারী একাধিক পুরুষের সাথে যৌন মিলন করলে তার জরায়ুতে একাধিক পুরুষের বীর্য প্রবেশ করবে। যার ফলে মারাত্মক ব্যাধির (Coronary Artery diseases) সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত। একজন নারীর জরায়ুতে একাধিক পুরুষের বীর্য (seminal fluids) প্রবেশ করাতে মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। আমরা সকলেই অবগত মারাত্মক ব্যাধি এইডসের অন্যতম কারণ হলো বহুগামিতা।

বিকাশ দা, আপনি শুনলে অবাক হবেন। এধরণের মারাত্মক পরিস্থিতি থেকে মানবজাতিকে বাঁচাতে ১৪০০ বছর আগে ইসলাম একজন স্ত্রীর জন্য একাধিক স্বামী থাকার বিধান শুধু নিষিদ্ধই করেনি বরং এমন এক বিধান জারি করেছে যাতে করে দুইজন পুরুষের বীর্য কোনভাবেই একজন নারীর জরায়ুতে একই সাথে প্রবেশ করবেনা। কোন নারী যদি তার স্বামী থেকে তালাক প্রাপ্ত হয় অথবা তার স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ করার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন একটি সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ সময় এজন্যই যে তার পেটে সন্তান ধারণ করে থাকলে তার পিতৃ পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যাবে। অপরদিকে স্ত্রীর জরায়ুতে একসাথে দুইজনের বীর্য প্রবেশও করবেনা। আসুন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কি বলেন জেনে নেই। আল্লাহ বলেনঃ

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। [সূরা আল বাক্বারাহ: ২৩৪]

বিকাশ দা, ইসলামের বিধান হোল একজন স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করার জন্য চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এ সময়কে ইসলামের পরিভাষায় ইদ্দত বলা হচ্ছে। আর এই ইদ্দতকালীন সময়ে তার জরায়ুতে তার পূর্বের স্বামীর শুক্রাণুর সামান্য চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবেনা। এটা তার জন্য ও তার পরবর্তী স্বামী উভয়ের জন্যই নিরাপদ ও কল্যাণকর।

চলবে....

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

গুগল ও ফেসবুককে অর্থ দিতে অস্ট্রেলিয়ার সরকারের নতুন আদেশ

সুপ্রভাত সিডনি

গুগলের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিজ্ঞাপন বাবদ আয় সংবাদমাধ্যমগুলির সঙ্গে ভাগ করে নিতে আদেশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার।

অস্ট্রেলিয়ার অর্থমন্ত্রী জোশ ফ্রাইডেনবার্গ জানান, কোন কোন প্রতিষ্ঠান নতুন নীতির আওতায় পড়বে এ এখন নিশ্চিত করা হয়নি। তবে এটা ফেসবুক ও গুগলকে দিয়েই শুরু হবে। আর এ সিদ্ধান্ত চলতি বছরে আইনে পরিণত হবে বলে জানানো হয়।

তিনি আরো বলেন, অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের ব্যবসার জন্য ন্যায্যতা আদায়ের শুভযাত্রা। ভোক্তা সুরক্ষা বৃদ্ধি করেছি। তিনি আরো জানান, টেকসই গণমাধ্যমের জন্য একটা পথ তৈরি করে দিয়েছি। এর মাধ্যমে সেটাই নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া সরকারের এমন পদক্ষেপের ব্যাপারে গুগুল জানিয়েছে, এই আইনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের অবগত করবে। তবে ফেসবুকের পক্ষ থেকে এ নিয়ে এখনো পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। উল্লেখ্য, সরকারের আদেশ অনুযায়ী, সংবাদমাধ্যমগুলোর সাথে ফেসবুক, গুগলসহ বড় সব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের নতুন চুক্তি হবে।

সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশী তরুনের আকস্মিক মৃত্যু

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র অমর্ত্য (২১) আকঙ্কিকভাবে মঙ্গলবার ভোরে মারা গেছে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)।

গত ২৫ আগস্ট ২০২০ মঙ্গলবার আনুমানিক ভোর ৩টার দিকে অমর্ত্য সিডনির ইয়াগুনার বাসায় হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে বমি করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ইমার্জেন্সি নাম্বার ০০০ ফোন করলে ঘটনাস্থলে দ্রুত এম্বুলেন্স পৌঁছে। প্যারামেডিকের অনেক প্রচেষ্টায় তার শ্বাস প্রশ্বাস সচল করা সম্ভব হয়নি। অমর্ত্য ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতিতে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলো।

ময়না তদন্তের প্রক্রিয়া শেষে সিডনির রকউড সেমিট্রিতে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে। সুপ্রভাত সিডনি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সবাইকে দোয়ার আহবান জানাচ্ছে। আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দেন করুন (আমিন)। শোকার্ত পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা।

সিডনি প্রবাসী ক্যাপ্টেন হাসানের ইন্তেকাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ক্যাপ্টেন হাসান নামে সবার পরিচিত সিনিয়র মেরিনার কামরুল হাসান আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ২৬ আগস্ট ২০২০বুধবার সকাল ১১টায় ল্যাকেম্বার Ali Ibn Abu Talib মসজিদে জানাজা শেষে সিডনির নরেলান কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে।

প্রায় ২০ বছর আগে তার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে ইউএসএ চলে যান। এরপর নতুন সংসার করলেও তা টেকেনি। এর ফলে মরহুম হাসান মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। জীবনের শেষ দিকে এলোমেলো হয়ে গেলেও দ্বীনের দাওয়াতে মুসলমান সমাজে ফেরত এসেছিলেন। এরপর বিভিন্ন হাসপাতালে একা নিসঙ্গ জীবনযাপন করতেন। কনকর্ড হসপিটালে দীর্ঘদিন তিনি মেন্টাল সেকশনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রতিনি সকাল ১১ টায় ল্যাকেম্বা চলে আসতেন। ল্যাকেম্বা মুসল্লায় জোহর, আসর, মাগরিব, ঈশার নাম আদায় করে রাতে একবারে ম্যারিকভিলের বাসায় ফিরতেন।

আল্লাহ পাক তাঁকে মাগফিরাত দিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউস দেন করুন । আমীন।

প্রসঙ্গত. মরহুম ক্যাপ্টেন হাসান অস্ট্রেলিয়ায় যত মেরিনার এসেছেন তার মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম সিনিয়র। এছাড়া তিনি নাবিকদের প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ইংল্যান্ডে Best of the year হয়েছিলেন। স্কিলড মাইগ্রেন্ট হয়ে এদেশে এসেছিলেন এবং একজন Highly Paid চাকুরিজীবী ছিলেন।

MAc-Field Medical Practice

আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?

আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?

আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?

আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ায় কুরবানীর ঈদ ও কিছু কথা

সুপ্রভাত সিডনি

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে অনেক পরীক্ষা করেছেন। সকল পরীক্ষায় তিনি ধৈর্য্য ও সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহপাক তাকে ইঙ্গিত করেছেন তার সবচাইতে প্রিয় জিনিসটিকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করতে। হযরত ইব্রাহীম (আ:) অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেন একমাত্র পুত্র ইসমাঈল (আ:) এর চেয়ে তার কাছে প্রিয় আর কোনো কিছু নেই। এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও সে পুত্র ইসমাঈল (আ:) কে বেশি ভালোবাসতেন। তারপরও তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে কোরবানী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অত:পর পুত্র ইসমাঈল (আ:) কে তিনি তার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) বললেন , “হে পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন” (সূরা সফফাত আয়াত-১০২)। ছেলের সাহসিকতাপূর্ণ জবাব পেয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত খুশি হলেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছেলের গলায় ছুরি চালালেন। তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে বেহেশত হতে একটা দুম্বা নিয়ে রওয়ানা হলেন। তার মনে সংশয় ছিল পৃথিবীতে পদার্পণের পূর্বেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যবেহ কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলবেন। তাই জিবরাইল (আঃ) আকাশ হতে উচ্চৈস্বরে ধ্বনি দিতে থাকেন “আল্লাহু আকবার”। আওয়াজ শুনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার”। পিতার মুখে তাওহীদের বাণী শুনতে পেয়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ) বলে উঠলেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিলহামদ”। আল্লাহর প্রিয় দুই নবী এবং হযরত জিবরাইল (আঃ)-এর কালামগুলো আল্লাহর দরবারে এতই পছন্দনীয় হলো যে, সেইদিন থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত এই কথাগুলো ৯ই জিলহজ্ব ফজর থেকে আসর পর্যন্ত বিশেষ করে ঈদুল আযহার দিনে বিশ্ব মুসলিমের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে কোরবানী হয়ে গেল একটি বেহেস্তী দুম্বা। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন হযরত ইব্রাহীম (আ:)। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে ঘোষণা করেনঃ “তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার (ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে দিলাম জবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু।” (সূরা সাফফাত আয়াত-১০৪-১০৭)। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উপরোক্ত গায়েবী আওয়াজ শুনে হযরত জিবরাইল (আঃ) কে একটি বেহেস্তী দুম্বাসহ দেখতে পান। এ জান্নাতী দুম্বা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে দেয়া হলে তিনি আল্লাহর নির্দেশে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। আর তখন থেকেই শুরু হলো কোরবানীর মহান বিস্ময়কর ইতিহাস। যা অন্ততকাল ধরে সুন্নতে ইব্রাহীম হিসেবে বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

কুরবান অর্থাৎ নিকটবর্তী হওয়া, সান্নিধ্য লাভ করা।আরবী ‘কুরবান’ শব্দটি ফারসী বা ঊর্দূতে ‘কুরবানী’ রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ ‘নৈকট্য’। আর ‘কুরবান’ শব্দটি ‘কুরবাতুন’ শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবী ‘কুরবাতুন’ এবং ‘কুরবান’ উভয় শব্দের শাব্দিক অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, কারো নৈকট্য লাভ করা প্রভৃতি। ইসলামী পরিভাষায় ‘কুরবানী’ ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ রাববুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন ও তার ইবাদতের জন্য পশু যবেহ করা হয়।১০ই জিলহজ্ব তারিখে মুসলমান যত প্রকার নেক কাজ করে তন্মধ্যে আল্লাহ্র নিকট কুরবানী থেকে প্রিয় আর কোন ইবাদত নেই।

আরবীতে ‘কুরবানী’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। তাই কুরআনে ‘কুরবানী’র বদলে ‘কুরবান’ শব্দটি মোট তিন জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে যেমন ১. নং সূরা আল ‘ইমরানের ১৮৩ নং আয়াত, ২. নং সূরা মায়িদা’র ২৭ নং আয়াত এবং ৩. নং সূরা আহক্বাফের ২৮ নং আয়াত। অনুরূপভাবে হাদীসেও ‘কুরবানী’ শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে তার পনিবর্তে ‘উযহিয়্যাহ’ এবং ‘যাহিয়্যাহ’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘উযহিয়্যাহ’ কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ যোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেড়াকে বলা হয়।

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে কুরবানীর বিধান আমাদের উপর আসার বেশ কিছূ উদ্দেশ্যও রয়েছে:শর্তহীন আনুগত্য,তাকওয়া অর্জন,আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা,ত্যাগ করার মহান পরীক্ষা ইত্যাদি।

কুরবানীদাতা কুরবানীর পশুর জবাই এর মাধ্যমে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বাস্তবায়ন করতে পারেন।কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জিত হয়।আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

“আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্ম পরায়ণদেরকে।” [সূরা আল-হাজ্জ: ৩৭]

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন- ”যে ব্যক্তি কুরবানী আদায় করতে সক্ষম অথচ তা আদায় করে না, সে যেন আমার ঈদগাহের নিকটে না আসে।তোমরা মোটা ও তাজা জন্তুর দ্বারা কুরবানী কর, কারণ উহা পোলছেরাতে তোমাদের সাওয়ারী হবে।কুরবানীকারী কুরবানী জন্তুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী পায়।”

কুরবানী আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম নিদর্শন।পশু দ্বারা কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর যিকির বা স্মরণের বাস্তবায়ন করে থাকেন।কুরবানীর প্রবাহিত রক্ত আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু’টি কুচকুচে কালো ছাগলের চেয়ে প্রিয় ও পবিত্র। ইসলামে হাজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত। হজ্জের সাথে কুরবানীর অনেক বিষয় জড়িত। হাজীগণ এ দিনে তাদের পশু যবেহ করে হজ্জকে পূর্ণ করেন।কুরবানীর মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। সমাজে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রেরণা তৈরি হয়।কুরবানীতে গরীব মানুষের অনেক উপকার হয়। যারা বছরে একবারও গোশত্ খেতে পারে না, তারাও গোশত্ খাবার সুযোগ পায়। দারিদ্র বিমোচনেও এর গুরুত্ব রয়েছে। কুরবানীর চামড়ার টাকা গরীবের মাঝে বণ্টন করার মাধ্যমে গরীব-দুখী মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। অপরদিকে কুরবানীর চামড়া অর্থনীতিতে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা একজনের কুরবানী আদায় করা যায় গরু, মহিষ ও উট দ্বারা সাতজনের কুরবানী আদায় করা যায়। উল্লেখিত জন্তু ছাড়া অন্য কোন জন্তু যেমন হরিণ, খরগোশ, গয়াল, বন্য ছাগল ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী জায়েজ নেই। উট ৫ বছরের, গরু ও মহিষ ২ বছরের এবং দুম্বা, ভেড়া ও ছাগল ১ বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। তবে ৬ মাস বয়সের কোন দুম্বাকে দেখতে যদি ১ বছরের বয়সের মনে হয় তবে জায়েজ আছে।

সুনাম, রিয়া (লোক দেখানো) ও বদনামের ভয়ের জন্য কুরবানী দেয়া হলে ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।বাড়ি, ভিটা, কর্জ, সদা-সর্বদা ব্যবহারের দরকারী পশু, কাপড় ও জিনিসপত্র এবং বাৎসরিক খোরাকী পরিমাণ জমি বা অন্য প্রকারের সম্পত্তি বাদ দিয়ে যার নিকট ৫২ তোলা চাঁদি (রূপা) বা ৭ তোলা স্বর্ণ অথবা ৫২ তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ নগদ টাকা এবং নেছাব পরিমাণ অন্যান্য সম্পত্তি থাকবে শরীয়ত মতে সেই ধনী। অর্থাৎ তার উপর কুরবানী ওয়াজিব এবং সদকা ও ফেতরা সে গ্রহণ করতে পারবে না, গ্রহণ করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে।

স্ত্রী ও বালেগ পুত্র, বালেগা কন্যা ধনী হলে তাদের নিজ থেকেই কুরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু নাবালেগ পুত্র, নাবালেগা কন্যা ধনী হলেও কুরবানী করা ওয়াজিব নহে। আর যদি কাবিনের ওয়াদা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার অনুমতিক্রমে কুরবানী আদায় করে তবে স্ত্রীর ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

যদি কোন জন্তুর এক চক্ষুর কিছু অংশ বা এক চক্ষু বা দু’চক্ষু অন্ধ হয়, অথবা কান মোটেও নেই বা কিছু অংশ নেই তদ্রূপ লেজ কিছু অংশ নেই বা মোটেও নেই এরূপ জন্তুর দ্বারা কুরবানী করা জায়েজ হবে না।

যদি কোন জন্তু তিন পায়ের উপর চলে চতুর্থ পায়ের উপর মোটেও ভর দেয় না তা দ্বারা কুরবানী জায়েজ নেই, কিন্তু চতুর্থ পায়ের উপর সামান্য ভর দিলেই জায়েজ হবে। যে জন্তুর দাঁত অধিকাংশ নেই বা মোটেও নেই কিন্তু ঘাস খেতে পারলেও নিঃসন্দেহে ঐ জন্তুর দ্বারা কুরবানী জায়েজ হবে না। তদ্রূপ শিং না থাকলেও জায়েজ হবে না। তবে শিং একটা ভাঙ্গা বা অর্ধ ভাঙ্গা হলে কিংবা নড়বড়ে হলেও কুরবানী জায়েজ হবে।

কুরবানীকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় ঘটে গেল বেশ কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা। কুরবানীর অর্থ সঠিক ভাবে যারা বুঝেনা ,যাদের কুরবানী সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান নেই -তাদের দ্বারা সংঘটিত হলো এক আজিব কুরবানী। শুধু মাত্র টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে এক ধরনের ব্যক্তিবর্গ কুরবানীর নামে প্রহসন করে সাধারণ মানুষকে ভুগিয়েছে বলে সুপ্রভাত সিডনির অফিসে অভিযোগ এসেছে। সুপ্রভাত সিডনির অফিসে অনেকে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ঘটনা যাচাই করার জন্য আমাদের চৌকস রিপোর্টাররা অনেকের সাথে আলাপ করেছেন। ভুক্তভোগী ও কুরবানী আয়োজকদের সাথে দুপক্ষের সাথে আলাপ করে অনেক তথ্য জানা যায়। অনেক নুতন নুতন লোক এবার কুরবানীর আয়োজন করেছেন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া।

শুরুতে সবাই বলে -আমি সবার ভালো ও বেশি গোস্ত দিব ইত্যাদি। বেশিরভাগ এ ধরনের নব্য গোস্ত ব্যবসায়ীদের মাংশ খাওয়ার উপযোগী ছিলনা। অনেকের অভিযোগ: গোস্ত কয়েক ঘন্টা চুলায় ছিল,ঘন্টার পর ঘন্টা জ্বাল দিয়েও গোশত সেদ্ধ করতে পারেনি। কেউ কেউ আবার ওই ব্যবসায়ীদের ঘরের সামনে গোস্ত ফেলে রেখে গেছে রাগ করে। অনেকে আয়োজকদের কাছে নালিশ করলে তারা তাদের সাধারণ গোশত থেকে ৫/৭ কিলো করে ভর্তুকি দিয়েছে। অনেকের অভিযোগ -গোস্ত পাথরে পরিনত হয়েছে। অনেকে বলছে -গোস্ত রাবারের মতো হয়ে গিয়েছে,ছিড়ে খাবার কোনো উপায় ছিলনা। অনেকে কুরবানীর গোস্ত হাতে পেয়ে আনন্দে মেহমান দাওয়াত দিয়ে লজ্জায় পড়েছে। আরো অনেকের অনেক ধরনের অভিযোগ। ভুক্তভুগীরা বলছে -নব্য কুরবানীর ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে ঠকিয়েছে। বৃদ্ধ বা গাভী জবাই করে তাদেরকে নাকি দিয়েছে,এজন্য গোশত এতো শক্ত। অনেকের গোশত মাপে কম দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। যদিও অন্য গোশত দ্বারা তা পূরণ করা হয়েছে।

তবে কুরবানীর অর্থ যেহেতু ভিন্ন সেহেতু কুরবানী যারা দিয়েছেন -তাদের কুরবানী নিশ্চই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে গেছে।

কুরবানী নিয়ে এধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা শুধু মাত্র আমাদের কম্যুনিটিতে কেন ? যারা কুরবানীর এ বিপদজনক ব্যবসা আগামীতে করতে ইচ্ছুক ,তাদেরকে বলবো -প্রথমে শরীয়ত শিখুন। হাক্কানি আলেম ওলামাদের সাথে সময় দিয়ে বান্দার হক্ক,কুরবানী ইত্যাদি শরীয়তের বিষয় বস্তু ভালো মতো রপ্ত করুন। না হলে আপনার দ্বারা সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবেই। কারন ,ইসলাম পরিপূর্ণভাবে না জানার কারনে ভালো করতে যেয়ে মানুষের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও খারাপ করে দিতে পারেন। মনে রাখবেন- মানুষের উপকার করতে হবে আল্লাহ পাক যেভাবে বলেছেন এবং নবী (সা:) যেভাবে দেখিয়েছেন -ঠিক সেভাবে। আপনার মন মতো নয়। পর্যাপ্ত তথ্য ,উপাত্ত ও প্রমান থাকা সত্ত্বেও জনগণের কাছে আপনাদের সরূপ তুলে ধরলাম না। আপনাদের সুবিধার্থে মজলিস উল উলামা’র অর্ধ শতাধিক অস্ট্রেলিয়ান মুফতি,হাক্কানি আলেম ওলামাদের একটি লিস্টের লিংক দিলাম : *https://suprovatsydney.com.au/index122.htm*

বেশি বেশি করে তওবা করুন ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ’লামিন আমাদেরকে দ্বীন বুঝার ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন (আমিন)।

মুহাররাম মাস (হিজরী নববর্ষ ও পবিত্র আশূরা)

ডাঃ ইমাম হোসেন (ব্রুনাই)

ইসলামী পঞ্জিকার প্রথম মাস হলো মুহাররাম মাস। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সময়ে ও তার পূর্বে রোমান, পারসিয়ান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে তাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। আরবদের মধ্যে কোনো নির্ধারিত বর্ষ গননা পদ্ধতি ছিল না। বিভিন্ন ঘটনার উপর নির্ভর করে তারিখ বলা হতো।যেমন, অমুক ঘটনার অত বৎসর পর.....। খলিফা উমারের (রা.) খিলাফতের তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসর আবূ মূসা আশয়ারী (রা.) তাঁকে পত্র লিখে জানান যে,আপনার সরকারী ফরমান গুলোতে সন-তারিখ না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়; এজন্য একটি বর্ষপঞ্জি ব্যবহার ব্যবহার প্রয়োজন। খলীফা উমার (রা.) সাহাবীগনকে একত্রিত করে পরামর্শ চান।

হযরত আলী (রা.) হিজরত থেকে সাল গণনার জোরালো পরামর্শ দেন। খলীফা উমার (রা.) এ মত সমর্থন করে বলেন যে, হিজরতই হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা করে ; সুতরাং হিজরত থেকেই সাল গণনা শুরু করা উচিত। অবশেষে সাহাবীগন হিজরত থেকে সাল গণনার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন।

কোন মাস থেকে বর্ষ গননা শুরু করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। কেউ কেউ রবিউল মাসকে বৎসরের প্রথম মাস হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন ; কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) এ মাসেই হিজরত করে ১২ই রবিউল আউয়ালে মদিনায় আগমন করেন। কেউ কেউ কুরআন নাযিলের মাস হওয়ায় রমযান মাস থেকে শুরু করতে পরামর্শ দেন। সর্বশেষ তাঁরা মুহাররাম মাস থেকে বর্ষ গননা শুরুর বিষয়ে সবাই একমত হন; কারণ এ মাসটি ৪টি সম্মানিত মাসের একটি। ইসলামের সর্বশেষ রুকন হজ্জ পালন শেষে এ মাসে মুসলিমগন দেশে ফিরেন। হজ্জ পালনকে বৎসরের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মরুপে মূল্যায়ন করে মুহাররাম মাসকে নতুন বৎসরের শুরু হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের প্রায় ৬ বৎসর পরে ১৬ বা ১৭ হিজরী সাল থেকে সাহাবীগনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে,আমরা বাংলাদেশের অধিকাংশ ধার্মিক মুসলিমও আমাদের ধর্মীয় পঞ্জিকার বিষয়ে অসচেতন। এমনকি চলমান তারিখ ও সাল সম্পর্কে বলতে অপারগ। আমরা যে ইংরেজি সাল ব্যবহার করে তা মোটেও ইংরেজি নয়; বরং তা খৃস্টধর্মীয়। যিশুখ্রীস্টের প্রায় ১৬০০ বৎসর পরে ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে পোপ অষ্টম গ্রেগরী তৎকালীন প্রচলিত প্রাচীন রোমান জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (julian calender) সংশোধন করে যীশুখৃষ্টের জন্মকে সাল গণনার শুরু ধরে এ পঞ্জিকা প্রচলন শুরু করেন,যা গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার (Gregorian calendar) ও খৃস্টীয়ান ক্যালেন্ডার (christian calendar) নামে প্রচলিত। যিশুখ্রিস্টকে প্রভু বা উপাস্য হিসাবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এতে বৎসরকে বলা আন্নো ডোমিনি (anno domini)এর অর্থ আমাদের প্রভুর বৎসরে।
পরিতাপের বিষয়, শুধু জাগতিক প্রয়োজনেই নয়,বরং জীবনের সকল কিছুই আমরা এ খৃষ্টধর্মীয় পঞ্জিকা অনুসারে পালন করি। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

ইসলামী পঞ্জিকা অনুসারে আমরা মুহাররাম মাসের মধ্য দিয়ে একটি নতুন বৎসর শুরু করতে যাচ্ছি। যদিও মানুষের জীবনে প্রতিটি দিনই নবজীবন। মহান আল্লাহ বলেন, "তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দিনে পূনরায় জাগিয়ে তোলেন যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়।" (সূরা আনআম, আয়াত : ৬০)

আমরা অনেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা বা শুভকামনা জানাই। বস্তুত কামনা বা শুভেচ্ছা নয়, দুআ হলো ইসলামী রীতি। নতুন বছরে সফলতার জন্য দুআ করতে হবে। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানি যে, সৃষ্টির সেবা ও মানুষের উপকারই জাগতিক জীবনে মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের উপায়। অনুরুপভাবে মানুষের ক্ষতি করা বা ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার নষ্ট করা আল্লাহর গযব ও শাস্তি লাভের অন্যতম উপায়। তাই মহান আল্লাহর নির্দেশ মতো তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে, মানুষের অধিকার আদায় ও কারুর ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রত্যয়ে নতুন বছরকে নবরূপে চলমান বা সুচণা করতে আমরা সচেষ্ট ও সচেতন হতে হবে।

মুহাররাম মাসের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়।রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাররাম মাসকে 'আল্লাহর মাস ' বলে বিশেষভাবে মর্যাদা প্রদান করেছেন। জাহিলী যুগে মক্কার মানুষেরা আশুরার দিন সিয়াম পালন করত এবং কাবা ঘরের গিলাফ পরিবর্তন করত। হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থান কালে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও এদিন সিয়াম পালন করতেন। মদিনায় হিজরতের পরে তিনি এ দিনে সিয়াম পালনের জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় এসে দেখেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিনে সিয়াম পালন করে। তিনি তাদেরকে বলেন, এ দিনটির বিষয় কি? কেন তোমরা এ দিনে সিয়াম পালন কর ? তারা বলেন, এটি একটি মহান দিন। এ দিনে আল্লাহ মূসা (আ.) ও তাঁর জাতিকে পরিত্রাণ দান করেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে নিমজ্জিত করেন। এজন্য মূসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরুপ এদিন সিয়াম পালন করেন। তাই আমরা এদিন সিয়াম পালন করি। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মূসার (আ.) বিষয়ে আমাদের অধিকার বেশি। এরপর তিনি এ দিনে সিয়াম পালন করেন এবং সিয়াম পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (বুখারী)

মুহাররাম মাসের নফল রোযার সাওয়াব অন্য সকল নফল রোযার সাওয়াবের চেয়ে বেশি। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, রামাদানের পরে সবচেয়ে বেশি ফযীলতের সিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররামের সিয়াম। (মুসলিম)

রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশুরার সিয়াম ফরয ছিল। রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর আশুরার সিয়াম মুস্তাহাব পর্যায়ের ঐচ্ছিক ইবাদাত বলে গণ্য করা হয়। তা পালন না করলে কোনো গুনাহ হবে না, তবে পালন করলে রয়েছে অফুরন্ত সাওয়াব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আশা করি আশুরার সিয়াম এর কারণে আল্লাহ পূর্ববর্তী বৎসরের কাফফারা করবেন। (মুসলিম)

আশুরার সাথে নবম দিনের রোজাও মুস্তাহাব : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. আশুরার রোজা রাখলেন এবং (অন্যদেরকে) রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটিতো এমন দিন, যাকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সম্মান জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আগামী বছর এদিন আসলে, আমরা নবম দিনও রোজা রাখব, ইনশাআল্লহ। বর্ণনাকারী বলছেন, আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সা.ওফাত হয়ে গিয়েছে (সহিহ মুসলিম: ২৭২২)। ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সাথীবৃন্দ, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক প্রমুখ বলেছেন, আশুরার রোজার ক্ষেত্রে দশম ও নবম উভয় দিনের রোজাও মুস্তাহাব। কেননা নবী করিম সা. দশ তারিখ রোজা রেখেছেন এবং নয় তারিখ রোজা রাখার নিয়ত করেছেন। এরই উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আশুরার রোজার কয়েকটি স্তর রয়েছে, সর্ব নিম্ন হচ্ছে কেবল দশ তারিখের রোজা রাখা। এরচে’ উত্তম পর্যায় হচ্ছে তার সাথে নয় তারিখের রোজা রাখা। এমনিভাবে মুহররম মাসে রোজার সংখ্যা যত বেশি হবে মর্যাদা ও ফজিলতও ততই বাড়তে থাকবে।

নবম তারিখের রোজা মুস্তাহাব হবার হিকমত : ইমাম নববী রহ. বলেন, তাসুআ তথা মুহররমের নয় তারিখ রোজা মুস্তাহাব হবার হিকমত ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন, এক. এর উদ্দেশ্য হল, ইহুদিদের বিরোধিতা করা। কারণ তারা কেবল একটি অর্থাৎ দশ তারিখ রোজা রাখত। দুই. আশুরার দিনে কেবলমাত্র একটি রোজা পালনের অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে তার সাথে অন্য একটি রোজার মাধ্যমে সংযোগ সৃষ্টি করা। তিন. দশ তারিখের রোজার ক্ষেত্রে চন্দ্র গণনায় ত্রুটি হয়ে ভুলে পতিত হবার আশংকা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। হতে পারে গণনায় নয় তারিখ কিন্তু বাস্তবে তা দশ তারিখ। এর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী তাৎপর্য হচ্ছে, আহলে কিতাবের বিরোধিতা করা। ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বহু হাদীসে আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আশুরা প্রসঙ্গে নবীজী বলেছেন, “আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ রোজা রাখব (আল-ফতোয়াল কোবরা, খন্ড:৬) । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ‘আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই নয় তারিখ রোজা রাখব।’ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, নবীজীর নয় তারিখে রোজা রাখার সংকল্প ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য কিন্তু এই নয় যে, তিনি কেবল নয় তারিখে রোজার রাখার সংকল্প করেছেন বরং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দশ তারিখের রোজার সাথে নয় তারিখের রোজাকে সংযুক্ত করা। সাবধানতা বশত: কিংবা ইহুদি খ্রিষ্টানদের বিরোধিতার জন্য। এটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত। সহিহ মুসলিমের কতিপয় বর্ণনা এদিকেই ইংগিত করে (ফাতহুল বারি: ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং-২৪৫ (শামেলা সংস্করণ) ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যমি (র.) বলেন, রমজানের রোজা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আরাফা ও আশুরার রোজার চেয়ে বহু গুণে বড় ও অধিক সাওয়াব যোগ্য ফরয ইবাদত। আর এগুলো মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা তখনই হয় যদি কবিরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। সুতরাং এক রমজান থেকে পরবর্তী রমজান এবং এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ, মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপের জন্য কাফফারা তখনই হবে যখন কবিরা গুনাহ ত্যাগ করা হবে। উভয়বিধ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমেই কেবল সগিরা গুনাহ মাফ হবে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

The Islamic Calendar and The Hijrah

Farooq Azam

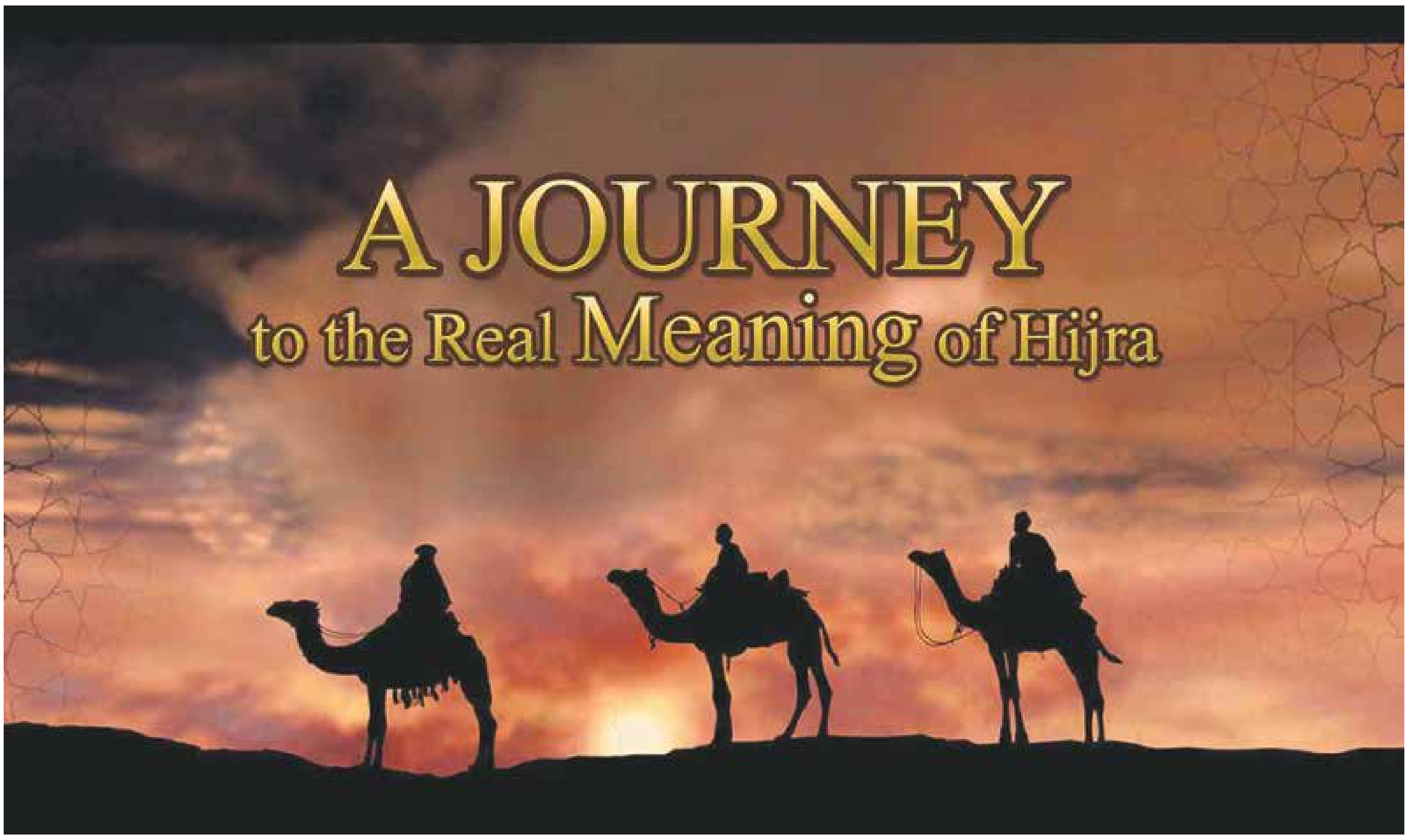

The Islamic Calendar was instituted by Umar Ibn Al Khattab RA during his Khilafah approximately 8 years after the death of the Prophet ﷺ. One day Umar Ibn Al Khattab gathered the Sahaba to discuss the need and importance of a calendar and asked for suggestions for its introduction. Some said the birth of the Prophet ﷺ while others said the conquest of Makkah or the battle of Badr until one of them suggested the calendar should begin with the migration of the Prophet ﷺ from Makkah to Madinah.

The Hijrah of the Prophet ﷺ was one of the greatest milestones in our history. This was the year of significant transformation when Allah changed the fate of the Muslims from being persecuted to a nation with dignity and respect. The Hijrah gave us hope of a new beginning, away from the land of oppression, and establish social, political, and economic independence.

According to early reports, Abu Salama RA was the first person to migrate to Madinah. He was one of the very few Sahaba who migrated to both lands, Abyssinia and Madinah. He was forced to leave for Madinah without his wife, Umme Salama, and his child. He lived away from his family and was reunited with them in Madinah after a year and a half of his migration.

There were Sahaba who gave up everything to migrate to Madinah. Suhayb Ar-Rumi RA was one of the richest freed slaves in Makkah and was a Sahaba who gave up all of his wealth. The Quraysh took away everything from him, even the camel he was riding on. He had nothing except the clothes on his back when he reached Madinah and was the only Sahabi to perform Hijrah on foot. Abdur Rahman Ibn Awuf RA was one of the wealthiest businessmen in Makkah who gave up almost all of his wealth to migrate to Madinah. Most of the Sahaba fled Makkah leaving their life-long wealth and belonging and left with the necessities for travel such as food and water.

Our Prophet ﷺ migrated to Madinah with Abu Bakr on the night the Quraysh planned to assassinate him. They migrated on a Monday, 26th of Safar of the 13th year of Da'wah according to Ibn Ishaq. Abu Bakr left Makkah leaving his family behind and barely had any wealth with him. They faced many difficulties on their way to Madinah such as the incident in Ghari Thawr.

There are several verses in the Quran mentioning and honoring the men and women who performed Hijrah. Our Prophet ﷺ along with his great companions sacrificed their health, wealth, and family and migrated to Madinah to give us this beautiful religion of Islam. In this beginning of the year, which marks 1442 years after Hijrah, we remember the great sacrifice of our Prophet ﷺ and his companions without whom we would not have the religion of Islam and would not be known as Muslims. I pray that Allah gives us the strength and courage to uphold the principles and values left behind and keep us steadfast in Islam.

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

তিতাসের পাড় ঘেঁষে
মীম মিজান

বুনো থেকে যেতে চাইলে
আজীবন এমন গানই গাইলে
কী সৌভাগ্য কবি
তুমি আজ ছবি
ছায়াঘেরা গ্রামের মাটি
দুধভরা চাঁদের বাটি
তিতাসের পাড় ঘেঁষে
থাকো তুমি সদা হেসে

রহমের বান
আনোয়ার আল ফারুক

অহর্নিশ ডুবে আছি সীমাহীণ পাপে
মসিবত দেখে তাই হৃদয়টা কাঁপে,
দাও তুমি ক্ষমা আর রহমের বান
কালবের সাকিনাও দাও রহমান।

পাপ যদি দেখো তুমি থাকবে যে ভয়
জুটবে তো নসিবে যে সীমাহীণ ক্ষয়,
দাও তুমি দাও মুছে পাপরাশি যতো
রহমের ফলগু ঝরাও অবিরত;
হাত ধরে কাছে টানো ওগো দয়াবান।

জীবনের সাথে দাও হিদায়ার আলো
দূর করো হিসেবের যতো আছে কালো
কালবের মাঝে দাও মমতার চাষ
পৃথিবীর মোহ টান করে দাও হ্রাস;
অবশেষে দাও তুমি সুখ বসবাস।

হাশরেতে দিও তুমি আরশের ছায়
রহমের সুধা দিও ডানে আর বায়,
জান্নাতে দিও শেষে একটুখানি ঠাঁই
তোমার দিদার যেন কাছ থেকে পাই;
দাও প্রভু দাও শেষে রহমের বান।

ইচ্ছে করে
পরমার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইচ্ছে করে ভালোবাসতে, কাছে আসতে,
পারলাম কই!

ইচ্ছে করে ভিড়-বাড়ন্ত শহর ছেড়ে
শাল বনানীর পথের ধারে ঘর বাঁধতে,
পারলাম কই!

ইচ্ছে করে সে ঘর ভেঙ্গে, নীল আকাশে
চিলের সঙ্গে কানামাছি;
পারলাম কই!

ইচ্ছে করে চাঁদের পিঠে
তোমার সঙ্গে খেলনা বাটি,
পারলাম কই!

ইচ্ছে করে সকাল সাঁঝে, সবার সামনে ভাতের থালা,
পারলাম কই!

তবে কেমন করে পাগল হব?
বলবে কি কেউ?
তেমন করে পাগল হব!

বলবে কি কেউ?

বটবৃক্ষ
নিশা দাস

বাড়ির মাঝে রয়েছে বটবৃক্ষ।
ঝড় হলেও ভাঙেনি তার বেহায়া মন।
এতো যে বর্ষা গেল, উপড়ে পড়েনি সে।
কালবৈশাখী কিংবা তপ্ত রোদেও ভাঙেনি সে,
পুড়ে যায়নি তার পাতা।
কতদিন পেরিয়ে গেল,
তার ছায়াতেই তো আমাদের ছোটো থেকে বড়ো হওয়া।
আমরা ঋণী তার কাছে অথচ
বিমুখ সেই বাস্তবতা থেকে।
সেই বটগাছকে অবহেলা করা মানেই তো জীবনের মূল গাঁথাকে অযত্ন করা,
বেদনাকে চিরকাল বয়ে নিয়ে চলা।
বাবা মানেই তো সেই বটবৃক্ষ,
মা মানে তো তার ছায়া।
যার নীচে কাটাই আমরা জীবনের অনেকটা বেলা।

অচ্ছ্যুৎ কীট
শাহীন চৌধুরী ডলি

উহানে উদ্ভুত অদ্ভুতুড়ে মৃত্যুদূত
বিশ্বময় আসন পেতেছে জোত
হাওয়ায় উড়ন্ত অচ্ছ্যুৎ কীট
না-মানা শাসনে বাড়ায় হার্টবিট।

আতংক গ্রাস করে লোকালয়
লকডাউনে কাঁদে অর্থনীতির বলয়
জীবন মানে প্রলয় নাচন
আশা নিরাশার বেয়ারা আস্ফালন।

জ্বলে পুড়ে অঙ্গার পৃথিবীর জঠর
সৎকারের ইলেক্ট্রিক চুল্লি বুকপাঁজর
দোলনা থেকে কবর অতি কাছে
অচ্ছ্যুৎ কীটের থাবা নগ্ন সাজে।

সমীরণে ভাসমান পোয়াতি অনুজীব
পাপ-পূণ্যের হিসেব করে নির্জীব
দুষ্ট-শিষ্ট ভেদাভেদহীন জঘন্য কীট
শবের মিছিল দীর্ঘতর করে, শীট!

সিন্ডিকেটের ভূত
মানসুর মুজাম্মিল

এই তো আমার জন্মভূমি
এর উপরে হাঁটি
সকাল থেকে রাত অবধি- কেবল খাটাখাটি

বুকের ভেতর দুঃখ নিয়ে
ঘরের বাহির হই
সন্ধ্যেবেলা ঠিকই আমি চির-অভাবী রই

অল্প কিছু রুজি করি-
বাজারে যায় সব
ঘরের ভেতর আমার কেবল- অভাব কলরব

আমার পেটে হাত দিয়েছে
সিন্ডিকেটের ভূত
আমি কী আর করতে পারি- গরীব মায়ের পুত!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Walking in an unknown world...

Hosneara Zaman Ali (Munni).

Not so long ago, lived in a world
Passed many decades
Where we had joy, we had fun.
Good times spent with friends
We smiled, laughed, we danced and cheered.
Our hearts filled with happiness!

We traveled the world without fears.

Though some days we had would bring
depression, sorrows, and some sadness,
but nothing seemed unusual
as that was a part of our human life.
We took walks in the bush freely,
nature pleased us with its beauty!

Enjoyed the sounds of nature and sight!
Pretty flowers and green trees
were friendly and felt so right!

Oh world! you brightened up
some days with your sparkling light!
The world we held in our hands
seemed like it would never end!

Now the world suddenly appears
unknown to us,
everything has changed so much!

Close friends and neighbors
seem so far away as if they are strangers!
Now living with uncertainty and fear!

An invisible enemy silently at war,
with his brutal power
killing humans in millions!
Bomb explosions or machine guns not needed!

Humans are in danger!!

Surely, we went wrong somewhere!
Oh world, please find us a way out
from this disastrous world!!
We need you to come back to us,
as the world we knew,
and we miss you!

We forgot to say, "Thank you".
Give us another chance,
To be better humans,
And let us be with you forever.....

ঈশ্বরলিপি

দালান জাহান

অন্ধকারের উৎস লিখতে তার ঘরে যাই
সে হাতে তুলে দেয় দুটো সাদা সন্দেশ
তখন আমি কাকে লিখব! বুঝতে পারি না
লিখতে যাই দুটো বৃক্ষের নাম
সে ঈশ্বর-ঈশ্বর বলে ঢুকে যায়
আমার কলমের ভেতর
আমিও কেমন জরাগ্রস্ত বাছুরেরও মতোন
হাম্বা হাম্বা করি লিখে ফেলি ঈশ্বর
এভাবেই দিনে দিনে আমরা ঈশ্বরকে

ঈশ্বরের চেয়ে বড়ো করে ফেলি।

ব্যস্ততা

মেহেনাজ পারভীন

মনের ফুটপাতে অনবরত হোঁচট খাই;
মুখোমুখি আমি আর ব্যস্ততা।
হরিণের চোখ, ময়ূরের পেখম, উলঙ্গ রোদ, ঘাসের বিছানা দেখা হয় না!
ব্যস্ততা নামক কড়া মদ পান করেছি-
শেয়ারবাজার থেকে রাস্তার ভিখিরি পর্যন্ত।
ব্যস্ততাকে ঘিরে মনোযোগ বাড়ে;
দেশে বাবা-মা!
শুনে; কেয়ারটেকারকে বলি-হিমঘরে অতদিন রেখে লাভ নেই!
উচ্চাভিলাষ, রোবট সেজে চাঁদে এক পা; মঙ্গলগ্রহে এক পা, অন্যের সমালোচনা নিয়ে বেশ আছি।
ব্যস্ততা আমাকে তাড়িয়ে দেয়- হাসপাতাল থেকে, আদালত থেকে, ভালোবাসা ও মানবতা থেকে।
ব্যস্ততাকে সাথে নিয়ে হেঁটেই চলি-
যদি দেখা হয় গণতন্ত্র ও বিজয়ের সাথে।
অবশেষে দেখি-আমার নিজের কোন ঘর নেই;
পুরো বিশ্বে নামহীন অগণিত ঘর
যার মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ক্লান্ত স্বেচ্ছাসেবী।
যে ঘর আমাকে চুম্বকের মতো টানে; আবার ধাক্কা মেরে ফেরত পাঠায়!

এজন্মেও একবার বৃষ্টি নামবে

সম্পা পাল

একটা পজ দিয়েছো
থেমে আছি, কাল্পনিক স্বপ্ন ও ভাবনায়

সামনে চার মাসের অতিথি
হয়তো একটা কার্নিশ দরকার
তবু বিপরীতমুখী দৌঁড়

উদ্দেশ্য একটাই
এজন্মেও একবার বৃষ্টি নামবে

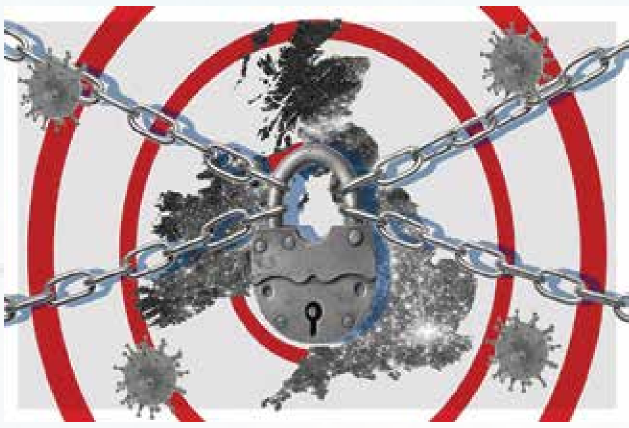

লকডাউন শিথিল

কবির কাঞ্চন

লকডাউনটা শিথিল বলে
চলছে গাড়ি জোরে,
করোনারা মারবে এবার
মানুষ জোরেশোরে।

সামনে পিছে ডানে বামে
ছুটছে যারা কাজে,
করোনারা ধরবে তাদের
মারবে পথের মাঝে।

পকেট ভরা টাকা দেখেও
করবে না কেউ চুরি,
লাশের মিছিল লম্বা হয়ে
হবে মৃত্যুপুরী।

এই মিছিলে সামিল হতে
কেউ তো চায় না,
অকারণে কেউ যেন আর
ঘরের বাইরে যায় না।

একটা নীড়

রেবা সরকার

চরম রোদ, লম্বা বিকেল
বিকেলে ঘুম এলো আর স্বপ্ন
স্বপ্ন গভীর হলে বুক ভরে যায়
আদুরে অনুভবি অঙ্গ কেঁপে ওঠে জ্বরে
জ্বরের কাছে আদর্শ ঠিকানা খুঁজি

এতো সুখ কী নিতে পারি

কোনো একদিন হাতের তালুতে
সুপ্ত স্বপ্নের কাছে
একটা নীড় ছিল আমার

মুখোশ

অপূর্ব রায়

মানুষগুলো ভিতরে ভিতরে ভাল নেই
কেউ মুখোশ পরে চলাফেরা করে
কেউ বা একটু অন্যভাবে;
অথচ চলার ধরন বিশেষ কিছু আলাদা না
পারস্পরিক বিনিময় নেই
শীতল যুদ্ধ!
সবাই একটা মোটা কাঁচের চশমা পরা
নির্লজ্জ হতে একটু আবডাল চাই;
কখনো দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে
অসন্তোষ চারিদিকে,
অথচ একলা ভালো থাকার অসুখে
জন্ম দেয় এক প্রেমহীন সময়
এক শূন্যতা!
লালসার হলদে আগুন
অপরাধ বোধ বিজ্ঞাপনি মোড়কের আড়ালে
এখন মানুষগুলো আর ভিতরে ভিতরে ভাল নেই!!

গাড়ি বাড়ি

রাজ কালাম

সারাবিশ্ব জুড়ে এখন নাকি
চলছে করোনা ভাইরাসের মহামারি,
তাইতো রাস্তাঘাটে গণপরিবহন
চলাচলে বড্ড বেশি কড়াকড়ি।

গরিবেরা যদি পায়ে হেঁটেও
যায় সেটা খুবই বাড়াবাড়ি!
বিঃ দ্রঃ কঠোরতা হবে শিথিল
যদি আপনার থাকে গাড়ি,
তাহলে কোন চিন্তা নাই
আপনি নিশ্চিন্তে যাবেন বাড়ি!

তুমি যখন চলে যাবে

শুভ আহমেদ

তুমি যখন চলে যাবে-
আমার আর আগের মতন কিছুই থাকবে না!

আমার ভেতরে ভেঙে পড়বে পাহাড়
যেন, এভারেস্ট সয়ং নিজেই ধসে যাবে।
আর ভেতরে বুদবুদিয়ে উঠবে এক মাউন্ট অ্যাটার আগ্নেয়গিরি
আমি তখন টুইনটাওয়ারের মতন আছড়ে পড়বো মাটিতে একে একে।

হিরোশিমা যেমন ধ্বংস হয়েছিল
ওমনি করে আমারও ধ্বংস হয়ে যাবে সব ক'টি বাগান।

আমার বসন্তগুলো হারিয়ে যাবে
এবং অন্যান্য ঋতুগুলোও আসবে না আর।
তুমি চলে গেলে আমি বৃষ্টি ভুলে যাবো-
ভুলে যাবো নদী এবং সমুদ্রে সাঁতার।

রমণীর ঠোঁট, শরীর, লোনা ঘামের গন্ধ, এসবের কিছুই
আর মাতাল করতে পারবে না আমাকে।।

The Prophet (PBUH) said: "Whoever builds a Masjid for the sake of Allah, Allah will build for him a House in Jannah"

[Sahih Al-Bukhari]

History & Background

- Albury & Wodonga are large regional towns at the border of NSW & VIC, with a combined population of nearly 100,000. Muslim population counts to more than 100 families.
- ISAW is the only mosque on Hume Freeway between Melbourne and Sydney/ Canberra.
- New mosque is under construction and is going to be ready by January 2021 (InSha'Allah).

BRICKS for SALE:

BUY bricks to build your house in Jannah. It is ONLY $10 per brick.

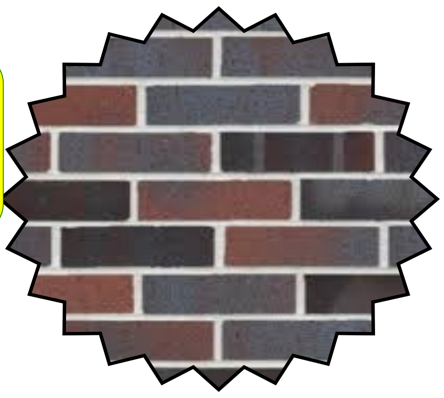

Features

- Spacious praying area
- Plenty of parking space
- Separate female praying room
- Expanded wudu areas for both men and women

Donations

NEED: AUD 101,000/- by October 2020

BSB: 012708
Account No: 261990129
SWIFT code: ANZBAU3M (For international transfers)
Account Name: Islamic Society of Albury-Wodonga
PayPal: Visit www.isawmasjid.com

Islamic Society of Albury-Wodonga Inc.
494 Wagga Road,
Lavington NSW 2641
Email: ISAW786@gmail.com
Website: www.isawmasjid.com

ABN 89 767 543 184
(Registered with ACNC)

একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্মরণে

চিরঞ্জীব মার্ক টোয়েন

সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান

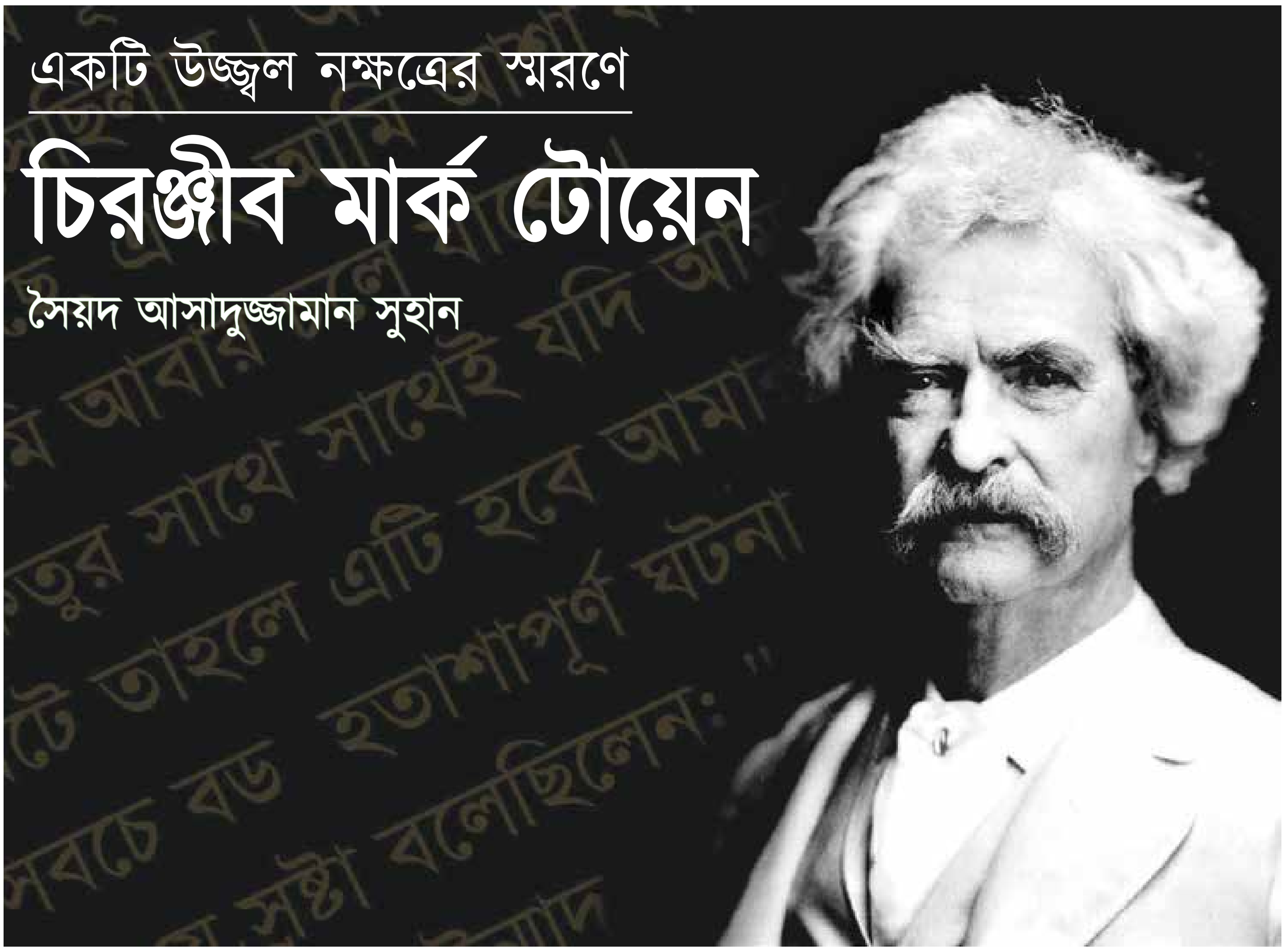

পৃথিবীর বুকে এমন কিছু কিছু মানুষ আসে, যারা মৃত্যু পরেও চিরঞ্জীব। তারা দূর আকাশের বুকে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বসে আছেন। আমরা তাঁদের দেওয়া উজ্জ্বল আলোয়, আলোকিত হই। আজ এমনি একজন চিরঞ্জীব উজ্জ্বল নক্ষত্রের কথা স্মরণ করছি, যিনি মৃত্যুর ১১০ বছর পরেও বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা নিয়ে কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসায় বেঁচে আছেন। তিনি হলেন বিশ্ব বিখ্যাত মার্কিন রম্য লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সু-বক্তা মার্ক টোয়েন। যদিও এটা তাঁর ছদ্মনাম; কিন্তু তিনি এই নামেই সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। উনার প্রকৃত নাম হচ্ছে "স্যামুয়েল ল্যাঙ্গহোর্ণ ক্লিমেন্স" কিন্তু এই নামে খোদ আমেরিকার সাধারণ মানুষ পর্যন্ত চিনতে পারবে না। তবে মার্ক টোয়েন ছদ্মনাম নামটি পৃথিবীর বুকে এতোটাই পরিচিত, যা সত্যি এক অবাক বিস্ময়। পৃথিবীর বুকে আর কোন ছদ্মনাম এতোটা জনপ্রিয় হয়ে উঠে নাই। বই পড়ুয়া এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না, যিনি মার্ক টোয়েন এর নাম শুনেন নাই। আমেরিকার মিসিসিপি এলাকায় নাবিকদের পরিভাষা হচ্ছে মার্ক টোয়েন, যার অর্থ "১২ ফুট গভীর জল"। ক্লিমেন্স ১৮৫৭ সালে মিসিসিপি নদীতে স্ট্রীমবোট চালকের কাজ করার সময়ে তিনি এই কাজের প্রেমে পড়ে যান। একজন নাবিক হয়ে সমুদ্র পথে সারা বিশ্ব ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন। তখন তিনি নাবিক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে লেখালেখিতে নিজের ছদ্মনাম নেন "মার্ক টোয়েন"। পরবর্তীতে এই নামেই তিনি বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে যান আর উনার আসল নাম ঢাকা পড়ে যায়। যদিও তিনি নাবিক পেশায় বেশিদিন ছিলেন না। নাবিক হয়ে সমুদ্র পথে বিশ্ব ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ না হলেও তিনি অভিযাত্রী হয়ে সমুদ্র পথে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন।

৩০ নভেম্বর, ১৮৩৫ সালে ফ্লোরিডার মিসৌরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১ এপ্রিল, ১৯১০ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রীডিং, কানেকটিকা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। টোয়েন সাত ভাইবোনের মধ্যে ছিলেন ষষ্ঠ। তিনি ৭ বছর বয়সে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১১ বছর বয়সে তার বাবা মার্শাল (৪৯) নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তখন মার্ক টোয়েন বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দেন। উনার শৈশব দারিদ্র্য আর দৈন্যে প্রতিকূল পরিবেশে কেটেছে। পিতা মারা যাওয়ার পর পরিবারের অর্থ উপার্জনে সাহায্য করার জন্য কিশোর টোয়েন ১২ বছর বয়স থেকেই স্টোর ক্লার্ক ও ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ শুরু করেন। দারিদ্রতার কারণে কখনো তিনি নৌকার মাঝি আবার কখনো তিনি খনি শ্রমিকের কাজ পর্যন্ত করেছিলেন। তিনি আইন বিষয়ে লেখাপড়া করলেও সেটা নিয়ে খুব বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। "হানিবাল কুরিয়ার" নামক স্থানীয় একটি পত্রিকায় কিছু দিন খাদ্যের বিনিময়ে টাইপসেটার হিসেবে কাজ করেন। সেখান থেকে চলে আসেন তার বড় ভাই ওরিয়ন ক্লেমন্সের সম্পাদনায় প্রকাশিত "হানিবাল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন" পত্রিকায়। ওই পত্রিকায় টাইপিং এর পাশাপাশি লেখালেখি আর সম্পাদনার সুযোগ পান। মূলত এখান থেকেই উনার লেখালেখির শুরু হয়। তবে তখন তিনি লেখক হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন নাই। লেখালেখিতে উনি জনপ্রিয় হয়ে উঠার আগে জীবনের অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়। উনার সংগ্রামী জীবনের অনেক বাস্তব ঘটনাগুলো উনার লেখালেখিতে উঠে এসেছে। তিনি ধারণা করতেন, উনার কঠিন সংগ্রামী জীবনের কারণেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হতে পেরেছিলেন।

যে মার্ক টোয়েনের শৈশব ছিল বিবর্ণ, তিনি আমেরিকার শিশু-কিশোরদের জীবন বর্ণিল ও আনন্দমুখর করতে অসংখ্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন। মার্ক টোয়েনের মূল পাঠক ছিল আমেরিকার শিশু কিশোর। উনার অধিকাংশ সাহিত্যকর্মগুলো ছিল হাস্যরসে ভরপুর। সব বয়সের পাঠক উনার ভক্ত ছিলেন, তবে শিশু কিশোরদের কাছে উনার জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। আমেরিকার অভিভাবকরা শিশু কিশোরদের মার্ক টোয়েনের বই পড়তে দিতে চাইতেন না। তাদের ধারণা ছিল, ওরা এমনিতেই দুষ্টুমি করে আর উনার বই পড়ে আরো বেশি দুষ্টু প্রকৃতির হবে। এই বিষয়ে একজন সাংবাদিক মার্ক টোয়েনের কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, "আমি আমার সন্তানদের আমার বই পড়তে দেই না।" বিষাদময় জীবন নিয়েও টোয়েন ছিলেন হাস্যরসে ভরপুর। তিনি ছিলেন ওই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় বক্তা। উনার হাস্যরসাত্বক বক্তৃতা শুনতে বিভিন্ন দেশের ছেলে বুড়োর ভীড় হতো। উনি বক্তৃতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের জন্যে এমন কিছু হাসির খোরাক রাখতেন, যেন তারা প্রাণবন্ত আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। তিনি খুব সাধারণ বিষয়গুলো অসাধারণ বাচন ভঙ্গিতে বলতেন, কেউ কেউ হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলার আবার কেউ কেউ হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার ঘটনা পর্যন্ত আছে। এই প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক উনাকে ব্যাঙ্গ করে বলেছিলেন, "আপনার ভাঁড়ামি আমার বেশ ভালো লাগে। আপনিই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সাহিত্যিক ভাঁড়।" টোয়েন এমন কথায় রেগে না গিয়ে হেসে হেসেই বলেছিলেন, "আমিও একসময় সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত ছিলাম। এই পেশায় দৈন্যদশা আমি দেখেছি। আমার ভাঁড়ামির কারণেই আপনাদের পত্রিকাগুলো চলে। আমার ভাঁড়ামির গল্প ও বক্তৃতার কথাগুলো পড়তেই মানুষ আপনাদের পত্রিকাগুলো কিনে।"

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মার্ক টোয়েন লেখালেখি ও চমকপ্রদ বক্তৃতার কারণে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করেন। তখন তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে যাচ্ছিলেন। এভাবে একটা সময়ে তিনি আমেরিকার সেরা ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠেন। এই বিষয়ে তিনি একটা বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন, "আমি দৈন্যদশার মাঝেই বেড়ে উঠেছি কিন্তু আমার পাঠক ও শ্রোতাদের কারণে আজ আমি ধনী ব্যক্তি। আমি মাঝেমধ্যে ভেবে অবাক হই, কেন মানুষ আমার ফালতু লেখাগুলো পড়ে এবং আমার অহেতুক কথাবার্তা শুনতে তাদের উপচে পড়া ভিড় থাকে। সম্ভব আমার লেখা ও বক্তৃতার মাঝে কোন যাদু আছে, যা আমার পাঠক ও শ্রোতাদের সম্মোহিত করে।" এমন উদার কথাবার্তা কারণে সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয়ে যেত। তারা তখন তার প্রসংশার মুখরিত থাকতো। তিনি ছিলেন উনিশ শতকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন। তার সময়ে তিনি আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো তারকা ছিলেন। আমেরিকান লেখক উইলিয়াম ফকনার বলেছিলেন, "টোয়েন ছিলেন প্রথম ও প্রকৃত আমেরিকান লেখক। তার পরে আমরা সবাই তার উত্তরাধিকারী।" মার্ক টোয়েনের সাহিত্যকর্মের তালিকা ছিল বেশ দীর্ঘ। এসবের বেশিরভাগই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল। তবে আলাদা করে যদি বলতে হয়, "অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সয়্যার আর অ্যাডভেঞ্চার্স অব হাকলবেরি ফিন এর জন্য বিশ্বজোড়া সমাদৃত হোন। শত বর্ষ পেরিয়েও, এখনো পাঠক তার রোমাঞ্চে বুঁদ হয়ে থাকেন। তার রম্য রচনার জন্য এখনো তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিষয়ে বলা যায়, মার্ক টোয়েনের প্রতিদ্বন্দ্বী শুধুমাত্র মার্ক টোয়েন। তার উক্তিগুলো এখনো মানুষের মুখে মুখে থাকে। যেকোন সাহিত্য আলোচনায় টোয়েনের উক্তিগুলো চলে আসে। তার উক্তিগুলো যেমন মজার আবার তেমনি শিক্ষণীয়। তার একটি জনপ্রিয় উক্তি হচ্ছে "সবার সাথে যে তাল মিলিয়ে কথা বলে সে ব্যক্তিত্বহীন"।

মার্ক টোয়েন লেখালেখিতে শীর্ষে অবস্থান করলেও তিনি ব্যবসায়ে ছিলেন চরম ব্যর্থ। তার জীবনের আয়ের অধিকাংশ টাকা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যয় করতেন। অটোমেটিক টাইপসেটিং মেশিন বানাতে দুই লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ছিলেন। ওই সময়ে দুই লাখ মার্কিন ডলারের বর্তমানে মূল্যমান কতো, সেটা বলা বাহুল্য। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতে এবং পাওনাদারদের চাপে এক সময় আদালত কতৃক নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করান। যদিও পরে সকল পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করেন। তার জীবন ছিল বিষাদে ভরা বৈচিত্র্যময় জীবন। মানুষকে আনন্দে ভরপুর রাখতে নিরন্তর চেষ্টা করে যাওয়া মানুষটিকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, "আশেপাশের মানুষদের সুখী রাখার প্রয়োজনে নিজেকে সুখী রাখতে হবে। কষ্টে থাকা মানুষদের কেউ পছন্দ করে না"। মার্ক টোয়েনের অধিকাংশ সাহিত্যকর্ম নিজের কঠিন বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। তিনি কষ্টের কথাগুলো এতো সুন্দরভাবে লিখতেন, যা কষ্টের বদলে হাসির খোরাক হয়ে উঠে। কষ্টগুলো আর কষ্ট মনে হতো না। এই কাজে তিনি অনেক সফল ছিলেন। নিজের দেউলিয়া হওয়ার কঠিন সময়ের কাহিনী তিনি এতটাই হাস্যরসাত্মকভাবে লিখেছিলেন। তিনি যে কষ্টকে জয় করতে পারেন, এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

মার্ক টোয়েন ১৮৬৭ সালে সমুদ্র পথে প্যালেস্টাইন যাওয়ার সময় একজন যুবকের পকেটে একটি মেয়ের ছবি দেখেই প্রেমে পড়ে যান। এটাকে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন, ছবি দেখে প্রেম। ১৮৭০ সালে ওই ছবির মেয়েটির সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার প্রিয়তমা স্ত্রীর নাম ছিল অলিভিয়া ল্যাংডন। অলিভিয়া ছিলেন প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী। তাদের দাম্পত্য জীবনে এক পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। ১৯০৫ সালে প্রিয়তমা স্ত্রী অলিভিয়ার মৃত্যুর পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তখন নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ অনুভব করতেন। ওই সময়ে তিনি লেখালেখি অনেকটাই বন্ধ করে দেন। তিনি অলিভিয়ার স্মরণে তাদের দাম্পত্য জীবনের অনেক ঘটনা নিয়ে ১৯০৬ সালে লিখেছিলেন "ইভস ডায়েরি"। মূলত এটাই ছিল উনার জীবনের শেষ লেখা কোন বই। ১৮৩৫ সালে হ্যালির ধুমকেতু দেখা যাওয়ার সপ্তাহখানেক পরেই মার্ক টোয়েনের জন্ম। ১৯১০ সালে আবারো হ্যালির ধুমকেতুর আবির্ভাব হওয়ার দুই বছর আগে ১৯০৮ সালে মার্ক টোয়েন তার মৃত্যুর বিষয়ে একটা ভবিষ্যতবাণী করেন। যা তখন মিডিয়ায় বেশ আলোচিত হয়। উনার ভবিষ্যতবাণী ছিল এমন, "১৮৩৫ সালে হ্যালির ধূমকেতুর সাথেই আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম। আগামী বছর এটি আবার আসছে, এবং আমি আশা করি এর সাথেই আমি আবার চলে যাবো। হ্যালির ধূমকেতুর সাথে সাথেই যদি আমার প্রস্থাণ না ঘটে তাহলে এটি হবে আমার জীবনের সবচে বড় হতাশাপূর্ণ ঘটনা। কোন সন্দেহ নেই যে স্রষ্টা বলেছিলেন: "এই হলো দুই দায়িত্বজ্ঞানহীন উন্মাদ, এরা এসেছিলো একসাথে, এদের যেতেও হবে একসাথে।" আশ্চর্যজনকভাবে তার ভবিষ্যতবাণী সত্য করে তিনি ১৯১০ সালের ২১ এপ্রিল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আর ওইদিনটি ছিল হ্যালির ধুমকেতু পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি দূরত্বে পরের দিন। টোয়েনের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ওই সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হাওয়ার্ড ট্যাফ্ট বলেছিলেন, "মার্ক টোয়েইন অজস্র মানুষকে বুদ্ধিদীপ্ত আনন্দ দান করে গেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম অনাগত অসংখ্য মানুষকেও ভবিষ্যতে আনন্দ দান করে যেতে থাকবে.. তিনি আমেরিকান রম্য করতেন, কিন্তু ইংরেজরাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষজনও তাঁর নিজ দেশের মানুষের মতই তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি আমেরিকান সাহিত্যের একটি চিরস্থায়ী অংশ"।

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে তাদের পারিবারিক "উলডন সমাধি"তে টোয়েন সমাধিত আছেন। উনার নামের সাথে সঙ্গতি রেখে উনার সমাধিস্থলে একটি ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের সমাধি স্তম্ভ স্থাপন করেন তার মেয়ে ক্লারা। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা ও চিরঞ্জীব এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মৃত্যুর শতবর্ষ পরেও তিনি কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বেঁচে আছেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

হৃদয় এক্সপ্রেস

রাণা চ্যাটার্জী

"কিগো ভালো আছো, বাব্বা কতদিন পর দেখছি তোমায়! তোমার খবর বলো কেমন চলছে-আজ এ লাইনে হঠাৎ, কি মনে করে গো?"

"হ্যাঁ দিদি ভালো আছি, আজ পুরানো অফিসে একটু কাজ ছিল তাই স্মৃতি রোমন্থন করে চলেই এলাম।"

"আলবৎ আসবে, কত স্মৃতিমাখা আমাদের নিত্য যাত্রীদের জীবন। জানো, পায়েল খুব ভালো লাগলো তোমায় দেখে। তবে এটা স্বীকার করতে দোষ নেই যে, তুমি ট্রান্সফার নিয়ে বেঁচে গেছো পায়েল। সেই ভোর থেকে বেরিয়ে ট্রেন পাল্টে এতখানি দুর্গতির জার্নি। বাড়িতে তোমার দাদাকে বলতাম, উফ সে যা সব দিন গেছে তোমার, বাপরে বাপ।"

"ঠিক বলেছ দিদি, তোমরা খুব আপনজন ছিলে আমার, তাই উপলদ্ধি করেছো আমার কষ্ট। তারওপর এতটুকু কোলের বাচ্চাকে মায়ের কাছে রেখে চার চার আট ঘন্টা জার্নি, না পারতাম বাড়িতে সময় দিতে না মেয়েকে, বাড়ি না পৌঁছাতে পারলে মেজাজটাই খিঁচড়ে থাকতো। এখন বুঝতে পারি কি দুর্দশার দিন গেছে গত চার বছর, এখন অন্তত নিজের জেলায় এসে জার্নির দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।"

"হুম গো, তোমাকে দেখে এত খারাপ লাগত তারপর নিউ সেটআপ কলেজ। যত কাজ তো তোমাকেই সামলাতে হতো দেখতাম।"

"ঠিক বলেছ দিদি, এই যে যখন যা কিছু নির্দ্ধিধায় তোমাদের বলতে পারতাম এটা ভীষণ মিস করি শ্যামলীদি। নিজের দিদির মতো যেকোনো প্রতিকূলতায় সব সময় মনে সাহস জুগিয়ে গেছো।"

"পায়েল, তোমাকে একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করবো?"

"নিশ্চয়ই করবে দিদি। তুমি আমার বিষয়ে ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করার কি আর থাকতে পারে বলো।"

"না গো, তেমন বিরাট কিছু নয় তবু কিছু মনে করোনা কেমন। আমার নিজের একটা কৌতূহল থেকে জানতে চাইছি, তোমার সাথে সেই রঞ্জনের যোগাযোগ কি নেই নাকি বলোতো? তুমি চলে যেতে আমাদের সকলের খুব মন খারাপ হয়েছিল এটা ঠিক কিন্তু জানো রঞ্জন কেমন যেন পাল্টে গেছে। চুপচাপ ট্রেনে উঠে গুম হয়ে বসে থাকে যেন আমরা হঠাৎই অচেনা হয়ে উঠেছি! আমাদের সাথে আর তেমন কথা বলে না, এড়িয়ে যায় বলে আমরাও উটকে কিছু বলি না। ভাবলাম তুমি কি কিছু জানো? ওর আচরণ খুব চোখে পড়ে, কষ্ট হয়- যে মানুষটা হইচই করে কত আনন্দে ফিরতো একসাথে।" বলে থামলো শ্যামলী দি।

প্রশ্নটা শুনে ঠোঁট চেপে ভেতরে দীর্ঘশ্বাস নিয়েও সাবলীল হয়ে পায়েল উত্তর দিলো, "এমা তাই নাকি, কৈ আমি এসব তো কিছু জানিনা। হয়তো সৃষ্টিশীল মানুষ আপন খেয়ালে ভাবতে ভাবতে আসা যাওয়া করে আজকাল।"

"সে তো বটেই, কিন্তু এত যে মানুষ পাল্টে যায়, আগের রঞ্জন যেন কেমন একদম হয়ে গেছে, উঠেই ট্রেনে অন্য সিটে বসে ঘুমিয়ে পড়ে।ও মনে হয় মোটেই ভালো নেই পায়েল, একবার জিজ্ঞেস করে দেখোতো। রঞ্জন আর তুমি তো খুব ভালো পারিবারিক বন্ধু ছিলে তাই না? দাঁড়াও তো রঞ্জন, মনে হয় পাশের কামড়াতে আছে! ও কি জানে না যে তুমি আজকে এসেছ ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাওয়ার এতদিন পর?"

অজান্তেই শ্যামলীদির হাতটা চেপে ধরলো পায়েল। থাক না দিদি ওকে আমি এসেছি খবরটা দিয়ে লাভ নেই গো।" বলেই চোখটা ছল ছল করে উঠলো তার।

"এই তুমি কেন এমন করছো পায়েল? অজান্তে তোমায় কোনো ভাবে আঘাত করে ফেললাম না তো!"

"না গো দিদি, তুমি ঠিকই ধরেছ, আমি ওকে ভুল বুঝে অপমান করে ফেলেছি একদিন তাই আমার আর ওকে ডাকার মুখ নেই!"

অভিজ্ঞ শ্যামলীদি পরিস্থিতি হালকা করতে বললেন, "আরে তাতে রঞ্জন কিছু মনে করার ছেলেই নয়, এসেছো এদিকে, একবার দেখা করবে না তাই হয়? তোমার মনে নেই পায়েল, আমরা তিনজন ফিরতাম, কত সম্মান দিতো, সিট খুঁজতো আর কত নির্ভেজাল গল্পের ভাঁড়ার। তোমার কোথাও রঞ্জনকে চিনতে ভুল হচ্ছে পায়েল।"

"হয়তো শ্যামলীদি আমারই ভুল। আমি ট্রেনে খুব বিধ্বস্ত থাকতাম, ভেতরে ভেতরে মৃতপ্রায় প্রায় আর রঞ্জন বকবক সারাক্ষণ কানের সামনে। কখনো পরিবারের গল্প, কখনো ওর সাহিত্য জগৎ কথা যেন থামতোই না। আমি যতবার ওকে বারণ করে সাবধান করতাম, এত নিজের কথা আমারও কিছু বলার থাকে, প্রকাশ্যে কে কি ভাববে-বদনাম দেবে তবু শুনতো না। অনেকবার রেগে ওকে ব্লক করেছি, কথা বন্ধ করেছি, তবু গায়ে না মেখে সেই বাচ্চাদের মতো পাশটায় এসে বসতো। তারপর ট্রেনে গল্প ছড়ালো আমরা নাকি রোজ একসাথে বসি, কিছু হয়তো সম্পর্ক আছে আমাদের মধ্যে। লোকজনের নিম্নমানের রুচি, ভাবনা দেখে মাথা গরমও হয়ে গেছিলো।"

"ও, লোকে কে কি বললো আর তুমি পায়েল ওদের পাতা ফাঁদে পা গলিয়ে এমন নিঃসার্থ ভাল বন্ধুকেই সরিয়ে দিয়েছো চিরতরে! রঞ্জন না হয় একটু কথা বেশি বলতে ভালোবাসে, কৈ এতদিন তো তুমি আসার আগে থেকে ওকে দেখেছি সামান্য দোষত্রুটিও চোখে পড়েনি কোনোদিন, আজ একেবারে ব্রাত্য!"

চুপ করে পায়েল শ্যামলী দির কথাগুলো শুনছিলো আর ওর মনের মধ্যে না জানি কেমন একটা ঝড় আছড়ে পড়ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, "দিদি তুমি একদম ঠিক বলেছ, ঠিকই চিনেছো ওকে। আমার এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই।"

"দূর বোকা মেয়ে, এমন করে কেউ চোখ ভেজায় নাকি। যখন দেখতাম তোমরা কি সুন্দর ভালো বন্ধু হয়ে বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াতে, পারিবারিক বন্ধু হয়ে গেছিলে বেশ ভালো লাগতো। তোমার বর তুমি আর রঞ্জন একসাথে একটা ছবি ফেসবুকে আপলোড করেছিলে মনে পড়ে? এখনো ওই ছবি আমার খুব মনে ভাসে গো, যাই করো ভাল বন্ধুত্ব নষ্ট করো না পায়েল।"

"চলো কোথায় এলো দেখি নামতে হবে" বলে শ্যামলী দি উঠতে যেতেই পায়েল বললো, "দিদি, এ লাইনের নিত্যযাত্রীদের হোয়াটসঅ্যাপ রেল গ্রুপে তো আমি আর নেই, তাই রঞ্জনের নাম্বার আমাকে দিতে পারবে একটু।" কথাটা থামাতেই চোখ কপালে তুলে শ্যামলী দি, "সেকি রঞ্জনের নম্বর তো তোমার মোবাইলে ছিল, সেটাও ডিলিট করে দিয়েছো! দেখেছো তো কেমন লুকোচ্ছিলে আমার কাছে কিন্তু আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল জানো কোথাও যেন এড়িয়ে যাচ্ছ। চলো নেমে বরং তোমায় রঞ্জনের নম্বর দিচ্ছি ওকে ফোন করে নিও। আর শোনো না পায়েল আবার যদি কোনদিন আমাদের লাইনে আসো দেখা না হলেও এই দিদিকে ফোন করে একদম সটান বাড়ি চলে এসো কেমন। সারাদিন জমিয়ে গল্প করব দুজনের পরিবার মিলে।" বলে উনি নেমে গেলেন।

শ্যামলীদি নেমে যেতেই শুধু মনে হচ্ছিল রঞ্জন কি সত্যিই এই ট্রেনে, ইস একবার যদি ওর সামনে যেতে পারতাম, একটু বসতে পারতাম বা ফোন করে খবর নিতে! একবার যদি প্রশ্ন করতে পারতাম "হ্যাঁ রে তোদের চাকরীর টানাপোড়েন কেটেছে? ভালো আছেরে তোর মেয়ে, স্ত্রী রিমলি-আমার ওপর অভিমানে কি লেখাও কমিয়েছিস রঞ্জন! কেন তবে এত ভরসা করতিস রে আমার ওপর তুই? -আনমনে বুদ্বুদ ওঠা এত কিছু প্রশ্নের ভিড়ে হঠাৎ এক চেনা ঝালমুড়ি ওলা, "আরে দিদি ভালো আছেন তো, কতদিন দেখিনা-খাবেন নাকি ঝাল মুড়ি, দাঁড়ান বানাই, খুব ভালো আচারের তেল আছে দিদি।"

"হুম বানান"-বলে "আচ্ছা দাদা, রঞ্জনকে দেখেছেন ট্রেনে?" বলে মুখ ফসকে প্রশ্নটা করে ফেলতেই, "আরে ওই তো সামনের দিকে জানলায় রঞ্জন দা ঘুমাচ্ছে দেখলাম।"

"আরে তাইতো, এতক্ষণ খেয়ালই করিনি বলে"- বাঙ্ক থেকে ব্যাগটা নামিয়ে এক হাতে ঝাল মুড়ি, অন্যহাতে জলের বোতল নিয়ে হুড়মুড়িয়ে পায়েল একদম স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে রঞ্জনের ঠিক পাশের ফাঁকা সিটে বসে পড়লো। ভেতরের যেন ধুকপুকানি বহুগুণ বেড়ে গেছে তার। একি শরীরের অবস্থা করেছে রঞ্জন, জামাকাপড় অগোছালো, বয়স যেন এক লহমায় অনেক বেড়ে গেছে তার পবিত্র বন্ধুর! ঝালমুড়ির ঠোঙাটা রঞ্জনের মুখের সামনে এগিয়ে ধরতেই উভয়ের সকল ইতস্তত বোধ যেন ঘুচে গিয়ে ক্ষনিকেই দুজনের চোখের বাঁধভাঙ্গা জল এক নীরব ব্যাকুলতার সাক্ষী হয়ে রইলো দুই বন্ধু সুজনের হৃদয়।

রিং বেজে উঠল শ্যামলী দির, "নাও পায়েল, লেখো রঞ্জনের নম্বরটা"

"ও দিদি, আমি খুঁজে পেয়েছি গো রঞ্জনকে। তুমি না থাকলে এভাবেই মৃত্যু হতো আমাদের পবিত্র নির্ভেজাল বন্ধুত্বের। তুমিও ভালো থেকো দিদি।"

"রঞ্জন তাকা আমার দিকে, নে ঝালমুড়ি খা। কোনদিন ছেড়ে থাকবি না, আমিও ছেড়ে যাবো না কথা দিলাম। এভাবে গুমড়ে থাকিস না প্লিজ" বলতেই রঞ্জনের ক্লান্ত বিধস্ত মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, অস্ফুটে বললো, "বাপরে তুই তো অনেক স্লিম হয়ে গেছিস রে ভূতনি!" এক অদ্ভুত আনন্দ, স্বর্গসুখে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলো।

ইসলামে শিশুকিশোর পরিচর্যার গুরুত্ব

মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। দুনিয়ার সকল সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে অগণিত নিয়ামাত দান করে ধন্য করেছেন। করেছেন সম্মানিত। অগণিত নিয়ামাতসমূহের মধ্যে অন্যতম বিশেষ নিয়ামাত হচ্ছে আদর্শ সন্তান। যা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহের ফল। আমরা আলোচ্য নিবন্ধে সন্তানের পরিচর্যায় ইসলামের দিক নির্দেশনা বা গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা চাইলেই কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি সন্তান লাভ করতে পারেন। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ সন্তানের আশা পোষণ করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এ যুগল (দম্পতি) থেকেই তিনি তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রিযিক দান করেছেন। এর পরেও কি তারা বাতিলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর নিয়ামাত অস্বীকার করবে? (সূরা নাহল, আয়াত ৭২)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী রঃ বলেন, এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জোড়া বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার সাথে অন্তরের সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারো। কারণ প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতীর প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে থাকে। আর ভিন্ন প্রজাতির প্রতি তার মনে অনুরূপ আকর্ষণ থাকে না। মনের এ আকর্ষণ ও বিশেষ সম্পর্কের কারণেই বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আর স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমেই। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ।

এ ব্যাপারে আল্লামা আলুসী রঃ বলেন, ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।

পৃথিবীর বুকে এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যাদের ধন সম্পদের অভাব না থাকলেও একটি সন্তান না থাকার কারনে তাদের পারিবারিক জীবনে প্রশান্তি নাই। নাই বংশ বৃদ্ধির অবলম্বন। তাদের হাজারো চেষ্টা সাধনা এবং কামনা বাসনা থাকলেও সন্তানের জনক বা জননী হতে পারেনি তারা। আবার এমনও রয়েছে যাদের জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকলেও তারা বহু সংখ্যক সন্তানের জনক-জননী। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়াও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামাত। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ এবং ক্ষমতাশীল। (সূরা শুরা, আয়াত ৪৯-৫০)।

আলোচ্য আয়াতে প্রমানিত হয় যে, মানুষ যতই বৈষয়িক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, ইচ্ছেমত সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা তাদের নাই। অন্যদের সন্তান দানের কল্পনা করারতো প্রশ্নই আসে না। তাই চাইলেই পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে সকল সৃষ্টিই অক্ষম। অতএব আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সন্তান দানের ক্ষমতার মালিক মনে করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম সম্মত তো নয়ই।

আমরা কেমন সন্তানের আশা করবো সেটিও আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

যেমন তিনি সুসন্তান লাভের দোয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন তোমরা আমার দরবারে এভাবে দোয়া করো, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য কর। (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)। তিনি আরো দোয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, হে আমার রব! আমাকে তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩৮)।

সন্তান আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ নিয়ামাত। তাই এ সন্তান যদি হয় আদর্শ এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী তবে তা হবে পিতামাতার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম। আর যদি সন্তান হয় অসৎ চরিত্রের অধিকারী তাহলে এটি হবে অকল্যাণের বিষধর হাতিয়ার। সৎ সন্তানের সুফল মৃত্যুর পরেও ভোগ করা যায়। যেমন রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন প্রকার আমলের ফলাফল সে ভোগ করে। তার মধ্যে একটি হলো, এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। তাই আমাদের উচিৎ সন্তানকে সৎ এবং চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা।

বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ শিশুদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। গভীর মায়ার আদরে শিশুদেরকে কাছে টেনে নিতেন একান্ত আপনার করে। আল্লাহর ভালোবাসা যেমন সর্বজনীন ঠিক তেমনি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অকৃত্রিম ভালোবাসাও ছিলো সর্বজনীন। হাদীসে এসেছে, একবার রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কানে হুসাইন রাঃ এর কান্নার শব্দ এলো। এতে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হলেন এবং হযরত ফাতিমাকে রাঃ ডেকে বললেন, তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? হযরত আনাস রাঃ হতে বর্নিত এক হাদীস থেকে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সাঃ শিশু কিশোদের নিকট দিয়ে যাতায়াতের সময় তাদেরকে সালাম করতেন। অপর এক হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি শিশুদের কান্না শুনতে পেলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং বলতেন, আমি চাই না যে, তার মায়ের কষ্ট হোক। তিনি আরো বলেন, যারা বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের আদর করে না তারা আমার উম্মাতের দলভুক্ত নয়। আলোচ্য আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শিশু কিশোরদেরকে আদর এবং ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জোড়ালো তাকীদ ছিলো অনেক বেশি। শিশুদের সাথে অসৎ ব্যবহার করা নিষেধ। তাদের মনে কষ্ট দেয়া যাবেনা। তারা প্রস্ফুটিত ফুল।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। আদর্শিক পরিবার, দেশ ও জাতি গঠন করতে হলে শিশুদের চরিত্র গঠনে মনোযোগী হতে হবে। শিশুদেরকে আদর্শ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যথাযথ ভুমিকা রাখা সম্ভব হবে না। তাই কুরআন ও হাদীসেও শিশুদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে। শিশুদেরকে উত্তম চরিত্রের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। অসৎ চরিত্রের প্রতি তাদেরকে ঘৃণার মনোভাব জাগাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে পিতামাতাকে। তাই শিশুদের মাঝে আল্লাহ, রাসুল, কুরআন, হাদীস, পরকালে বিশ্বাস, জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি আস্থা তৈরি তথা ইসলামী আদর্শের প্রতি যত্নশীল মনোভাব গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে অহংকার মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, হিংসা বিদ্বেষসহ খারাপ আদর্শের প্রতি বিরুপ মনোভাব গড়তে চেষ্টা করতে হবে। সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার জন্য সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। শিশুদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বআরোপ করে রাসুলুল্লাহ সাঃ আরো বলেছেন, প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। সন্তানের চরিত্র গঠনের গুরুত্ব বুঝতে হলে হযরত লুকমান আঃ এর সন্তানের প্রতি অভিভাবকের নসিহত বা উপদেশসমূহ জানতে হবে। তার নির্দেশিত উপদেশবানী প্রতিটি পিতামাতার জন্য জানা থাকা জরুরি। সন্তানের চরিত্র গঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, পিতামাতা সন্তানকে ভালো আদব কায়দা ও স্বভাব চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা উত্তম কোন দান দিতে পারে না। আলোচ্য সংক্ষিপ্ত বর্ননা থেকে সন্তান পরিপালনের দিক নির্দেশনা বিষয়ে জানতে পারলাম। তাই সন্তানকে আদর্শ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে ইসলামী আদর্শের সংস্পর্শে আশা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি।

শিশুদের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের সার্বিক বিকাশ সাধনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। শান্তি বা যুদ্ধ যে কোন অবস্থায় ইসলাম শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানে গুরুত্বআরোপ করেছে। কাজেই পিতামাতা কোন অবস্থাতেই সন্তানকে হত্যা করতে পারে না। সন্তানের কোন প্রকার ক্ষতি হয় এরকম কোন কাজ পিতামাতাসহ কারো জন্যই ইসলাম সম্মত নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৩১)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফিরিশতাগণ! তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা আত তাহরীম, আয়াত ৬)।

মানুষের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বর্ননা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদ ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। সে এসবের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। বর্তমানে বস্তুবাদী সমাজ পারিবারিক প্রথাবিরোধী সমাজ গঠনের কাজে বেশ সক্রিয়। এজন্য পশ্চিমা জাতির করুন অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের এ মানসিকতার কারনে ওদের জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তি এবং বিপর্যয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের শান্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তার জন্য পরিবার একটি দুর্গ। এ পরিবেশ ঠিক রাখতে হলে সন্তানকে আদর্শবান করে তোলার বিকল্প কিছুই নাই। তাই সন্তান পরিপালনে আমাদের আরো যত্নশীল হওয়া জরুরি।

সন্তানের চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবকের গুরু দায়িত্ব যিনি পালন করেন তিনি হচ্ছেন মা। মায়ের আদর সোহাগ এবং পরম ভালোবাসায় বেড়ে ওঠে নবজাতক শিশুটি। শিশুর সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না সব ক্ষেত্রেই মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমরা আরবি কবিতায় পড়েছিলাম "হিযনুল উম্মাহাত আল মাদরাসাতু লিল বানিনা ওয়াল বানাত"। অর্থাৎ মায়ের কোলই হচ্ছে শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র। তাই যে মায়ের আদর্শে গড়ে উঠবে সন্তান সে মাকে কেমন আদর্শ ও চরিত্রবান হওয়া দরকার! আজকে অনেকেই মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে নাক ছিটকান। আমি এটাকে ভালো মনে করি না। মেয়েরা যদি আদর্শ এবং চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে তাহলে তারা জাতি গঠনে অবিস্মরণীয় ভুমিকা রাখতে পারবেন। তাইতো নেপোলিয়ন বলেছিলেন, তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি উপহার দিব। তাই আমিও বলতে চাই, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ এবং জাতি গঠনে আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার বিকল্প নাই। আমরা যেন সে ভুমিকা পালনে যত্নশীল হই।

নিবন্ধের শেষে এসে আমি যে আবেদনটুকু রাখতে চাই তা হলো, সামনে ঘোর অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। নিকষ অমানিশার কালো মেঘ সকল ভালো কিছু ঢেকে ফেলছে। আলোর নীচে অন্ধকার আর নয় এখন অন্ধকার আলোর উপরে অবস্থান নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আর নীরব নিথর হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে আদর্শ ও চরিত্রবান করে। নইলে ঘোর অমানিশায় হারিয়ে ফেলবো আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য। তাই আসুন আরো সতর্ক হই, সাবধান হই আমরা সকলেই। দেশ, জাতি এবং মানবতার কল্যাণে ভুমিকা রাখি একান্ত আপনার করে। গড়ে তুলি সুন্দর একটি প্রজন্ম। স্বপ্নীল সোনার দেশ গড়তে আমাদের পথচলা হোক আরো শানিত। আরো বেগবান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আমি খুনি

শিবব্রত গুহ

দু'পক্ষের উকিলের সওয়াল-জবাব শোনার পর, ভিড়ে ঠাসা আদালত কক্ষে চূড়ান্ত রায় শোনানোর আগে, আসামী নিবেদিতা প্রামাণিকের দিকে তাকিয়ে বিচারক বললেন, "তোমার কিছু বলার আছে? বলার থাকলে বলতে পারো।"
নিবেদিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে অশ্রুসজল চোখে বলে, "আমি মনে করি, আমি কোন দোষ করিনি। এর পেছনে অনেক কারণ আছে।"
বিচারক বললেন, "কি কারণ? আমি জানতে চাই।" নিবেদিতা ভাবলেশহীন মুখে বলে, " সে অনেক কথা। অনেক সময় লাগবে বলতে।"
বিচারক বললেন, "তা লাগুক। আমি শুনবো, তুমি বলো।"
নিবেদিতা বলে চলে, "আমার জন্ম হয় উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির সেবক রোডে। আমার বাবা শিলিগুড়ির এক হাইস্কুলের শিক্ষক। আমার মা সুগায়িকা। মা একজন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। আমাদের বাড়িতে মা একটি গানের স্কুল খুলেছিলেন। তার নাম ছিল "সুরের ভুবন"। আমরা তিন বোন। আমি সবার বড়। আমার দুই বোনের নাম হল পারমিতা ও সুচরিতা। আমাদের তিন বোনে মিল খুব। তবে, ঝগড়া যে হয় না, তা নয়। তবে, সেটা সাময়িক। আমাদের তিন বোনকেই আমাদের বাবা-মা খুব যত্ন করে মানুষ করেছেন। আমাদের সংসার ছিল সুখের সংসার। বেশ আনন্দে কাটছিল দিনগুলো। তখন আমি কলেজে পড়ি। চোখে অনেক স্বপ্ন, মনে অনেক আশা। কলেজে পড়তে পড়তে একটা ছেলের প্রেমে পড়লাম। ছেলেটার নাম চন্দন আগরওয়াল। দেখতে একদম রাজপুত্রের মতো। নাক-চোখ টানাটানা। কলেজে প্রথম দর্শনেই আমি ওর প্রেমে পড়লাম। আমার গায়ের রং কালো। দেখতে মোটামুটি আমি। তবে, অনেকে বলে, আমার চেহারাতে নাকি একটা আলাদা শ্রী আছে। যেটা নাকি অনেক ছেলের বেশ পছন্দ। জানি না, বাপু, অতশত, সব লাজলজ্জার মাথা খেয়ে, কলেজের নবীনবরণের দিন, আমি নিজে থেকে ওকে প্রেমের প্রস্তাব দিলাম। ও কিন্তু, সাথে সাথে রাজী হয়ে গেল। যা ছিল আমার কল্পনার অতীত। এরপর থেকে, আমার দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কাটতে লাগল। আসলে, জীবনের প্রথম প্রেম তো, তাই। প্রেমের সাগরে আমি খেতে লাগলাম হাবুডুবু। চন্দনের বাবা-মা কেউ নেই। ও মামার বাড়িতে মানুষ। ওর মামার বাড়ি শিলিগুড়িতেই অরবিন্দ কলোনীতে। ও এর আগে স্কুল-লাইফে, একটা মেয়েকে ভালোবাসতো। তার নাম ছিল স্বপ্না। মেয়েটা ওর সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা করে। সেই আঘাত ও এখনো ভুলতে পারেনি। চন্দনকে আমি যত দেখতে থাকলাম, ততই অবাক হতে লাগলাম। ছেলেটো এত ভালো! এত সুন্দর ছেলে আমার মতো কালো মেয়ের কপালে ছিল, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। অনেক কিছু ভাবতে শুরু করলাম আমি চন্দনকে নিয়ে। আমার মন প্রাণ জুড়ে শুধু চন্দন আর চন্দন। ইতিমধ্যে, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, যে, চন্দনের জীবনে যা কষ্ট আছে, তা সব আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে দূর করবো। এটা সত্যি যে, আমি আমার জীবনের থেকেও চন্দনকে বেশি ভালোবাসতাম। ওকে ছাড়া বাঁচার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কখনো। চন্দন আর আমি, দুজনে হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে, জীবনে যতই ঝড়-ঝাপটা আসুক না কেন, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবো না। আমার দুই বোন আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে সব জানতো। ওদের চন্দনকে খুব পছন্দ হয়েছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যে, আমাদের কলেজে পড়াশোনা শেষ হলেই চন্দন একটা ভালো চাকরি পেলেই আমরা বিয়েটা সেরে ফেলবো। আমি চন্দনকে পুরোপুরি নিজের করে পেতে চাইছিলাম। পরিকল্পনামতো, কলেজের পড়াশোনা শেষ করে চন্দন একটা মাল্টি- ন্যাশনাল কোম্পানিতে ভালো চাকরি পেল। আমার আনন্দ আর ধরে না, আমি খুশিতে ডগমগ হয়ে গেলাম। আমার এতদিনকার স্বপ্ন এবার সত্যি হবে। আমাদের বাড়িতে খুব কড়া শাসন ছিল। আমাদের বাড়িতে কোন পুরুষ বন্ধুর প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমার বাবা-মা কেউই প্রেম-ভালোবাসা করে বিয়েটাকে পছন্দ করতেন না। তারা এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এতকিছু সত্ত্বেও, আমি একটা ঝুঁকি নিলাম। এরকম এত বড় ঝুঁকি এর আগে আমি এজীবনে কখনো নিইনি। এক রবিবারে, হঠাৎ করে, আমি, চন্দনকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম। বাবা-মা তো আমার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু, মুখে তারা কিছু বললেন না। আমি বাবা-মায়ের সাথে চন্দনের আলাপ করিয়ে দিই। আমি বলি, "বাবা, জানো, চন্দন খুব ভালো ছেলে। ও তোমাদের কিছু বলতে চায়।"
বাবা বললেন, "কি কথা?" আমি আগ্রহের সাথে বলি, "মানে, মানে..."
মা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "সব কথা যদি তুমিই বলবে, তাহলে ও কি বলবে? ওকে কিছু বলতে দাও।"র
এবার চন্দন বলে, "আমি আপনাদের মেয়েকে ভালোবাসি। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"
বাবা রেগে বললেন, "সবকিছু ঠিকঠাক করে এসেছো একেবারে। তোমার সাহস তো কম নয় ছোকরা। আমার মেয়ের বিয়ে কোথায় হবে? তা আমি আর ওর মা ঠিক করবো। তুমি কে হে? বেরোও এখান থেকে।"
চন্দন অবাক হয়ে বলে, "এসব কি বলছেন আপনি? আমি তো অবাক, হয়ে যাচ্ছি। আমি তো আপনার মেয়েকে ভালোবেসেছি। এটা কি অন্যায়?"
বাবা হাত নেড়ে বললেন, "তুমি একজন অবাঙালী ছেলে। আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেবো বাঙালী ছেলের সাথে, কোন অবাঙালী ছেলের সাথে নয়।"
আমি চেঁচিয়ে বলি, "বাবা, তুমি এসব কি বলছো? আমি চন্দনকে ভালোবাসি বাবা। আমি ওর সাথে সংসার করতে চাই, বাবা।"
বাবা রাগতস্বরে বললেন, "বাহ! তোমার তো অনেক উন্নতি হয়েছে। তোমাকে কি আমি এই শিক্ষা দিয়েছি? ছিঃ, ছিঃ, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য। এই ছেলে তুমি এখনি দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে, আমি আর তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।"
চন্দন আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "ঠিক আছে, তাই হবে। নিবেদিতা আমি আসছি। তোমার সাথে এইজীবনে আজই আমার শেষ দেখা। ভালো থেকো, সুখী হও।"
আমার বুকে তখন যেন ঝড় উঠলো। আমি বুঝতে পারছি, যে, এবার আমি আমার চন্দনকে সারাজীবনের মতো হারিয়ে ফেলবো। কিন্তু, আমি, আমি যে চন্দনকে বড় ভালোবাসি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো কি করে? সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, যা হয় হবে, আমি চন্দনকে বিয়ে করবো। আমি একছুটে গিয়ে চন্দনের হাত ধরে বলি, "তুমি একা যাবে না, তোমার সাথে আমিও যাবো।"
চন্দন অবাক হয়ে বললো, "এ তুমি কি বলছো? তুমি আমার সাথে যাবে? না না, তুমি তোমার পরিবারের সাথেই থাকো।"
আমি আর কারুর কথায় কান না দিয়ে চন্দনের হাত ধরে সেদিনই আমার বাড়ি ও পরিবার সব চিরকালের মতো ছেড়ে চলে গেলাম। বাড়ীর সবাই আমাকে বারণ করলো। শেষে, বাবা আমাকে হুঁশিয়ারি দিলো, যে, চন্দনকে বিয়ে করলে তাদের সাথে আমার সব সম্পর্ক চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে। তাতেও আমি ঘাবড়ালাম না। এরপর থেকে, শুরু হলো আমার নতুন জীবন, একদম নতুন। একটুও ভয় যে পাইনি, তা নয়। তবে, আস্তে আস্তে তা কেটে যায়। এক্ষেত্রে, চন্দন আমাকে খুব সাহায্য করেছে। আমরা বিয়ে করলাম শিলিগুড়ির এক কালিবাড়ীতে। তারপর, আমরা একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করলাম। আমার দিনগুলো তখন আনন্দে কাটতে লাগলো। আমাদের বিয়ের একবছর পরে, চন্দন হঠাৎ করে, চাকরীটা ছেড়ে দিল।
আমি তো অবাক হলাম ওর এই সিদ্ধান্তে। এবার, ও ব্যবসা শুরু করলো। নতুন ব্যবসা, বেশ উদ্যমে লেগে পড়লো ও। আস্তে আস্তে ব্যবসা জমতে শুরু করলো। এখানে আয় অনেক বেশি। অর্থ রোজগারের নেশা ওকে পেয়ে বসলো। একবার, এক পার্টিতে আমাকে নিয়ে গেল চন্দন। আমি সেদিন খুব সেজেছিলাম। ওই পার্টিতে অনেক নারী-পুরুষ এসেছিল। এরকম পার্টিতে আমি জীবনে প্রথমবার এলাম। সবাই ড্রিংক করছিল। আমি তো ওই ছাইপাঁশ কোনদিন খাইনি। চন্দনের অনুরোধে আমি ওই পার্টিতে মদ খেলাম। মদ খাওয়ার পর, আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। তারপর মদ খেতে ভালোই লাগছিল। শেষে, অনেকটা মদ পেটে যেতেই আমি বেহুঁশ হয়ে যাই। যখন হুঁশ ফিরলো, দেখি, আমি একটা ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি। আরে এ ঘরটা তো আমার নয়। তবে এটা কার ঘর? আমার পাশে শুয়ে আছে একজন পুরুষ। এতো চন্দন নয়। এতো পরপুরুষ। এনাকে তো আমি চিনি না। তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম, হঠাৎ করে, আমার সারা শরীরে এক তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। আমার সাজপোশাক সব বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। চন্দন কোথায়? চন্দন? কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি। আমার সতীত্ব সেদিনই চিরকালের মতো হারালাম আমি।
আসলে, এসব কিছুর জন্য দায়ী আমার স্বামী চন্দন। ব্যবসাতে তাড়াতাড়ি প্রচুর টাকা রোজগারের জন্য ও আমাকে ব্যবহার করে। একটা বড় ব্যবসায়িক কন্ট্রাক পাবার জন্য ও আমাকে ওই পার্টিতে নিয়ে যায়। সেখানে উপস্থিত ছিল বিনোদ জিন্দাল। ইনিই আমার স্বামীকে ওই বড় কন্ট্রাকটা পাইয়ে দিচ্ছিলেন। তার বিনিময়ে একটু ঘুষ আর কি! একটা রাতের ব্যাপার। একটা রাত শুধু ওনাকে আনন্দ দিতে হতো আমায়। এতো সামান্য ব্যাপার, আজকালকার দিনে ওসব চলে। তাছাড়া, পেটে ভাত না থাকলে কি ইজ্জত দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে? সেই শুরু, তারপর থেকে, কত পুরুষের যে রাতের শয্যাসঙ্গিনী আমাকে হতে হয়েছে তার ঠিক নেই। প্রতিবারই, চন্দন বলেছে, যে, এই শেষবার। তবে, শেষ আর হয়নি। তখন আমি বুঝতে পারলাম, চন্দনের কাছে আমি হলাম ট্রাম্পকার্ড। ওর জীবনে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। ওর জীবনে টাকাটাই সব। ওর জীবনে, আমার কোন মূল্য আগে থাকলেও এখন আর কানাকড়িও নেই। আমার শরীরটাকে রাতের পর রাত পরপুরুষকে ব্যবহারের সুবন্দোবস্ত করে ও একের পর এক ব্যবসায়ের কন্ট্রাক্ট হাসিল করে ও ধনী হতে শুরু করলো।
আর আমি, সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হতে শুরু করলাম। দু-দুবার আমি গর্ভবতী হলাম। কিন্তু, শয়তান চন্দন আমার দুবারই গর্ভপাত করালো জোর করে। আমি ওর অবাধ্য হলে ও আমাকে অমানুষের মতো মারতো। আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলাম, যে, ও আর মানুষ নেই। ও একটা আস্ত অমানুষে পরিণত হয়েছে। আমি যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলাম একি সেই আমার ভালোবাসার মানুষ? এর জন্য, আমি আমার ঘরবাড়ি, পরিবার সব ছাড়লাম, তাকি এই দিন দেখার জন্য? আমার বাবা- মা ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু, এখন সে সব অতীত। আর আমার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। তবে, এভাবে তো আর বাঁচা যায় না। অসহ্য এজীবন। চন্দনের কাছ থেকে সারাজীবনের মতো দূরে চলে যাবো- এমন সিদ্ধান্ত শেষমেষ নিলাম। বাকি জীবনটা একাই কাটাবো। এত বড় পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকার জন্য একটু জায়গা তো হবেই।
দিনটা ছিল শনিবার। আমি চন্দনের কাছ থেকে পালানোর একটা শেষ চেষ্টা করি। কিন্তু, দুর্ভাগ্য, ধূর্ত চন্দনের কাছে আমি ধরা পড়ে যাই। তারপর, যখন, আমাদের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি হচ্ছিল, আমাদের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের ঘরে, হঠাৎ করে, তখন আমার নজর পড়ে খাবার টেবিলের ওপরে রাখা ছুরিটার দিকে। আমি সাথে সাথে ছুরিটা হাতে তুলে চরম আক্রোশে চন্দনের পেটে ক্রমাগত আঘাত করে যেতে লাগলাম। যখন থামলাম, তখন চন্দনের দেহে আর প্রাণ ছিল না।
সমাজের চোখে আমি খুনি। কিন্তু, আপনারাই এবার বলুন, আমি কি সত্যিই খুনি? বলুন না, বলুন না আপনারা?

পাকা লিচুর পাহারায়

হুমায়ূন কবীর

বুড়িভৈরব নদীর পূর্বপাড়ে, দক্ষিণ মাঠের শেষ প্রান্তে, শ্মশান থেকে সত্তর ফুট দূরে, জঙ্গলের ভিতর আমাদের লিচু বাগান। গাছে ঝুলছে থোকা থোকা পাকা লিচু। পাকা টসটসে মিষ্টি লিচুর স্বাদ নিতে রাত-দিন ছুটে আসছে পার্থিব-অপার্থিব, দৃশ্য- অদৃশ্য শতরকম শত শত্রু। শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে রাত-দিন পড়ে আছি পাহারায়।

আর মাত্র দুটো দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারলে ঢাকার ব্যাপারী আসবে। ভালো দাম পাওয়া যাবে। গতবার যথেষ্ট ট্রিটমেন্ট করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি- লাভ দূরে থাক, খরচের টাকায় ওঠেনি। সার-কীটনাশকের দোকানে এইবারও অনেক টাকা বাকি হয়ে গেছে।

লিচু এলাকায় বিক্রি করলে দাম কম আর টাকাও বাকি রাখে। এইবার পর্যাপ্ত পরিমাণ লিচু ধরেছে। লিচুগুলো যেমন বড় হয়েছে তেমন লাল টকটকে সুন্দর রঙও হয়েছে। সঠিকভাবে পাকার কারণে আটি ছোট চিকন হয়েছে, খোসা একেবার পাতলা, রসে পরিপূর্ণ পুরু স্বাস। এত সুস্বাদু লিচু সব বছর হয় না। আল্লাহর রহমতে এইবার হয়েছে। শত্রুর সংখ্যাও বেড়ে গেছে। গাছগুলো ফলের ভারে সাংঘাতিক নত হয়ে আছে। একটা ঝড় হলে সব ভেঙেচুরে তছনছ হবে। সারাক্ষণ মাথায় টেনশন আর আতঙ্ক!

বাগানের দক্ষিণ আইলের উপর, লেবুগাছের পশ্চিম পাশে, মেহগনি গাছটার নিচে, গর্তটার ভিতর থেকে একটা সাপ মাথা উচু করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সাপ লিচু খায়? লিচু চিবানোর জন্যে প্রয়োজনীয় দাঁত কি ওর আছে? থাকতেও পারে, না হলে বারবার গাছের দিকে তাকাবে কেন?

সাপটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। সে দুই একটা লিচু খেতে চায় খাক। খেয়ে ভালোই ভালোই কেটেপড়ুক। চোখ ফেরালে চুপিচুপি এসে কামড়ে না দেয়। মুখে শব্দ করে তাড়াবার চেষ্টা করছি, হাততালি দিচ্ছি, বাঁশের ফটকায় শব্দ করছি- এখন সে ভয়ও পাচ্ছে না, নড়ছেও না, যাচ্ছেও না। আসলে এ জঙ্গলে তো সারাবছর ওদেরই রাজত্ব থাকে। হঠাৎ করে এসে আমিই কয়েকদিনের জন্য জুড়ে বসে আছি। তাই হয়তো সে আমার নানান শব্দে বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে; শেষে কোনোকিছু তোয়াক্কা না করে চুপচাপ মাথা উঁচু করে স্বগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বসে আছি আমার মোবাইল মঞ্চের উপর। প্রচণ্ড রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাগানের উত্তর আইলের পাশের মোটা গাছের ছায়াই মঞ্চটা সরিয়ে এনেছি। সামনের গাছটাতে থোকা থোকা পাঁকা লিচু ঝুলছে। একটা দোয়েল পাখি ঐ গাছের ডালে বসে লেজ উঁচু করে আমার চোখের সামনে পুট পুট করে পায়খানা করছে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন পায়খানাটা করেই চলে যাবে। আসলে তা না। তার অন্য উদ্দেশ্য আছে। ঐ দেখো সে লিচু ঠোকাতে শুরু করে দিয়েছে।

দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। তাকে আমরা সম্মানের আসনে বসিয়েছি। তার একটা মর্যাদা আছে। সে কথা সে জানে না। তার না জানা সম্মান রক্ষা করতে গেলে আমার এখানে বসেথাকা বৃথা। সে এখন একের পর এক লিচু ঠুকরে ঠুকরে নষ্ট করছে। ঠোকরানো ফুটো লিচু বাজারে বিক্রি করা যাবে না, নিজেরাও খাওয়া যাবে না। ওগুলো নষ্ট হিসেবে ফেলে দিতে হবে। জাতীয় পাখিকে এভাবে লিচু নষ্ট করতে দেয়া যায় না। তবু আমি তার সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে গলাটা নরম করে মিষ্টিস্বরে মোলায়েম করে সম্মানের সাথে বললাম, "জাতীয় পাখি দোয়েল, তুমি এভাবে লিচু নষ্ট করো না। তুমি যাও।" সে গেলো না। আমি তাকে বললাম, "গাছের নিচে ভালো ভালো ঝরা লিচু আছে তুমি সেখান থেকে খাও।"

সে আমার কথা শুনলো না। শেষে আমি তাকে তাড়া দিলাম, "যাও পাখি।" তাতেও কাজ হলো না। সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সমানে লিচু ঠোকাচ্ছে। হাতে তালি দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। সে গেলো না। মুখে জোরে আওয়াজ করে তাড়া দিলাম- সে একডাল থেকে উড়ে আরেক ডালে যেয়ে বসলো। শেষে না পেরে বাঁশের ফটকায় প্রচণ্ড কর্কশ আওয়াজ করলাম। এইবার সে উড়ে পালালো। ওমা একটু পরে দেখি সে আবার ফিরে এসেছে। লিচু গাছের নিচে তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, দেখো আমি তোমার লিচু খেতে আসিনি একটু নাচতে এসেছি। আমি মনে মনে বললাম, "নাচো।" আসলে নাচানাচি তার ছলনা। আবার সে গাছে উঠে লিচু ঠোকাতে শুরু করলো। আমি এবার আর তার জাতীয় পাখির মর্যাদা রক্ষার জন্য বিভিন্ন পর্যায় রক্ষা করতে পারলাম না। একেবার বাঁশের ফটকায় কানফাটা আওয়াজ করলাম। ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেলো। একটু পর সে আবার এলো। আবার শব্দ করলাম আবার পালিয়ে গেলো। এইভাবে সে ক্রমাগত পালিয়ে যাচ্ছে আবার আসছে। সে জাতীয় পাখি হলে কী হবে, লোভের জন্য সে তার প্রদেয় সম্মান ধরে রাখতে পারছে না। তাড়া খেয়ে চলে যাচ্ছে আবার ছ্যাঁচড়ার মতো ফিরে ফিরে আসছে। পাঁকা লিচুর টসটসে রসের লোভ তাকে জাতীয় পাখির আসন থেকে নামিয়ে ছ্যাঁচড়া চোর পাখিতে পরিণত করেছে।

হলুদ বেনেবৌ পাখি তার অপরূপ রূপসহ লিচু খেতে এসেছিলো। তাড়া খেয়ে ফিরে গেছে। এখন সে অদূরে একটা উঁচু শিমুলগাছের ডালে সুরেলা চিৎকারে দশদিক মাতিয়ে তুলছে। সে আর্তনাদের মতো বিরহের চিৎকার করছে, "পিউকাঁহা, পিউকাঁহা?"

কার কাছে সে অনাবরত তার প্রিয়ার কথা জানতে চেয়ে হয়রান হচ্ছে কে জানে। আসলে সে তার প্রিয়ার কথা জানতে চাচ্ছে না কি লিচু কোথায়, লিচু কোথায় বলে চিৎকার করছে? তবে তার সেই চিৎকার মায়াবী এবং সুরেলা। হয়তো মিষ্টি লিচুর রস খেয়েই তার কণ্ঠ ঐরকম সুরেলা মায়া মাখা হয়েছে। তারই বিরহেই হয়তো এখন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমি সরে গেলে ইচ্ছেমতো লিচুর রস খেয়ে তবেই হয়তো সে তার "পিউকাঁহা, পিউকাঁহা" ডাক থামাবে। হঠাৎ খেয়াল করে দেখি সাপটা আর দেখা যাচ্ছে না। যাক আপদ বিদায় হয়েছে। মনের ভিতরে ভালো লাগছে। তারপর আবার হঠাৎ শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেলো। অজানা আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করছে। হায়! সাপটা গেলো কোথায়? সে কি গর্তে ঢুকে গেছে? না-কি চুপিচুপি আমারই মঞ্চের নিচে এসে হাজির হয়েছে? পা ঝোলানোর সাথে সাথে হয়তো সে কষে ছোবল মেরে দিলো। নাকি মাথার উপর গাছে কোথাও উঠে বসে আছে? কখন হয়তো ঝুপ করে বুকের উপর পড়বে।

দুটো শালিক সমানে লিচু ঠোকাচ্ছে। বাঁশের ফটকায় বারবার প্রচন্ড শব্দ করছি- তারা যাচ্ছে না। এই শব্দে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চিৎকার করছি, হাততালি দিচ্ছি কাজ হচ্ছে না। মঞ্চের নিচে শুকনো লিচুর পাতা খচমচ করে উঠলো। সাপ নাকি? না। শুকনা লিচু শুকনা পাতার উপর ঝরে পড়েছে এ তারই শব্দ। কখনো কখনো পাখিতে খেতে খেতে লিচু বা লিচুর আঁটি খসে পড়ছে। শুকনা পাতার উপর তারই শব্দ। এখন আমার মনে সাপের আতঙ্ক ঢুকে গেছে তাই লিচু পড়ার শব্দকে সাপের নড়াচড়ার শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

বেলা যতো বাড়ছে সূর্যের তীব্রতা ততো বাড়ছে। আকাশ থেকে মনে হচ্ছে আগুন ঝরছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তাপ এসে সরাসরি মাথায় আঘাত হানছে। তাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মাঝেই আমার মোবাইল মঞ্চটা সরিয়ে সরিয়ে নিচ্ছি। আমার মোবাইল মঞ্চটা আসলে একটা ভ্যান। ভ্যানের উপর সুন্দর একটা পাটি, একটা বালিশ আর সামান্য কিছু ব্যবহার্য জিনিসপত্র। একটা চমৎকার ডিজিটাল মোবাইল মঞ্চ। বাঁশ-খুটি দিয়ে অথবা গাছের ডালে মাচা করলে রোদে পুড়ে গেলেও সরানো যায় না। অথচ এই তিনচাকার ভ্যানের উপর স্থাপিত মোবাইল মঞ্চ ইচ্ছে মতো সরানো যায়।

মাঝেমাঝেই বাতাস থেমে যাচ্ছে। বাতাস থেমে গেলে সমস্ত বাগান ভ্যাপসা গরমে গুমোট হয়ে যাচ্ছে। টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। কখনো কখনো দক্ষিণ দিকের হাল্কা বাতাসে ঘুমও ধরে যায়।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাতার ভিতর ব্যাপক খচমচ শব্দে আতংকিত হয়ে জেগে উঠলাম। আবার কিসের শব্দ? সাপ নয়তো? হাতের কাছের লাঠিটা শক্ত করে ধরলাম। ঘুমের ঘোর কেটে গেছে। শব্দটা ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে এবং আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে ভয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালাম।

আরে, এ যে আমাদের ইসমাইল ভাই। খালি গায়ে ঘেমে নেয়ে সে উদভ্রান্তের মতো দাপাতে দাপাতে বাগানের ভিতর দিয়ে আমার দিকে আসছে। চোখ তার লিচুর দিকে। যে গাছটাতে সব লিচু পেকে একেবারে লাল টকটকে হয়ে গেছে বড়বড় ছড়াছড়া লিচু থোকাথোকা একেবার হাতের নাগালে ঝুলছে সে সেই গাছটার দিকে বিদ্যুৎ বেগে ছুটছে। মনে হচ্ছে লিচু তো খাবেই লিচুর গাছও খাবে। আজ আর কারোর রেহাই নেই। লোভের কারণে চোখ দুটো চকচক করছে। মুখ হা করাই আছে। দৌঁড়ে যেয়ে ঝপাঝপ ছিঁড়ে টপাটপ মুখে পুরবে। তার আর তর সইছে না। আমি যে বাগানের ভিতরে আছি তা সে খেয়াল করেনি। সে দৌঁড়ানোর মতো করে হাঁটছে। দৌঁড়ানোর সুবিধার জন্য লুঙ্গি ভাজ করে বাঁধা। লুঙ্গির সামনের বাড়তি একটা অংশ দুই পায়ের মাঝে বিশাল একটা প্যাকেটের মতো ঝুলছে। দুই পায়ের আঘাতে আঘাতে পেন্ডুলামের মতো একবার এপাশ আর একবার ওপাশ- দুলে বেড়াচ্ছে। ইসমাইল ভাই আশেপাশেই কোথাও হয়তো কাজ করছিলো। দীর্ঘ সময় ধরে বাগানে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে মনে করেছে বাগানে কোনো লোক নেই। এই তো সুযোগ! সে ছুটে এসেছে। লিচু ছিড়তে যাবে, একটা থোকা ধরে ফেলেছে। আমি শব্দ করলাম। বললাম, "ইসমাইল ভাই।" সে যেনো কারেন্ট শক পেলো। থতমত খেয়ে থেমে লজ্জায় একেবার থ হয়ে গেলো। তারপর হা করে একগাল হাসলো। জোর করে হাসার কারণে দাঁতগুলো তো বের হলোই সাথে দাঁতের গোড়ার মাংসও সব বের হয়ে এলো। ধরা তো পড়েই গেছে একটা কিছু বলতে তো হবে। সে বললো, "প্রচন্ড রোদে কাজ করছি তো একটু বিশ্রাম দরকার। মনে করলাম দুটো লিচু খেয়ে আসি। হে, হে।"

বাধ্য হয়ে তাকে এক ছড়া লিচু দিলাম। সে বিদায় হয়ে গেলো।

এই দুপুর রোদে ঢোল বাজায় কে? শব্দ ক্রমশঃ গ্রামের ভিতর থেকে মাঠের দিকে আসছে। আস্তে, আস্তে বোঝা গেলো শুধু ঢোল না হারমনিয়ামও বাজছে। সাথে একদল লোক কোরাস গাইছে, বলো হরি, হরি বোল। তার মানে এখন শ্মশানে মরা পোড়ানো হবে। তা হোক, আমার কোনো সমস্যা নেই। আমার জোহরের নামাজ পড়া হয়ে গেছে। আছরের ওয়াক্তের এখনো অনেক দেরি। তার ভিতর ওরা বাদ্য-বাজনা করে মরা পুড়িয়ে চলে যাবে। সমস্যা হবে, মরা পোড়া গন্ধ নাকে এলে। রোজার মাস চলছে, রোজা আছি তো।

আছরের আজানের পরপরই ওরা মরা পুড়িয়ে চলে গেলো। আমি নদীতে ওজু করতে যেয়ে বিপদে পড়ে গেলাম।

বছরের শুরুতে নদী খনন করা হয়েছে। খনন করা মাটি পাড়ে অনেক উঁচু করে রাখা হয়েছে। সেই পাড় থেকে পানি পর্যন্ত পৌছাতে ৪০-৫০ ফুট ঢাল বেয়ে নামতে হয়। ঢাল একদম টাক মাথার মতো। একটা ঘাসও নেই। পিছলে ঢাল

বেয়ে অনেক কষ্ট করে নামলাম। নেমে দেখি নদীর পানি মরা পোড়া ছাইয়ে ভরা। শ্মশানের সামনে নদীর প্রায় তিনশো মিটার খোঁচা হয়েছে কিন্তু দুই মাথা আটকানো। যার ফলে ছাই স্রোতে ভেসে যেতে পারেনি। যাইহোক নদীর পানিতে আর ওজু করা হলো না। অন্য ব্যবস্থা করলাম।

বেলা ডুবে যাচ্ছে। এই মাঠের মানুষগুলো অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে। একেতো দূরের মাঠ তার উপর আবার শ্মশান। শ্মশানের বাতাসে এখনো চিতার কাঠ পোড়া গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। গন্ধ নাকে ধাক্কা দিচ্ছে। একটা আতঙ্কও জোরালো হচ্ছে। রাতে তো এখানেই থাকি। মনে হচ্ছে আজকের রাতটা কঠিন হয়ে যাবে। কীভাবে আজ যে থাকবো! না থাকলেও উপায় নেই। এক রাতেই লিচু সব সাবাড় হয়ে যাবে। আর দুটো দিন পাহারা দিতে পারলে সব লিচু একসাথে ভেঙে নেওয়া যাবে। এখন বাগান ছেড়ে কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না।

এই অবেলায় কোথা থেকে একটা কাঠঠোকরা উড়ে এলো। সে গাছের গোড়ার দিকে কয়েকটি ঠোকর মেরে নিজের ঠোঁটের সামর্থ পরীক্ষা করে উপর দিকে উঠে গেলো। তার লম্বা, চিকন, শক্ত, ধারালো ঠোঁট দিয়ে লিচু বারবার ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো।

সারাদিনপর সাপটিও আবার গর্তের মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন ও কোথায় ছিলো? চারিদিকে এতো ভয়, এতো আতঙ্কের ভিতরও আমি একটা আনন্দের উপাদান এবং শান্তির অনুভূতি অনুভব করলাম।

এই বাগানটা যদি গ্রামের ভিতর হতো তবে এর একটা বড় অংশ কোনো কৈফিয়ত ছাড়াই চলে যেতো পুলিশের পেটে আর স্থানীয় দলবাজ নেতাদের পেটে। বাগানটি দুর্গম ভয়াল পরিবেশে হওয়াই এখানে নিতান্তই কিছু মেঠো লোকে আসে। ওদের চাহিদা সামান্য এবং যৌক্তিক। কিন্তু পুলিশ এবং দলবাজদের চাহিদা সীমাহীন অযৌক্তিক। ওরা এই ভয়াল পরিবেশে আসার সাহস পায় না। তাই বাগানটি নিরাপদে আছে। যৌক্তিকভাবেই তাই এই ভয়াল পরিবেশে কিছুটা হলেও ভালো আছি।

রাতের আকাশে আধখানা চাঁদ। দুরন্ত বাতাসে মেঘেরা চলন্ত। ছেঁড়াছেঁড়া মেঘের ফাঁকে জোছনার অবাধ স্রোত। মাঝেমাঝে আলোর প্লাবনে প্লাবিত হচ্ছে সমস্ত বন আবার হাল্কা আধারে ঢেকেও যাচ্ছে। দিনের মতো গরম এখন আর নেই। বাতাসে একটা মিষ্টি মাতাল ভাব আছে। ঘুম এসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার তো ঘুমালে চলবে না। সারাদিন রোজা ছিলাম। কেবলমাত্র এশার নামাজ শেষ করেছি এখনো তারাবির নামাজ বাকি। ফাঁকা মাঠে বনে ঘেরা লিচু বাগে চাঁদের আলোই নামাজ পড়তে ভালোই লাগছে।

বিরতি দিয়ে নামাজ পড়ছি। নামাজের ফাঁকে বাঁশে শব্দ করছি। রাতের বেলা পাখি আসে না। বাদুড় আসে। পাখির চেয়ে বাদুড় বেশি ভয়ংকর। অল্প সময়ের ভিতর একদল বাদুড় পুরো বাগান উজাড় করে দিতে পারে। পশ্চিম পাশের লিচু তলা হতে অন্যরকম একটা আওয়াজ আসছে। কীসের শব্দ? লাইট জ্বেলে দেখি দুটো শেয়াল। ওরা ওখানে কী করছে? আমাকে আক্রমণ করবে নাকি? নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে? চারপাশে টর্চ লাইটের আলো ফেলে দেখলাম আরো কোনো শেয়াল আছে কিনা। না, আর কোনো শেয়াল দেখা যাচ্ছে না। থাকলেও বনের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। হয়তো আমার মাংস খাওয়ার জন্য গোপনে দাঁতে ধার দিচ্ছে। আমি তার কিছুই জানি না। আমি বাগানের ঘাসের উপর পাটি বিছিয়ে নামাজ পড়ছি। এই অবস্থায় শেয়াল চারপাশ থেকে আক্রমন করলে বাঁচার সম্ভাবনা কম। হাতের কাছে মোটা লাঠি আছে। একপাল শেয়াল আক্রমণ করলে লাঠি দিয়ে কী করতে পারবো জানি না। দৌড়ে কোনো গাছে উঠতে পারলে বেঁচে যেতে পারি। আমার মোবাইল মঞ্চটাও বেশ উঁচু; তাতে চড়তে পারলেও বেঁচে যেতে পারি। অবশ্য শেয়াল দুটোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না যে, তারা আমাকে টার্গেট করেছে। তাদের টার্গেট লিচুর থোকা। শেয়ালও লিচু খায়?

পশ্চিম পাশের গাছটার অনেকগুলো লিচুর থোকা মাটির কাছাকাছি শেয়ালের নাগালের ভিতরই ঝুলে আছে। শেয়াল দুটো উপর দিকে মুখ করে কিছু একটা করছে। লাইট তো অন করায় আছে। এক হাতে লাইট আর অন্য হাতে লাঠিটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। শিয়াল দুটো ধিরে ধিরে সরে গেলো। তারা সেই সাপের গর্তটাতে ঢুকে পড়লো। শেয়াল আর সাপ একই গর্তে? কী যে ঘটতে যাচ্ছে আল্লাই জানে। ঐ গর্তটা আসলে শেয়ালেরই গর্ত। সাপ তো আর গর্ত খুঁড়তে পারে না। সে শেয়ালের গর্ত অন্যায়ভাবে দখল করে বসে আছে।

হ্যা, শেয়াল দুটো লিচু খাচ্ছিলো। অনেকগুলো লিচু তারা কামড়ে কামড়ে নষ্ট করেছে। লিচুগুলোর গা বেয়ে রস গড়িয়ে গড়িয়ে গড়ছে। তার মানে শেয়াল তো আর লিচুর খোসা ছড়াতে পারে না, তাই কামড়ে রস চুষে খায়। একেক প্রাণীর লিচু খাওয়ার একেক রকম কৌশল। মঞ্চে ফিরে ভাত খেয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। মোবাইল মঞ্চের বিছানায় শুয়ে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে, চাঁদের আলো উপভোগ করতে করতে সিগারেটে সুখটান মারা দারুন ব্যাপার। আমি সুখ করে সিগারেট টানছি। হঠাৎ বাতাসটা পড়ে গেলো। পশ্চিম পাশের শ্মশানের দিক থেকে একটা অখণ্ড কালো মেঘের ছায়া এসে সমস্ত বাগানে জেকে বসলো। এখন আমার খুব অস্বস্তি লাগছে। আকাশে চাঁদটা আর দেখা যাচ্ছে না। আশপাশে বনে বড়বড় গাছগুলো চুপ করে ভয়ে ঝিম মেরে আছে। একচুলও নড়ছে না। ঝড় টড় উঠবে নাকি? ভাবতে ভাবতে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। কালো মেঘ সরে যেয়ে সমস্ত আকাশ আবার আধখানা চাঁদের আলোই ঝকমক করে উঠলো। আকাশে কোথাও আর কোনো মেঘ নেই। চাঁদের আলোর এতো ফোকাস যে প্রত্যেকটা লিচু আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে। খেয়াল করে দেখি, সমস্ত গাছের মাথার উপরের লিচু সব উধাও। প্রত্যেকটা গাছের মাথার লিচুগুলো সবচে বেশি পেকেছে আর মিষ্টিও সবচেয়ে বেশি। সমস্ত প্রাণীরই টার্গেট ঐ লিচুগুলো। অনেক কষ্টে ওগুলো টিকিয়ে রেখেছি। হঠাৎ লিচুগুলো গেলো কোথায়? এতো একেবারে ভৌতিক কাণ্ড। কয়েক মুহূর্ত আগেও তো লিচুগুলো ছিলো। চাঁদের আলোই বন ভেসে যাচ্ছে। শ্মশানের দিক থেকে আসা কী একটা বুনোফুলের মিষ্টি সুবাস চারপাশ ভরিয়ে তুলছে। যারা লিচুগুলো চুরি করে নিয়ে গেলো তারা বুনোফুলের সেন্ট মেখে এসেছিলো। ওরা শ্মশানের সমস্ত কাজের সাক্ষী, বহু প্রাচীন ষড়া গাছটার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। গাছটির সবচে উঁচু ডালটি এখনো নড়ছে। সেদিকে গাছের মাথার উপরের লিচুহীন সদ্য ন্যাড়া ডাটাগুলো আর আমি অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছি। মন ভেঙে গেছে। খুব ক্লান্তি লাগছে। ইচ্ছে করছে ঘুমিয়ে পড়ি।

দৃশ্য শত্রু প্রতিরোধ্য, কিন্তু অদৃশ্য মোহন ছদ্মবেশী নিয়তি? নিয়তি চিরকাল প্রশ্নহীন, উত্তরহীন, অদৃশ্য, অপ্রতিরোধ্য। অপরিমেয় সেই শক্তির ধ্বংসলীলার টর্নেডোর সামনে আমাদের সমস্ত মানবিক চেষ্টা, সাধনা শুকনা পাতার মতো ঠিকানাহীন, বাধ্য আর নত। নিয়তি কখন কোন রূপ ধরে আসে আগে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই তাই প্রস্তুতিরও কোনো সুযোগ নেই। সব জেনেও সব বুঝেও একজন কৃষকের মন ধাতুর মতো টিকে থাকে। শত আঘাতে সে ভেঙে গুড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে যায়। আবার নতুন আশায় পারদের মতো একত্রিত হয়। পরিস্থিতি যাইহোক- যত বাঁধাই আসুক শেষ ফলটি পর্যন্ত আমাকে পাহারা চালিয়ে যেতে হবে।

একটি আত্মহত্যার খসড়া

আহমদ রাজু

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আছিয়া বেগম যখন মিটিংস্থলে পৌঁছায় তখন রাত দশটা। তার জন্যে সবাই অপেক্ষায় আছে দেখে কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া জঘন্য ঘটনার বিষাদ মনের মাঝে রেখাপাত করলেও মুখে হাঁসির রেখা ফুটে ওঠে। সম্ভাব্য মেম্বারের আগমণে সবাই নড়ে চড়ে বসে। তাদের মাঝে যে আলোচনা চলছিল তার সমাপ্তি হয় সাথে সাথেই। আছিয়া বেগম আর রফিকুল ইসলাম যেয়ে বসে তাদের মাঝে। সবাই আছিয়া বেগমের মুখোমুখি বসার চেষ্টা করে নিজস্ব কায়দায়। পনের/ষোলজন কর্মী হলেও মুরব্বী বলতে কেউ নেই সেখানে। সবাই বারো থেকে বাইশ বছর বয়সের মধ্যে। এদের কাজের স্পৃহা বেশি বলে মনে হয় আছিয়া বেগমের। সবাই তার প্রতি আন্তরিক। তা না হলে এই শীতের রাতে এভাবে বসে থাকতো না। কার কোন দায়িত্ব, কাকে কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে মিটিং শেষ করতে রাত বারোটা বেঁজে গেছে আরো বাইশ মিনিট আগে। কর্মীদের কয়েকজন বিদায় নিয়ে চলে গেছে। রফিকুল ইসলামের সাথে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই কর্মীদের মধ্য থেকে একজন বলল, "আছিয়া আপা আপনার সাথে আমরা কিছু জরোরী কতা কতি চাই।"

আছিয়া বেগম বলল, "আচ্ছা বলো।"

"না ঠিক এহানে সবার সামনে না; একটু সাইডি চলেন।"

আছিয়া বেগম বুঝতে পারে না কী বলতে চায় ছেলেটা। তবুও সে আগামী নির্বাচনের একজন প্রার্থী! সবার কথা শুনতে তাকে হবেই, যদি জিততে হয়।

একেতো রাত অনেক হবার কারণে বাড়ি যাবার তাড়া, তার ওপর পায়ের নীরব যন্ত্রণা অতিষ্ট করে তুলেছে আছিয়া বেগমকে। এখন আবার এই কর্মীগুলো নতুন কী বলতে চায় তা ভেবে পায় না সে।

"রফিকুল ভাই, আপনি একটু আগে যেয়ে দাঁড়ান, আমি আসছি।" বলল আছিয়া বেগম।

বোল্লা নামে কালো লিকলিকে ছেলেটা বলল, "আসলে আপনার সাতে আমরা কয়জন এটটা ইমারজেনসী মিটিং এরতি চাই, অবশ্য আপনার ভালোর জন্যি। দরকার হয় রফিকুল ভাই বাড়ি চলে যাক, আমরাই আপনারে বাড়িতি পৌঁছায় দেবো।"

"যদি দেরি হয়, তাহলে আগামীকাল মিটিংটা করি।" বলল আছিয়া বেগম।

"না আপা; মিটিংডা আজগেই এরতি হবে, নতুবা আপনার বড় ধরণের ক্ষতি হতি পারে।"

সামান্যর জন্যে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনার পক্ষপাতি নয় আছিয়া বেগম। সে রফিকুল ইসলামকে বলল, "তাহলে রফিকুল ভাই, আপনি চলে যান আমি একটু পরে আসছি।"

আছিয়া বেগমের কথায় রাগে শরীর জ্বলতে শুরু করে রফিকুল ইসলামের। পুরো মিটিংএ সে যৌবনের উত্তাল ঢেউয়ের দোদ্যুল্যমান দোলায় দুলছিল। ভেবেছিল এ দোলা সে সমাপ্ত করবে মিটিং শেষে বাড়ি যাবার পথে। কিন্তু আছিয়া বেগমের সিদ্ধান্তে সে আশা নিমিষেই ম্লান হয়ে যায়। সে প্রায় রাগান্বিত স্বরে বলে ওঠে, "তুমি চলো এখন, যা করতে হয় কাল দেখা যাবে। রাত অনেক হয়েছে।"

"আপনি যান; আমি এদের কথা শুনে তারপরে আসছি। দেখি কি এদের ইমার্জেন্সী কথা।"

রফিকুল ইসলাম কোন কথা না বাড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। আছিয়া বেগম এমনটি চাচ্ছিল মনে মনে। কারণ ঘন্টা দুই আগে তাকে যেভাবে রফিকুল ইসলাম অন্ধকারে মাঠের মাঝে জাপটে ধরেছিল, আর একটু হলে জোর পূর্বক বিষধর বিশাল অজাগরটা তার শরীরের ভেতরে ঢুকে যেতো। বিষের জ্বালায় ছটফট করতো সারাক্ষণ আছিয়া বেগম, কখনও কখনও মারা যেতো; মরতে তাকে হতোই।

অজাগরটা শরীরের ভেতরে না ঢুকতে পারার আক্রোশ কমেনি হয়তো। এখন আবার রফিকুল ইসলামের সাথে গেলে যে কোন উপায়ে হোক না কেন সে উদ্দেশ্য সে সফল করবেই। মনে মনে ভাবে আছিয়া বেগম।

রফিকুল ইসলাম আস্তে আস্তে আঁধারের সাথে মিলিয়ে গেলে আছিয়া বেগম কর্মী ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, "বলো তাহলে কি তোমাদের জরুরী কথা।"

একজন আরেকজনকে বলল, "এই গোপাল তুই ক'না।"

গোপাল বলল, "না সাবু, তুই'ক। তুই ভালো কতি পারবি।"

গোপাল বলল, "একে ওকে দেহাচ্চিস ক্যান লালটু? তুই ক'না। এসব কাজে লজ্জা এরলি কি চলে?"

লাল্টু খক্ খক্ করে গলা পরিষ্কার করে বলল, "আসলে আপা হয়চে কী......।"

"আমতা আমতা করছো কেন লাল্টু? বলো, কি বলতে চাও? আমি সব সময় স্পষ্ট কথা পছন্দ করি।"

"কই তাহলি।" বলল লাল্টু।

"হ্যা বলো।"

লাল্টু দুই হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "রাজিয়া ফয়েজ যেভাবে ফিল্ডো তৈরী এরতেছে তাতে আমাগের পাসটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েচে।"

এমন কথা কখনও কল্পনা করেনি আছিয়া বেগম। কথাটা কানে যেতেই তার মনের মাঝের আশা নামক বস্তুটা অজানা আতঙ্কে মোচড় দিয়ে ওঠে। মাস্তুল ভাঙ্গা নাবিকের মতো নীরব প্রশ্ন তার, "তোমরা তো আছোই। এখন আমার কী করণীয় তাই ভাবতে হবে।"

"বলছিলাম কী.....যদি...."

"যদি কি?" প্রশ্ন আছিয়া বেগমের।

"আপনারে আমরা পাশ করায়ে দিতি পারি যদি......।"

"বলো। তোমরা যা করতে বলবে আমি তাই করবো।" বলল আছিয়া বেগম।

নির্বাচনে আছিয়া বেগমের অবস্থান ভালো না জেনে চোখ ছল ছল করতে থাকে। কাঁদকে ইচ্ছে হয় তার। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলল, "তোমাদের কি চাওয়ার আছে বলো, আমি তাই দেবো।"

গৌর ঋষির ছেলে ফটিক লাল্টুকে পেছন থেকে খোঁচা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "কি আমতা আমতা এরতিচিস? সরাসরি কয়ে ফ্যালা না।"

লাল্টু ঢোক গিলে বলল, "আপনি যদি আমাগের একবার এরে বিয়ে এরেন তালি আপনারে আমরা পাশ করায়ে দিতি পারি।"

শীতের রাতে যেন কাল বোশেখী ঝড় শুরু হয়েছে; এমনি মনে হয় আছিয়া বেগমের। এমনিতে অন্ধকার রাত, তার ওপরে চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে সে। মেয়ের বয়সী ছেলেগুলো কি বলল তাকে! ভাগ্যিস নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে, তা না হলে পায়ের জুতা খুলে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতো না আছিয়া বেগম। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বলল, "তোমরা কি বলছো তা ভেবে দেখেছো?"

"ভাবা ভাবির কিছু নেই। আপনি রাজি থাকলি কন। পাটি রয়চে, গায় ধুলো রাগবে নানে।" বলল খলিল।

"মুখ সামলে কথা বলো খলিল। আমি তোমার মায়ের বয়সী।"

"তাতে কি হয়চে। মা'তো আর না। আপনার অন্তত ভাবা উচিত, এটটা রাত আমাগের সাথে কাটালি আপনি ভোটে জিতে যাবেন। আপনারে আমরা মেম্বার বানায়ে-ই ছাড়বো।"

"আমার মনে হচ্ছে তোদের মুখে জুতা মারা উচিত।" রাগে শরীর কাঁপতে থাকে আছিয়া বেগমের।

"সে তুমি মারো, তাতে আমাগের কোন আপত্তি নেই। তয় আমাগের আশাডা অন্তত পূরণ এরো।" বলেই শাড়ীর আঁচল ধরে টান দেয় ফটিক। সাথে সাথে লাল্টু জাপটে ধরে। গোপাল মুখ বেঁধে দেয় গামছা দিয়ে যাতে চিল্লিয়ে মানুষ জড়ো করতে না পারে। আছিয়া বেগম নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে অনেকভাবে। তার সে চেষ্টার কোন ফল হয় না শেষ পর্যন্ত। ছয়জন উঠতি বয়সী যুবক তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় রাস্তার দক্ষিণ পাশের পাট ক্ষেতের ভেতরে। যাদের বয়স তার মেয়ের চেয়ে কিছু বেশি, কিছু কম।

কয়েকটা নেংটি ইঁদুর যথেচ্ছা ব্যবহার শেষে ফিরে যায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে। আছিয়া বেগম ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায় যখন মোহাম্মাদ মোড়লের জাম গাছের ডালে নিজের পরণের শাড়ী পেঁচিয়ে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করে তখন গাইদগাছি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ থেকে ভেসে আসা ফজরের আজান স্পষ্ট কানে আসে তার।

সুপ্রভাত সিডনি কমিউনিটির একমাত্র পত্রিকা
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
আমাদের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যা সংরক্ষিত হয় অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগারের সংরক্ষনাগারে
- অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক সিরিয়াল নম্বর সম্বলিত একমাত্র বাংলাদেশী পত্রিকা
- আমাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিনের পাঠকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি
- অস্ট্রেলিয়ায় আমরাই কপি ও পেস্ট বিহীন একমাত্র বাংলা পত্রিকা
- অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী পত্রিকার ভিতর আমাদের ফেস বুকের ফলোয়ার সবচেয়ে বেশি
- আমরাই একমাত্র অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছেপে আসছি শুরু থেকে
- আরো অনেক কারনে সুপ্রভাত সিডনি পাঠকের প্রথম পছন্দ।
আমাদের সাথে থেকে অনুপ্রানিত করার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ
VISIT US: WWW.SUPROVATSYDNEY.COM.AU
E-MAIL: SUPROVAT.CEO@GMAIL.COM, MOB: 0423 031 546

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

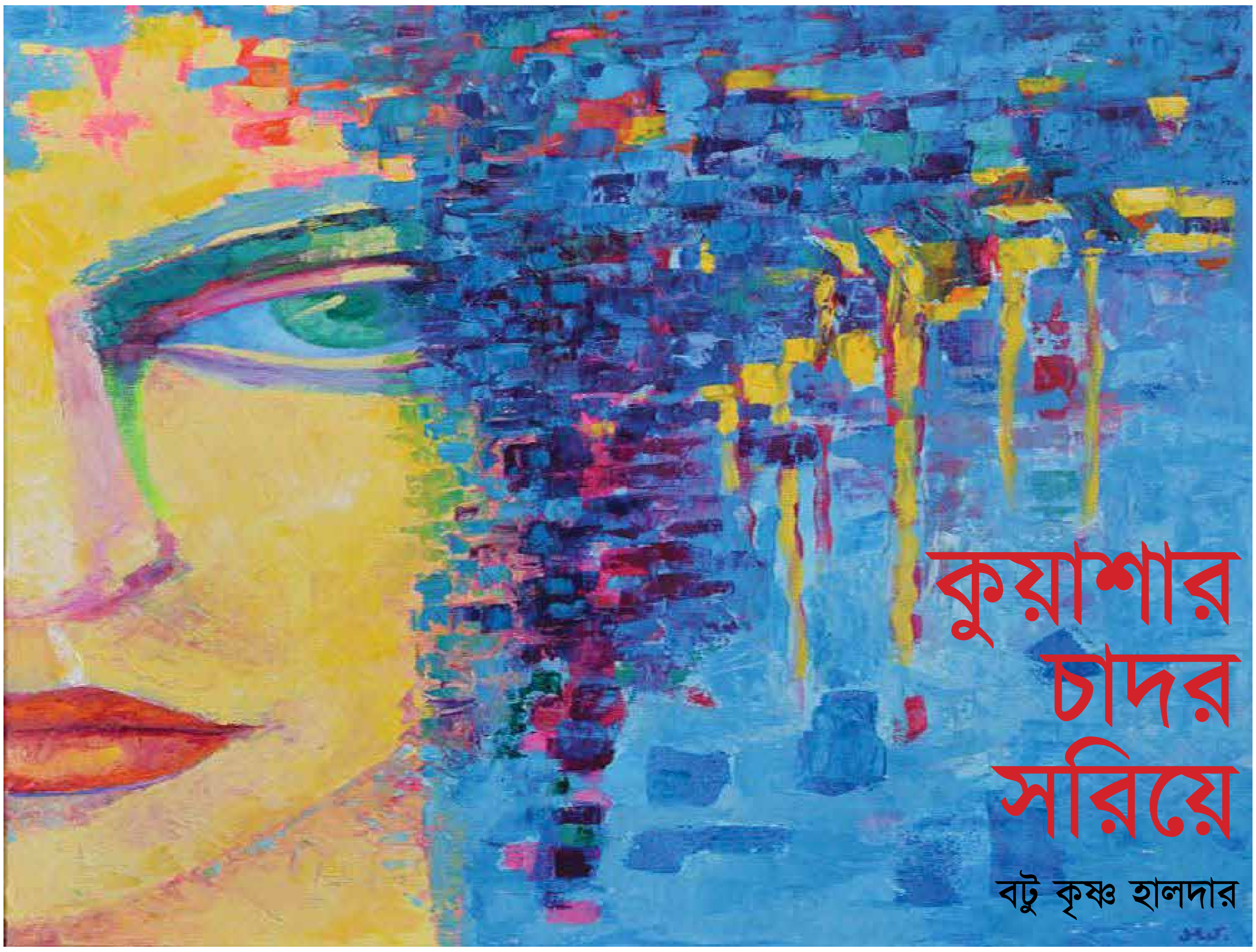

কুয়াশার চাদর সরিয়ে

বটু কৃষ্ণ হালদার

তখন আমার আস্তানা জঙ্গলের ভিতরে নদীর ধারের বাংলো। এক সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় বসে আছি। সামনে কুয়াশার চাদরে মোড়া অমাবস্যার জঙ্গল। কানে আসছে নদীর জলের আওয়াজ। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর হতে শিয়ালের হুক্কা হুয়ার ডাক ভেসে আসছে। ঘন জঙ্গল ভেদ করে শো শো করে বইছে হিমেল হাওয়া। সারা শরীরে কাঁপুনি ধরেছে। মনে হল জ্বরটা বাড়ছে। আমি বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। দরজাটা আলতো বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। গত দুই দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। তাই বৃন্দাবন হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে বাজারে গেছে আমার জন্য ওষুধ নিতে।বাংলোর কেয়ারটেকারটা আজ আবার ছুটি নিয়েছে। আমার কেমন ভয় ভয় করছে। কিন্তু এই অবস্থায় বৃন্দাবনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু ছিল না। চোখটা জ্বালা করছিল, তাই চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলাম। আর মনে হরে কৃষ্ণ, হরে রাম জপতে থাকলাম। কখন যে চোখটা বুজে এসেছিল বুঝতে পারিনি। কে যেন আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো- সুবিমল, এই সুবিমল।

আমি ধর পড় করে জেগে উঠে বসলাম, ভাবলাম বৃন্দাবন ফিরে এসেছে। কিন্তু সামনে তাকিয়ে দেখি একটা মহিলা দাঁড়িয়ে। আমি চমকে উঠে বললাম, "কে?"

"কি রে ভয় পেয়ে গেলি যে, চিনতে পারলি না আমাকে?"

আমি আধো আধো স্বরে বললাম, "না, আসলে বিদ্যুতের আলো নেই তো, চোখে চশমাটাও নেই, তাই।"

"ভুলে যাবার তো কথা, তাই নয় কি? আমি ঈশিতা রে।"

ঈশিতা, আমি আকাশ থেকে পড়লাম। "কিন্তু তুই এখানে?"

"হ্যাঁ, এমন তো কথা ছিল।"

"কিন্তু এত বছর পর, কিভাবে এখানে এলি? আর জানলি কিভাবে আমরা এখানে আছি?"

"সব উত্তর কি একসাথে নিবি? কিন্তু আমার কাছে এত সময় তো নেই এখন। বাজারে বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা হল, তুই অসুস্থ শুনে তোকে দেখতে এলাম। কিন্তু তুই কিভাবে আমাকে ভুলে গেলি বল?"

"আমি ভুলে গেছি? কলেজ শেষ করার পর তোর বাবা এসেছিল আমার কাছে, তোর সাথে দেখা করার চেষ্টা করলে সে আত্মহত্যা করার ভয় দেখায়। একথা তুই জানতিস না?"

"না, আমি এসব কিছু জানতাম না বিশ্বাস কর।"

"আমিও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে ঠকে গেলাম রে। আচ্ছা শোন আমি এখন আসছি, বাকিটা বৃন্দাবনের থেকে জেনে নিস।"

আমি চমকে উঠলাম, "বৃন্দাবনের থেকে জেনে নেবো মানে?"

"আমার বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত সবকিছুই বৃন্দাবন জানতো।"

"কই, বৃন্দাবন তো আমাকে কোনদিন কিছুই বলেনি।"

"আসলে মৃত্যুকালে আমার বাবাকে সে কথা দিয়েছিল, আমার কথা কোনদিন তোকে জানাবে না। আচ্ছা, আমি আজ আসি, আবার আসব ফিরে, আবার হয় তো দেখা হবে কোনোদিন।" বলে ঈশিতা কিছু বলবার আগেই দরজা দিয়ে মিলিয়ে যায় কুয়াশার মেঘ সরিয়ে ওই দূরের জঙ্গলে। আমি কত ডাকলাম, "ঈশিতা, ঈশিতা......"

হঠাৎ করে ঘরের বিজলি বাতিগুলো জ্বলে ওঠে। আমি নিথর হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঘরের টেবিলে টিভিটা এমনি এমনি চলতে শুরু করে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। স্টার আনন্দ চ্যানেল খবর চলছে। হেড লাইনে শুধুই দেখাচ্ছে- "মেদিনীপুরে বাস একসিডেন্টে বহু লোক মারা গেছে।"

ইতিমধ্যে বৃন্দাবন আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকে, "সুবিমল।" আমি চশমাটা পরে বৃন্দাবনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে রে সুবিমল, শরীরটা খারাপ লাগছে?"

আমি বললাম, "ঈশিতা এসেছিল।"

বৃন্দাবন পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে নেয়। আবার আমার গায়ে হাত দিয়ে জ্বর মাপতে থাকে। "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"মাথা খারাপ কেন হবে? সত্যি কথা বলছি রে বন্ধু"

বৃন্দাবন বলে, "আজ দুপুরে বাস এক্সিডেন্ট-এ ঈশিতা মারা গেছে, আমি সেই খবরটা তোকে দেবো বলে দৌড়ে দৌড়ে এলাম। আর তুই বলছিস ঈশিতা এখানে এসেছিল?"

আমি গায়ের চাদর সরিয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এ এক অদ্ভুত সাইকোলজি

শহীদুজ্জামান কাকন

কয়েকদিন ধরেই ভাবছি। কিন্তু কোন কুলকিনারা করতে পারছি না। গতকাল কবি ইরাজ আহমেদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। দেখলাম তিনিও আমার মতোই কনফিউজড। মানুষের ভেতরকার মানুষ, এতো বৈপরীত্যে বসবাস তার, তাদের! মানুষের এই বৈপরীত্য বোঝাতে অনেক রকম মজার কথা চালু আছে সমাজে। যেমন, কেউ দড়ি হাতে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে বনের ভেতর। কিন্তু হাতে নিচ্ছে হারিকেন আর বাঁশ। কেন? কারণ, পথে যদি সাপে কামড়ে দেয়! তিনি মরতে চান, কিন্তু সাপের কামড়ে নয়।

করোনার কামড়ে মরতে দেখি অনেকেরই আপত্তি নেই। তারা 'আল্লাহ্ ভরসা' বলে শপিংয়ে বেরিয়ে পড়েন। টাকা খরচ করে কতোটা জামা-কাপড় আনলেন আর বিনে পয়সায় কতোটা করোনা ঘরে তুললেন সে হিসেব তাদের নেই। যারা অভাবে পড়ে কাজে বের হতে বাধ্য হন, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা স্বভাবে বের হন, তাদের হিসেবটা তো ঠিক মিলছে না। তারা কী সাহসী? তারা কী আল্লাহর হাতে নিজেকে সোপর্দ করা মানুষ?

এই 'আল্লাহ্ ভরসা' বলে বেরিয়ে পড়া 'সাহসী' মানুষগুলোকেই বলেন, করোনা রোগীদের সেবা করতে যেতে। তখন আর তার 'আল্লাহ্ ভরসা' থাকে না। এমন কী আপনজন, নিজের ভাই, বোন, বাবা, মা কারো করোনায় মৃত্যু হলে তার মরদেহটা পর্যন্ত হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে যায় এদেরই কেউ। প্রিয়জনের মুখটা শেষ দেখার সাহসও তখন পায়না তারা। মরদেহ সৎকার করতেও কাছে আসে না। তখন আর তারা ভুলেও বলে না, বাঁচা-মরা আল্লাহর হাতে।

শুধু করোনাকালের নয়, অনেক কিছুতেই আমাদের এই রকম সাইকোলজিক্যাল বৈপরীত্য বিদ্যমান। একজন মানুষের দু'টো কাজ, আচরণ, চিন্তা পাশাপাশি দাঁড় করালে ভাবতেও কষ্ট হয় যে সেটা একজন মানুষ থেকে উৎসারিত। এতো বৈপরীত্যও ধারণ করে মানুষ!

মানুষের এই ডুয়েল ক্যারেক্টারের মূলে কী তা হয়তো সমাজ বিজ্ঞানীরা ভালো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শহীদুজ্জামান কাকন: অর্থনীতিবিদ

বিসমিললাহির রাহমানির রাহীম

“আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা আবশ্যক”

হাছিনা আক্তার মিনি (সিডনি)

আসসালামু আলাইকুম।

আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?” সূরা:মুমিনুন;১১৫।

“আমি আমার ইবাদত করার জন্যই মানুষ এবং জীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি” সূরাঃযারিয়াত;৫৬।

মানুষের পার্থিব জীবনের ব্যস্ততা দেখে কি মনে হয় আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন সেটাই তাদের কর্তব্য হিসেবে তারা নিয়েছে?

এই মানবজাতিকে আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীবের মর্যাদা দিয়েছে সে তার বুদ্ধি- বিবেচনা কাজে লাগিয়ে তাঁর সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে তাঁর ইবাদতে নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য।

আল্লাহ আরও বলেন, “যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করো নি ।সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। সূরা:আল-ইমরান;১৯১।

একদা হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর ঘরে বসে যাবুর কিতাব পাঠ করছিলেন এমন সময় সম্মুখস্ত একটি গর্ত থেকে লাল বর্ণের একটি পোকা বের হয়ে এলো। পোকাটিকে দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন এলো, ‘আল্লাহ এই পোকাটিকে কি উদ্দেশ্যে পয়দা করেছেন?’

তখন অন্তর্যামী আল্লাহপাক ঐ পোকাটিকে কথা বলার শক্তি দিয়ে নবীর এ প্রশ্নের জবাব দিতে নির্দেশ করলেন।

পোকাটি বললো, ‘হে আল্লাহর নবী! আল্লাহপাক আমাকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন আমি তাঁর স্তুতি ও প্রশংসা করি। সেই মতে আমি প্রত্যহ দিবাভাগে এক হাজার বার করে এই কালেমাটি পাঠ করে আসছি, -

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহি, ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর”।

আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই নিমিত্তে। আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক্ব) মা‘বূদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়/মহান/ সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর প্রত্যহ রাতে আমি এই দুরুদটি পড়ে আসছি, “আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিন ন্নাবিয়িল উম্মিয়ি ওয়া আলা আলিহি ওয়াছহাবিহি ওয়া ছাল্লিম”।

তারপর পোকাটি বলে, ‘হে নবী! এখন আপনি বলুন, আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন?’

পোকাটির মুখে এরূপ বাক্য শুনে আল্লাহপাকের কাজে তাঁর প্রশ্ন জাগায় তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

যারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবী করে তাদের যে চিন্তা, কথা, কাজ অন্তরে বাহিরে ধারণ করতে হবে তা হচ্ছে- আল্লাহতে, তাঁর একত্ববাদে নির্দ্বিধায়, নিঃসন্দেহে, নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস রাখতে হবে, তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব, ন্যায্য ও সুক্ষ বিচার সম্পর্কে সুধারণা রাখতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তাঁর আদেশ-নিষেধ, পছন্দ-অপছন্দ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে। তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য যেমন করা যাবে না তেমনি কোন সৃষ্টিকে তুচ্ছ করে দেখা যাবে না।

আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না” সূরা:আল-ইমরান;১০২।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজের জীবনের ভুল ত্রুটির কথা মনে করে অনেক সময় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন। তাঁর বুকের মধ্য থেকে কম্পনের শব্দ শোনা যেতো।

একবার এরূপ অবস্থায় আল্লাহ জিবরাঈল (আঃ) কে পাঠান, তিনি এসে বলেন, “হে নবী! আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন এমন কেউ কি আছে যে তার বন্ধুকে ভয় করে?”

এ কথা শুনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, “হে জিবরাঈল ! যখন আমার ভুলের কথা স্মরণ হয়, তার পরিণতির কথা ভেবে আমার মনে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর সাথে আমার গভীর বন্ধুত্বের কথাও আমি বিস্মৃত হয়ে যাই”।

এই হলেন আল্লাহর খলিল, যিনি কিশোর বয়স থেকেই ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় পৃথিবীর একমাত্র মুসলিম হিসেবে নিজ পরিবারসহ পুরো রাজ্যের, রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আললাহর উপর পূর্ন ভরসা রেখে সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন, আল্লাহর আদেশে নিজ স্ত্রী-সন্তানকে নির্জন মরুভূমিতে রেখে এসেছেন, প্রিয় সন্তানকে জবেহ করার মত অকল্পনীয় ত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি, কাবা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বোচ্চ আনুগত্য, ভালোবাসা দেখিয়েছেন; তাঁর যদি নিজের কৃতকর্মের ভয়ে এমন হয়; জীবনভর ভুলত্রুটি আর পাপে জর্জরিত থাকার জন্য আমাদের কি করা উচিৎ?

আমাদের করণীয় - আল্লাহকেই নিজ জীবনের থেকেও বেশী ভালোবাসতে হবে, তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ ভক্তিপূর্ণ ভয় রাখতে হবে, তাঁকে সবসময় অংশীবিহীন, তুলনাবিহীন মনে করে খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাঁর সকল নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে শোকরিয়া আদায় করতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর সম্পর্কে সুধারণা রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

নিজের ‘কলব’কে পরিচ্ছন্ন করতে হবে খাস দিলে সুবহানাল্লাহ বলে, তারপর আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করে, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে তাঁর একত্ব ঘোষণা করে আল্লাহু আকবর বলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে হবে; এভাবেই নিজের কলবকে জীবন্ত, এবং সতেজ রেখে মুমিন হওয়ার রজ্জু শক্ত করে ধরে রাখতে হবে।

প্রত্যহ মহান প্রভুর কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজের দারিদ্র ও অসহায়ত্বের কথা অকপটে স্বীকার করে তাঁর কাছেই যাচঞা করতে হবে, নিজের জানা-অজানা ভুল-ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হয়ে অনুশচনা করতে হবে, বিনীতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে, তওবা করতে হবে।

সবসময় তাঁকেই দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র অভিভাবক জেনে তাঁর কাছে সোজা সরল পথ রাখার জন্য ও তাতে সুদৃঢ় ও অটল থাকার জন্য নিশিদিন আকুল প্রার্থনা জানাতে হবে যেই অবসম্বাদিত পথই একদিন বানদারে রোজ কেয়ামতের পুলসিরাত পার করাবে, নবী, সিদ্দিকীন, শহীদ এবং নেককার বান্দাদের পাশে জান্নাতুল ফেরদাউসের নন্দনকাননে নিয়ে যাবে, চিরস্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে।

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ধাবিত করুন, আমিন।

আল্লাহ আমাদের নেক নিয়ত ও নেক কাজের চেষ্টা করার তওফিক দান করুন,আমিন।

আল্লাহ আমাদেরকে, সকল মুমিন, মুসলিম নর-নারীকে বিনা হিসেবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হিসেবে কবুল করে তা মনজুর করুন,আমিন।

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

মামা-ভাগ্না!

বৈঠা পোদ্দার

মামা: বাঙ্গালীরা বিদেশে জাইয়াও মাথা উঁচু কইরা থাকে ,বুজছস ভাইগ্না ?
ভাগ্না : না বুঝার কিছু নাইক্কা। তয় কথা হইলো,পার্টি করার কাম কি ?
মামা : কি কস ? আমগো শরীরে বাংলা রক্ত না ?
ভাগ্না : সব ঠিক আছে। আমরা হইলাম যোদ্ধা জাতি। কিন্ত বিদেশে কি ?
মামা : অরে ভাগ্না ,সহজ কথা বুঝলি না। আমাগো রক্ত অহনো গরম যেহানে থাকিনা কেলা -দেশের একটা অতিহ্য বইল্যা কিছু ব্যাপার আছে না ?
ভাগ্না : আরে মামা ,এজন্য কি যেহানে যাইবেন ,সেহানে ঠাপাঠাপি করবেন নি ?
মামা : কি কইতাছোস ? খুইল্লা ক !
ভাগ্না : আরে মামা -সহজ কথা বুজেন না ? মোর জ্বালা। আমগো মানুষগুলি হালায় যেহানে যাইবো -সেহানে পেচগি লাগায়। পারেনা কিছু ,হুদা কামে পাট লয়। বুঝেন কিছু ?
মামা : ওই বেটা ভাইগ্না। পেঁচাস কেলা ? খুইল্লা ক !
ভাগ্না : আরে মামা -আমগো জাতি হালায় যেহানে যাইবো সেহানে যাইয়া দল করবো। ক্লাব করবো। পয়লা পয়লা মুখে কত মধুর সুর। হেন্ করেঙ্গা। তেন করেঙ্গা। কয়দিন পর দেহা যায় তার আসল চেহারা।
মামা : মায়নি (মানি) কি ?
ভাগ্না : যারে লইয়া ক্লাব করে ,দল করে ,পার্টি করে ,তার পিছে লাগে। আইক্ষা ওয়ালা বাঁশ দিয়া ওরে চৌ রাস্তার মধ্যেখানে খাড়া কইরা রাখে।
মামা : কস কি ? কেমতে(কেমনে) কি ?
ভাগ্না : আরে মামা ,তুমি হালায় ব্যাক ডেটেড। কিছুই বুজবার পারো না দেহি।
মামা : আরে হালায়, কি কইতাছস ? বুঝাইয়া কইবি না ?
ভাগ্না : কয়দিন পর দেহা গেল একই মাইনসে (মানুষে) নয়া আরেক দল খুইল্যা বইয়া রইছে।
মামা : তোর কথা হালায় আগা মাথা বুঝবার পারতাছিনা !
ভাগ্না : যোহন সভাপতি বা সম্পাদক হোনের খাউস হয় তহন দলের ভিত্তে লাগায় ক্যাচাল। যোহন দেহে এহেনে কাম ওইতো না
মামা : কাম ঐতনা মানে ?
ভাগ্না : যোহন দেহে -সভাপতি বা সম্পাদক অইতে পারতোনা ,তহন দলের ভিত্তে ক্যাচাল লাগাইয়া দল ছাইড়া জায়গা। হগলে মনে করে আপদ হালায় গেছে --! আসলে ওই হালায় যাইয়া আরো ২/১ জনেরে দল থেইক্কা বাইর কইরা লইয়া যায়। বাইর হইয়া নিজেরা একই ক্লাবের নামে আরেকটা ক্লাব খাড়া করায়। হেরপরে নিজেই সভাপতি বা সম্পাদক হইয়া ঘোষণা করে। ওগো কারবার দেইক্ষা কুত্তা বি কান্দে।
মামা : তরে এগনি কইছে কেঠা ?
ভাগ্না: মামা হোনো। আমিতো দেখবার লাগছি ৩ যুগ ধইরা। সব হালায় পজিশন চায়। নেতা হইবার চায়। ভালো কইরা চাইয়া দেহো -এদেশে যত্তগুলা ক্লাব আছে প্রায় সবগুলা ৪/৫ টা দলে ভাঙ্গা (বিভক্ত) ! কারন এউগ্গাই,সব হালায় নেতা হইবার চায়। হালাগো চেহারা দেখতে কও মামু। খাডাশের মতো হালারা -দেশের মান সম্মান সব ডুবাইতাছে। ওগোরে কিছু কও মামা।
মামা : তোর কথা এতক্ষনে বুঝে আইছে ভাগ্না।
ভাগ্না : এল্লাইগা কয়, বাঙ্গালী যে রাস্তা দিয়া যায় -হে রাস্তায় বানর বি যায়না !
চলবে ----

Need Tax Return?
Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...
TAX TIME AHEAD
QUALITY SERVICE ASSURED AT LOWEST PRICE
FREE TAX RETURN ASSESSMENT
Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management Bookkeeping & Many more
CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND
bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING
OUR PARTNERS
Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW
Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW
Find us on Facebook
Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000
www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, September 2020, Volume-9, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au